

‘দিন বদলেছে, একক আধিপত্যের দিন শেষ!’ ব্রিকস মঞ্চে কূটনৈতিক ইঙ্গিত মোদির



নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর ৪ বিশ্ব রাজনীতির সমীকরণ দ্রুত বদলাচ্ছে। আন্তর্জাতিক মঞ্চে কোনও একটি দেশের একক আধিপত্যের দিন শেষের পথে-ব্রিকস সম্মেলনের মঞ্চ থেকে এমনই বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পারম্পরিক সহযোগিতা,

একা এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষমতায়নের উপর জোর দিয়ে মোদি বুঝিয়ে দিলেন, আগামী দিনের বিশ্বব্যবস্থা আরও বহুমেরু হয়ে উঠছে। শনিবার ব্রিকসের গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত দুই দশকে ব্রিকস আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজস্ব পরিচিতি তৈরি করেছে। সদস্য দেশগুলি একে অপরের মতামতকে সম্মান করে এবং সর্বসম্মতির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করে বলেও জানান তিনি। এবার সেই এক্যকে বাস্তব ও দৃশ্যমান ফলাফলে পরিণত করার সময় এসেছে বলে মন্তব্য করেন মোদি। তাঁর কথায়, কাউকে বিরোধিতা করে নয়, বরং সকলকে সঙ্গে নিয়েই এগিয়ে যাওয়াই ব্রিকসের লক্ষ্য। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও উন্নয়নের নতুন মডেল গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই জোট আরও কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি। মোদির বক্তব্যের সময় মঞ্চে তাঁর দুই পাশে ছিলেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির পুতিন। চীন রাষ্ট্রনেতারা এই উপস্থিতি স্বাভাবিকভাবেই কূটনৈতিক মহলের নজর কেড়েছে। বিশেষ করে বর্তমান বিশ্বে আমেরিকা, রাশিয়া ও চিনকে ঘিরে যে জটিল শক্তির সমীকরণ তৈরি হয়েছে, তার মধ্যে ভারতের অবস্থানও ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ভারত বারবারই মানবতাকে অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছে। সহনশীলতা, উদ্ভাবন এবং সহযোগিতাকে ভারতের উন্নয়ন ও কূটনীতির গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে তুলে ধরেন তিনি। মোদির বক্তব্যে সরাসরি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নাম না থাকলেও, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষণের একাংশের মতে, একক আধিপত্যের পরিবর্তে বহুমেরু বিশ্বব্যবস্থার পক্ষে তাঁর বার্তা আসলে ওয়াশিংটনের প্রতিও একটি কূটনৈতিক ইঙ্গিত। অর্থাৎ বিশ্ব রাজনীতিতে এখন একাধিক শক্তির সহাবস্থান এবং পারস্পরিক সহযোগিতাই ভবিষ্যতের পথ-ব্রিকসের মঞ্চ থেকে সেই বার্তাই আরও একবার স্পষ্ট করল দিল্লি।

আপের সঙ্গে ‘সখ্য’ নিয়ে বিজেপির সুরেই কংগ্রেস!

নিশানায় ককরোচ

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর ৪ ‘ককরোচ জনতা পার্টি’র সঙ্গে আম আদমি পার্টির সখা নিয়ে এতদিন মূলত বিজেপিরই প্রশ্ন তুলছিল। এবার সেই একই অভিযোগের সুর শোনা গেল কংগ্রেসের অন্দরেও। কংগ্রেসের শীর্ষ নেতা শচিনা পাইলট সরাসরি প্রশ্ন তুললেন, ককরোচ জনতা পার্টি কি আপনার প্রতি নরম মনোভাব দেখাচ্ছে? তাঁর মন্তব্য ঘিরে জাতীয় রাজনীতিতে নতুন করে শুরু হয়েছে চাপানউতোর। বিতর্কের সূত্রপাত আপনার ‘স্কুল ঠিক করে’ অভিযানকে ঘিরে। রাজস্থানে স্কুল পরিদর্শনের সময় ককরোচ জনতা পার্টির নেতারা একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অব্যবস্থার অভিযোগ সামনে এনেছেন। কোথাও স্কুলের পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, কোথাও আবার অত্যন্ত খারাপ পরিস্থিতির ছবি তুলে ধরা হয়েছে। এমনকি একটি স্কুলে আন্তাবনের গুরুত্বপূর্ণ নেতা। ফলে দুই রাজ্যের স্কুল পরিদর্শনে নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্কে তাঁর বক্তব্য রাজনৈতিকভাবে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। পাইলটের বক্তব্য, যে কোনও রাজ্যের স্কুলের অডিটকে স্বাগত জানানো উচিত। কিন্তু একই মনোদণ্ডে সমস্ত রাজ্যের স্কুল পরিদর্শন করা প্রয়োজনা। তাঁর অভিযোগ, পাঞ্জাবের পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব দিয়েছে কংগ্রেস। একইসঙ্গে পাইলট রাজস্থানের গুরুত্বপূর্ণ নেতা। ফলে দুই রাজ্যের স্কুল পরিদর্শনে নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্কে তাঁর বক্তব্য রাজনৈতিকভাবে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। পাইলটের বক্তব্য, যে কোনও রাজ্যের স্কুলের অডিটকে স্বাগত জানানো উচিত। কিন্তু একই মনোদণ্ডে সমস্ত রাজ্যের স্কুল পরিদর্শন করা প্রয়োজনা। তাঁর অভিযোগ, পাঞ্জাবকে যেন কোনও বিশেষ সুবিধা দেওয়া না হয় এবং আপনার ক্ষেত্রেও কোনও ‘বন্ধুত্বপূর্ণ ছাড়’ রাখা উচিত নয়। অর্থাৎ, বিজেপি এতদিন যে অভিযোগ করে আসছিল, এবার কার্যত সেই প্রশ্নই তুলল কংগ্রেস। যদিও আপ বা ককরোচ জনতা পার্টির পক্ষ থেকে এই অভিযোগের কী জবাব দেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে এখনও রাজনৈতিক মহলে পাল্টা বক্তব্যের অপেক্ষা রয়েছে। আপ ও ককরোচ জনতা পার্টির ঘনিষ্ঠতা নিয়ে বিতর্ক অবশ্য নতুন না। অতীতে ককরোচ শিবিরের কয়েকজন নেতা আপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলেও রাজনৈতিক মহলে আলোচনা হয়েছে। দিল্লিতে ককরোচদের আন্দোলনের সময় আপের তরফে সহযোগিতার অভিযোগও উঠেছিল। এতদিন এই সম্পর্ক নিয়ে বিজেপিই সবচেয়ে বেশি সরব ছিল। এবার কংগ্রেসও একই প্রশ্ন তোলার রাজনৈতিক সমীকরণ নতুন মাত্রা পেলে। বিশেষ করে পাঞ্জাবে কংগ্রেসের সংগঠন ও ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কৌশলের ক্ষেত্রে এই অভিযোগ কতটা প্রভাব ফেলে, সেদিকেই এখন নজর রাজনৈতিক মহলের। সব মিলিয়ে, স্কুল অডিটকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া বিতর্ক এবার পিছিয়ে গেল বৃহত্তর রাজনৈতিক সমীকরণের জায়গায়। আপের সঙ্গে ককরোচ জনতা পার্টির সম্পর্ক নিয়ে বিজেপির পর এবার কংগ্রেসও প্রশ্ন তোলার চাপ যে বাড়ল, তা বলাই যায়।

ব্রিকস মঞ্চে পহেলাগাঁও হামলার নিন্দা রাশিয়া-চিন-ইরানের

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর ৪ ব্রিকস সম্মেলনের মঞ্চে কূটনৈতিকভাবে বড় সাফল্য পেল ভারত। দিল্লি যোগাপত্রে পহেলাগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার তীব্র নিন্দা জানাল ব্রিকসের সদস্য দেশগুলি। বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণভাবে, রাশিয়া, চিন এবং ইরানের মতো দেশও এই অবস্থানো ভারতের সঙ্গে একমত হয়েছে। ফলে আন্তর্জাতিক মঞ্চে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের কূটনৈতিক চাপ আরও বাড়ল বলেই মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল। দিল্লিতে আয়োজিত ব্রিকস সম্মেলনের যোগাপত্রে পহেলাগাঁও হামলার প্রসঙ্গ তুলে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে একাবদ্ধ অবস্থানের কথা জানানো হয়েছে। পাশাপাশি সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় হিমুখী নীতি বা ‘ডাভল স্ট্যান্ডার্ড’ প্রত্যাখ্যান করার কথারও স্পষ্ট করা হয়েছে। যোগাপত্রে ব্রিকস সদস্যরা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে তাদের দৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন। সন্ত্রাসীদের আন্তঃসীমান্ত চলাচল, জঙ্গি সংগঠনগুলির অর্থায়ন এবং সন্ত্রাসবাদীদের নিরাপদ আশ্রয়ের মতো বিষয়গুলির বিরুদ্ধেও কঠোর অবস্থান নেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক স্তরে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কার্যকর এবং সমন্বিত পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তার কথাও উঠে এসেছে। পহেলাগাঁও হামলার নিন্দার ক্ষেত্রে রাশিয়া, চিন ও ইরানের অবস্থান বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, কূটনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে ভারত ও এই দেশগুলির সঙ্গে পারিস্থিতির সম্পর্কের নিজস্ব রং রয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে ব্রিকসের মতো গুরুত্বপূর্ণ বহুপাক্ষিক মঞ্চে পহেলাগাঁও হামলার নিন্দা ভারতের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করল বলেই মনে করা হচ্ছে।

ব্রিকস মঞ্চে মোদির বড় বার্তা!

জিনপিংকে পাশে নিয়ে রাষ্ট্রসংঘে সংস্কারের ডাক,স্থায়ী সদস্যপদে ভারতের দাবি জোরালো

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর ৪ ব্রিকসের মঞ্চকে কাজে লাগিয়ে বিশ্ব কূটনীতিতে ভারতের অবস্থান আরও স্পষ্ট করে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আন্তর্জাতিক ক্ষমতার কাঠামোয় দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা ‘দূর করে নতুন, আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক বিশ্বব্যবস্থা’ গড়ে তোলার দাবি তুললেন তিনি। একইসঙ্গে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার দ্রুত করার পক্ষে জোরালো সওয়াল করলেন প্রধানমন্ত্রী। ভারতের স্থায়ী সদস্যপদের দাবিও ফের স্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরলেন তিনি। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, ব্রিকসের মঞ্চে মোদির এই বক্তব্যের সময় একই আন্তর্জাতিক মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। ফলে ভারতের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রসংঘের কাঠামো বদলের দাবি এবং নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের স্থায়ী সদস্যপদের প্রশ্নটি আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, নেপালের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়েও চিনের প্রতি প্ররোক্ষ বার্তা রয়েছে বলে কূটনৈতিক মহলের একাংশের দাবি। বক্তব্যে মোদি মূলত ‘গ্লোবাল সাউথ’-এর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর বক্তব্য, বিশ্বের উন্নয়নশীল ও উদীয়মান দেশগুলি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এখনও পিছনের সারিবেই থেকে যাচ্ছে। এই ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন বলে দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী। মোদির বক্তব্যে উঠে আসে আন্তর্জাতিক ক্ষমতার কাঠামোর পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা। তাঁর মতে, দীর্ঘদিন ধরে যে ‘ক্ষমতার পিরামিড’ আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করেছে, সেটিকে এবার এমন একটি ‘অংশীদারিত্বের মঞ্চে’ রূপান্তর করা প্রয়োজন, যেখানে প্রতিটি দেশের



সংস্কারের বিষয়টি নিয়ে সরাসরি সরব হন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার আর দীর্ঘদিন পিছিয়ে রাখা সম্ভব নয়। বর্তমান বিশ্বের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে রাষ্ট্রসংঘের সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাঠামোর সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন বলেই মত তাঁরা। এই প্রসঙ্গেই ভারতের দীর্ঘদিনের দাবিকে আরও একবার সামনে আনেন মোদি। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হিসেবে ভারতের অন্তর্ভুক্তির পক্ষে জোরালো সওয়াল করে তিনি জানান, বিশ্বের আঞ্চলিক তাৎপর্য যথেষ্ট বড়া বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ দেশকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বোচ্চ স্তরে জায়গা দেওয়া প্রয়োজনা। ভারতের এই দাবি অবশ্য নতুন নয়। দীর্ঘদিন ধরেই নয়াদিল্লি নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদের জন্য আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ের চেষ্টা চালিয়ে

অন্যদিকে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির কাঠামোগত সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাও তুলে ধরছে। মোদির বক্তব্যে নেপালের প্রসঙ্গও বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে বলে মনে করা হচ্ছে। দক্ষিণ এশিয়ায় নেপালের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নেশারিট সঙ্গে ভারতের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের পাশাপাশি চিনের সঙ্গেও নেপালের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। ফলে নেপালের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে ব্রিকসের মঞ্চে কোনও বার্তা থাকলে তার আঞ্চলিক তাৎপর্য যথেষ্ট বড়া। চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের উপস্থিতির মধ্যেই মোদির এই বক্তব্যকে তাই নিছক সাধারণ কূটনৈতিক মন্তব্য হিসেবে দেখাচ্ছে না। আন্তর্জাতিক মহলের একাংশ। বিশেষ করে রাষ্ট্রসংঘের সংস্কার, গ্লোবাল সাউথের প্রতিনিধিত্ব এবং

ধরেছেন প্রধানমন্ত্রী। ব্রিকস যে শুধু অর্থনৈতিক সহযোগিতার মঞ্চ নয়, বরং ক্রমশ আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সমীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চাইছে-মোদির বক্তব্যে সেই বার্তাও স্পষ্ট। পশ্চিমা নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশগুলির আরও বেশি প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার দাবি ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। সব মিলিয়ে ব্রিকসের মঞ্চে মোদির বার্তা যথেষ্ট স্পষ্ট-বিশ্বের ক্ষমতার কাঠামো বদলাতে হবে, রাষ্ট্রসংঘকে আরও প্রতিনিধিত্বমূলক করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে গ্লোবাল সাউথকে সামনে আনতে হবে। আর সেই নতুন ব্যবস্থায় ভারতের জায়গা শুধু গুরুত্বপূর্ণ নয়, নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হিসেবেও নিশ্চিত করতে হবে-দিল্লির কূটনৈতিক বার্তা এদিন ফের স্পষ্ট করে দিলেন প্রধানমন্ত্রী।

‘তৃণমূল কারও বাবার দল নয়’, কমিশনে সওয়াল ঋতরত শিবিরের!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর ৪ তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীক নিয়ে দীর্ঘদিনের টানাগোড়নে এবার পৌঁছে গেল চূড়ান্ত পর্যায়ে। দলের প্রতীকের দাবিদার দুই শিবিরকেই চূড়ান্ত শুনানির জন্য ডেকেছে নির্বাচন কমিশন। তার আগে শনিবার কমিশনের দপ্তরে প্রায় এক ঘণ্টা কুড়ি মিনিট ধরে বৈঠক করল ঋতরত বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বাধীন শিবির। বৈঠক শেষে প্রতীক পাওয়ার বিষয়ে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা ঋতরত বন্দ্যোপাধ্যায়। একই সঙ্গে সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে তাঁর বিস্ফোরক মন্তব্য, ‘তৃণমূল কংগ্রেস কারও বাবার দল নয়।’ এদিন কমিশনের দপ্তরে ‘তৃণমূলের দাবিদার শিবিরের হয়ে উপস্থিত ছিলেন ঋতরত বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ রায়, চন্নিমা ভট্টাচার্য, আখরুজ্জামান এবং তাঁদের আইনজীবী আমন বাঁ। প্রায় ৮০ মিনিট ধরে কমিশনের আধিকারিকদের সঙ্গে তাঁদের আলোচনা হয়। বৈঠকে দলের সাংগঠনিক কাঠামো, নেতৃত্বের বেধতা এবং প্রতীকের দাবির পক্ষে বিভিন্ন তথ্য ও নথি তুলে ধরা হয়েছে বলে শিবির সূত্রে খবর। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ঋতরত জানান, কমিশনের পক্ষ থেকে যে সমস্ত প্রশ্ন করা হয়েছে, তার উত্তর তাঁরা দিয়েছেন। পাশাপাশি চাওয়া হয়েছে এমন সমস্ত প্রশ্নও জমা দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। কমিশনের শুনানি নিয়ে তাঁদের কোনও অসন্তোষ নেই বলেও জানান বিরোধী দলনেতা। বরং বৈঠকের পর প্রতীক তাঁদের শিবিরের হাতে আসবে বলেই কার্যত আত্মবিশ্বাসী ঋতরতরা। এরপরই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূলের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে আক্রমণ করেন ঋতরত। তাঁর অভিযোগ, মমতা জমানায় দলের ভিতরে কোনও গণতান্ত্রিক পদ্ধতি কার্যকর ছিল না। তাঁর কথায়, ‘না খাতা, না বাহি-যো উত্তর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করে, ওহি সহি’-এমনই ছিল দলের নীতি। এখন সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন প্রয়োজন

এরপর ৬-র পাতায়

‘জোড়াফুলেই লড়ব’, ঋতরতর ‘বাপের দল’ কটাক্ষের পালটা কল্যাণের

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর ৪ উপনির্বাচনের মুখে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীক নিয়ে দ্বৈধ আরও জটিল হয়ে উঠল। শনিবার নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে আলোচনাভাবে দীর্ঘ বৈঠক করলেন ঋতরত বন্দ্যোপাধ্যায়পন্থী এবং কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের প্রতিনিধিরা। দু’পক্ষের নথিপত্র খতিয়ে দেখার পাশাপাশি তাঁদের বক্তব্যও শোনেন কমিশনের আধিকারিকরা। তবে বৈঠকের পরও প্রতীক নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না আসায় অনিশ্চয়তা কাটল না। শনিবার প্রথমে কমিশনের সঙ্গে বৈঠকে বসেন ঋতরত বন্দ্যোপাধ্যায়, আখরুজ্জামান-সহ তাঁর শিবিরের প্রতিনিধিরা। বৈঠক শেষে ঋতরত দাবি করেন, দলের প্রতীক পাওয়ার বিষয়ে তাঁরা যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী। তাঁর বক্তব্য, তৃণমূল কংগ্রেস কোনও ব্যক্তির একক সিদ্ধান্তে পরিচালিত হতে পারে না। দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োজন রয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। এর পরেই কমিশনের দপ্তরে যায় কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। প্রায় দু’ঘণ্টা ধরে চলে তাঁদের বৈঠক। দলে ছিলেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সাক্ষেত গোখলে-সহ অন্য নেতারা। বৈঠক শেষে কল্যাণের বক্তব্যে অবশ্য প্রতীক নিয়ে কিছুটা সতর্কতার সুর শোনা যায়। তিনি জানান, কমিশন চাইলে প্রতীক সংক্রান্ত বিষয়ে অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিতে পারে। তবে কমিশনের তরফে উপনির্বাচনের আগে কোনও সিদ্ধান্ত জানানো না হলে তাঁদের অবস্থান স্পষ্ট-জোড়াফুল প্রতীকের নির্বাচনে লড়বেন তারা। অর্থাৎ, নদীগ্রাম এবং রেজিনাপুরের আসন্ন উপনির্বাচনে দলীয় প্রতীক ব্যবহার নিয়ে কালীঘাট শিবির নিজেদের অবস্থান আগেভাগেই জানিয়ে রাখা। এর পরেই ঋতরত বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেন কল্যাণ। তাঁকে বিজেপির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার অভিযোগে আক্রমণ করে কল্যাণ দাবি করেন, তাঁরই শেষ পর্যন্ত দলের প্রতীক পাবেন। ঋতরতর রাজনৈতিক অবস্থান নিয়েও কটাক্ষ করেন তিনি। অন্যদিকে, ঋতরত

এরপর ৬-র পাতায়

শি জিনপিং-মোদির বৈঠকে কি খুলবে সীমান্ত জট?

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর ৪ দীর্ঘ টানাগোড়নে ও কূটনৈতিক অনিশ্চয়তার পর ফের ভারতের মাটিতে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। শনিবার দুপুরে সপারদিল্লি দিল্লিতে পৌঁছন চিনা প্রেসিডেন্ট। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন চিনা কমিউনিস্ট পার্টির শীর্ষ নেতা কিং কি এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তথা বিদেশমন্ত্রী ওয়াং হি। দিল্লি বিমানবঃ দরে তাকে স্বাগত জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতিন প্রসাদ। সফরের অন্যতম সংস্কৃতিকে আক্রমণ করেন ঋতরত। তাঁর অভিযোগ, মমতা জমানায় দলের ভিতরে কোনও গণতান্ত্রিক পদ্ধতি কার্যকর ছিল না। তাঁর কথায়, ‘না খাতা, না বাহি-যো উত্তর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করে, ওহি সহি’-এমনই ছিল দলের নীতি। এখন সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন প্রয়োজন

নিয়ে টানাগোড়ন এবং অরুণাচল প্রদেশকে ঘিরে চিনের ধারাবাহিক দাবির জেরে দুই দেশের মধ্যে অবিশ্বাস আরও বেড়েছে। সেই পরিস্থিতিতে জিনপিংয়ের ভারত সফর এবং মোদির সঙ্গে মুখোমুখি বৈঠককে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। দুই রাষ্ট্রপ্রধানের বৈঠকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে আসতে পারে। আলোচনার সম্ভাব্য তালিকায় রয়েছে সীমান্ত সমস্যা, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য, অর্থনৈতিক সম্পর্ক এবং দুই দেশের মধ্যে সরাসরি বিমান পরিষেবা পুনরায় চালুর মতো বিষয়। একই সঙ্গে ভারত-চিন সম্পর্ককে স্বাভাবিক ছদ্মে ফেরানো এবং দীর্ঘদিনের মতপার্থক্য কীভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়, তা নিয়েও আলোচনা হতে পারে বলে কূটনৈতিক মহলের অনুমান। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন অবশ্য সীমান্ত

সমস্যা। গালওয়ানের পর প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বা থল্ক-কে ঘিরে যে অবিশ্বাস তৈরি হয়েছে, দুই দেশের শীর্ষ নেতৃত্বের বৈঠকে তার কতটা চিন্তার তরফে অবশ্য বন্ধুত্বপূর্ণ বার্তা দেওয়া হয়েছে। চিনা রাষ্ট্রদূত জু ফেইংহু সামাজিক মাধ্যমে জানান, দুই দেশের শীর্ষ নেতৃত্বের কৌশলগত

নির্দেশনা মেনে ভারত ও চিন দীর্ঘমেয়াদি ও জৈবলগত সহযোগিতার দিকে এগোতে চায়। তাঁর বক্তব্যে মতপার্থক্যকে যথাযথভাবে সামাল দেওয়ার পাশাপাশি সমন্বয় ও সহযোগিতা

পড়াশোনায় বিকল্প প্রযুক্তির বার্তা শুভেন্দুর

‘টাকা বেশি লাগলে দেব, মোবাইল নয়!’

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১২ সেপ্টেম্বর ৪ স্কুলপড়ুয়াদের হাতে মোবাইল ফোন তুলে দেওয়ার নীতি নিয়ে এবার সরাসরি আপত্তি জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, পড়াশোনার প্রয়োজনীয় আধুনিক সরঞ্জাম দিতে সরকার অর্থের ক্ষেত্রে পিছপা হবে না, কিন্তু একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের হাতে মোবাইল ফোন দেওয়ার প্রথা চালু রাখা হবে না।



ছাত্রছাত্রীদের মোবাইলের অতিরিক্ত ব্যবহার থেকে দূরে রাখার পাশাপাশি তাঁদের আরও বেশি ধরনের শারীরিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করার বার্তাও দিয়েছেন তিনি। শনিবার কলকাতায় আয়োজিত রাইজিং ভারত সামিটের ইস্ট এডিশনের মঞ্চ থেকে শিক্ষা, প্রযুক্তির ব্যবহার, নেশামুক্ত সমাজ এবং রাজ্যে বিনিয়োগ নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন শুভেন্দু। তাঁর বক্তব্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় ছাত্রছাত্রীদের মোবাইল ব্যবহারের বিষয়টি। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, আগের সরকার স্কুলপড়ুয়াদের হাতে মোবাইল ফোন ও ট্যাব তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু তাঁর মতে, পড়ুয়াদের মোবাইলের অতিরিক্ত ব্যবহার থেকে দূরে রাখা প্রয়োজনা। তিনি বলেন, শিক্ষার জন্য যে সমস্ত আধুনিক সরঞ্জাম প্রয়োজন, সেগুলি দিতে সরকার প্রস্তুত। প্রয়োজনে বেশি অর্থ খরচ হলেও তা করা হবে, কিন্তু পড়ুয়াদের হাতে মোবাইল ফোন তুলে দেওয়া হবে না। শুভেন্দুর বক্তব্য, প্রযুক্তি শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলেও ব্যক্তিগত মোবাইলের অবাধ ব্যবহার পড়াশোনার পরিবেশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। তাই পড়াশোনার কাজে প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা তৈরি করার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। শুধু মোবাইল থেকে পড়ুয়াদের দূরে রাখাই নয়, তাঁদের সার্বিক বিকাশের জন্য স্কুলসরে এনসিসি এবং ব্রতচারীর মতো কার্যক্রম চালুর পক্ষেও সওয়াল করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর মতে, শিক্ষা শুধু বই বা পরীক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। শৃঙ্খলা, শরীরচর্চা, সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং দলগত কাজের মানসিকতাও ছাত্রছাত্রীদের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিরও সামাজিক দায়িত্ব রয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। পড়ুয়াদের নেশা থেকে দূরে রাখতে স্কুল, পরিবার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি ক্ষেত্রকেও ভূমিকা নিতে হবে বলে জানান শুভেন্দু। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে ‘নেশামুক্ত ভারত’-এর প্রসঙ্গও। নতুন প্রজন্মকে নেশার কবল থেকে দূরে রাখতে সামাজিক সচেতনতা বাড়ানোর আহ্বান জানান তিনি। রাইজিং ভারত সামিটের মঞ্চে আদিত্য বিশ্ববিদ্যালয় নিয়েও নিজের সরকারের অবস্থান তুলে ধরেন শুভেন্দু। তাঁর দাবি, বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রশাসনিক কাঠামো নিয়ে সরকার পরিবর্তন করেছে এবং সেটিকে উচ্চশিক্ষা দফতরের অধীনে আনা হয়েছে। একইসঙ্গে স্কলারশিপ নিয়েও সরকারের নীতি ব্যাখ্যা করেন তিনি। শুভেন্দুর অভিযোগ, অতীতে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য আলাদা সুবিধা দেওয়া হত। বর্তমান সরকার সেই ধরনের ‘তুচ্ছিকরনের রাজনীতি’ বন্ধ করেছে বলে দাবি করেন তিনি। শিক্ষা ও সামাজিক নীতির পাশাপাশি রাইজিং ভারত সামিটের মঞ্চ থেকে শিল্পপতিদের কাছেও সরাসরি বার্তা দেবেন শুভেন্দু। বাংলায় আরও বেশি বিনিয়োগ করার জন্য শিল্পপতিদের আহ্বান জানান তিনি। শুধু বিনিয়োগের আবেদন করেই থেমে থাকেননি মুখ্যমন্ত্রী। নতুন সরকারের আমলে গত চার মাসে শিল্পপতিরা কী ধরনের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন, তাঁদের কাছ থেকেই সেই অভিজ্ঞতা জানতে চান তিনি। শিল্পক্ষেত্রে বাস্তব সমস্যা, প্রশাসনিক সহযোগিতা এবং বিনিয়োগের দায়িত্ব নিয়ে সম্পর্ক শিল্পমহলের সরাসরি মতামত নেওয়ার বার্তা দেন শুভেন্দু। সব মিলিয়ে রাইজিং ভারত সামিটের মঞ্চ থেকে শিক্ষা ও শিল্প-দুই ক্ষেত্রেই সরকারের অগ্রাধিকার স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। পড়ুয়াদের মোবাইলের অতিরিক্ত ব্যবহার থেকে দূরে রেখে এনসিসি, ব্রতচারী ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত করার পরিকল্পনা, অন্যদিকে বাংলায় নতুন বিনিয়োগ টানার উদ্যোগ-দুই দিকেই একাধিক বার্তা দিয়েছেন তিনি। এখন নজর, একাদশ-দ্বাদশের পড়ুয়াদের জন্য মোবাইলের বিকল্প হিসেবে ঠিক কী ধরনের আধুনিক শিক্ষাসামগ্রী দেওয়া হবে।

সরকার রাজ্যের ঐতিহ্য, পরম্পরা ও সংস্কৃতিকে ফিরিয়ে আনবে : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১২ সেপ্টেম্বর ৪ রাজ্য সরকার রাজ্যের ঐতিহ্য, পরম্পরা ও সংস্কৃতিকে ফিরিয়ে আনবে বলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন। তিনি আজ কলকাতায় কেটপুরে গঙ্গেশ্বর পূজার সূচনা করে বলেন এই রাজ্য তৈরির পিছনে অনেক ঐতিহাস রয়েছে। বামপন্থীরা ৩৬ বছর ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে এই রাজ্যের ঐতিহ্যকে কোন গুরুত্ব দেয়নি। গত ১৫ বছরে তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যকে প্রেচীর বাংলাদেশ তৈরি চেষ্টা করেছে বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন। এই সময় বাংলার পরম্পরা পাল্টে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। দেড় দশকে সনাতনধর্মের মধ্যে বিভাজন তৈরি চেষ্টা হয়েছে বলে তিনি জানান। পঞ্জিকার তিথি মেনে এবার শারদীয়া দুর্গাপূজা দেবী পক্ষে সূচনা করা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আরও একবার স্পষ্ট করে জানিয়েছেন। তিনি আজ বেশ কয়েকটি পুজোর উদ্বোধন করেন।

দেশের সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে না, এর প্রভাব পড়তে পারে গোটা এশিয়ার ভূ-রাজনীতিতেও। এখন দেখার, বহু বছরের সীমান্ত উত্তেজনা ও অবিশ্বাসের পর দিল্লির মাটিতে দুই রাষ্ট্রপ্রধানের বৈঠক সত্যিই নতুন সম্পর্কের দরজা খুলতে পারে কি না। এশিয়ায় যখন যুদ্ধ ও নতুন করে আলোচনা শুরু হতে পারে। বিশেষ করে ব্রিকসকে ঘিরে বাংলাদেশের অবস্থান এবং চিনের সঙ্গে ঢাকার সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে জিনপিংয়ের দিল্লি সফর তাৎপর্যপূর্ণ। অন্যদিকে, ভারত ও চিন যদি সীমান্ত-সহ একাধিক দ্বিপাক্ষিক সমস্যার সমাধানে আগ্রহ হতে পারে, তাহলে এশিয়ায় নতুন কূটনৈতিক সমীকরণ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই পরিবর্তন আমেরিকার ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশলের ক্ষেত্রেও আমিরশাহীও শেষ পর্যন্ত যোগাপত্রের বিষয়ে একই অবস্থানে এসেছে।

শীতল দেবী ছুভাই ইন্ডিয়ার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হলেন



নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ ছুভাই মোটর ইন্ডিয়া লিমিটেড বৃধবার বিসেসো প্যারা আর্চার এবং অল্পন পুরস্কার বিজয়ী শীতল দেবীকে তাদের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে নিযুক্ত করেছে। গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানটির প্যারা স্পোর্টস জগতে আরও একটি নতুন পদক্ষেপ।ছুভাই বিপণন প্রচারা ভিযান, প্রবেশগম্যতা কর্মসূচি, অন্তর্ভুক্তিমূলক উদ্যোগ এবং সামাজিক প্রভাবমূলক কার্যক্রমের জন্য শীতলের সাথে সহযোগিতা করবে।২০২৬ সালে শীতল দেবী প্যারা ওয়াল্টস-এর মহিলাদের ডাবলস ইভেন্টে বিশ্ব রেকর্ডধারী হন এবং ওয়াল্ড্ আর্চারি প্যারা চ্যাম্পিয়নশিপে একটি রৌপ্য পদক জিতে প্রথম বাছ্যীন মহিলা তীরন্দাজ হিসেবে এই কৃতিত্ব অর্জন করেন। তিনি বছরটি মহিলাদের ওপেন কাটাগিরিতে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বর স্থান নিবে।শেষ করেন। এরপর তার বুলিতে বহু পদক। ২০২৪ সালের প্যারিস প্যারালিম্পিক্সে মিশ্র দলে একটি ব্রোঞ্জ পদক, দুটি এশিয়ান প্যারা গেমসের স্বর্ণপদক (২০২৩ সালে জয়ী) এবং একটি ব্যক্তিগত বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানশিপের স্বর্ণপদক (২০২৫) রয়েছে। ২০২৬ সালে তাঁকে মর্যাদাপূর্ণ অর্জন পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

মোহন ভাগবতকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রী মোহনচরণ মাঝির



ভুবনেশ্বর, ১২ সেপ্টেম্বর : ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহনচরণ মাঝি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) সরসম্মানচালক ড. মোহন ভাগবতকে তাঁর জন্মদিনে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী মাঝি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘ একটি বার্তা’ প্রকাশ করে ড. মোহন ভাগবতের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও নিরন্তর কর্মশক্তি কামনা করেছেন। তিনি মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথের কাছে প্রার্থনা করছেন, ড. ভাগবত যেন রাষ্ট্রসেবার কাজে নিরন্তর দিকনির্দেশনা ও সামর্থ্য লাভ করেন।মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বার্তায় বলেন, ড. মোহন ভাগবতের অনুপ্রেরণাদায়ী দিকনির্দেশনা রাষ্ট্রসেবার ভাবনাকে ধারাবাহিক ভাবে আরও শক্তিশালী করুক। ড. ভাগবতের সুস্থ ও দীর্ঘ জীবন কামনা কর তাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

কেষ্টপুরে গণেশ পূজোর উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর, সিপিএম ও তৃণমূলকে নিশানা

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর : কেষ্টপুরে গণেশ পূজোর উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার আরও একাধিক গণেশ পূজোর উদ্বোধনে আসেন মুখ্যমন্ত্রী। গণেশ পূজোর উদ্বোধনেও শুভেন্দুর নিশানায় সিপিএম-তৃণমূল কংগ্রেস। গণেশ পূজোর উদ্বোধনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নিশানায় সিপিএম এবং তৃণমূল। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, ৩৪ বছরের সিপিএম আমলে রাজ্যে সনাতন সংস্কৃতির পরম্পরা মেনে চলা হয়নি। আর তৃণমূল জমানার ১৫ বছরে বাংলার জামাতিকরণের চেষ্টা হয়েছে। ‘বামের বিধে মুখমন্ত্রী বলেন, ‘ ওদের ষ্টলে বিবেকানন্দের বই পানেন না। পানেন শুধু মার্জ, লেনিনের বই। আর তৃণমূল জামানায় তো বিসর্জনের দিনই বদলে দেওয়া হয়েছিল।’

যোষণা

দুরন্ত প্রকান (প্রাঃ) লিমেটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথায্য ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই যোগা ভাৱতসরঞ্জামের স্পেশাল ব্রহ্মি অক্সেন নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

মহাকাশ গবেষণায় স্বল্পমোয়াদি মুনাফা নয়, বিশ্বজোড়া সহযোগিতা ও স্থায়িত্বই আসল চাবিকাঠিঃআন্তর্জাতিক সম্মেলনে বার্তা মৌদীর

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর : মহাকাশে আন্তর্জাতিক তপরতা ও ভূ-রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির মধ্যে গোটা বিশ্বকে একতা, স্থায়িত্ব এবং বৈশ্বিক অংশগ্রহণের আহ্বান জানানেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার প্যারিসে আয়োজিত প্রথম আন্তর্জাতিক মহাকাশ সম্মেলনে ডিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বক্তব্য রাখার সময় তিনি উল্লেখ করেন, বর্তমান যুগে মহাকাশের কক্ষপথগুলি ক্রমেই ডিড়ে ঠাসা হয়ে উঠছে এবং প্রযুক্তি দ্রুত শক্তিশালী হচ্ছে। এই অবস্থায় বিশ্বকে বিচ্ছিন্নতার বদলে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, স্বল্পমোয়াদি লাভের বদলে স্থায়িত্ব এবং কাউকে বাদ দেওয়ার পরিবর্তে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলার পথ বেছে নিতে হবে।প্যারিসের এই গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চে প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট জানান, ভারত সর্বদাই নিরাপদ, সুরক্ষিত, শান্তিপূর্ণ ও দীর্ঘমোয়াদি মহাকাশ ব্যবস্থার সপক্ষে। এই সার্বিক কাঠামো আন্তর্জাতিক আইন, যৌথ আলোচনা ও



বহুপাক্ষিক কূটনৈতিক সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা উচিত।ভারতের নিজস্ব রূপরেখা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মহাকাশ সম্পর্কিত ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি ‘বসুধৈব কুটুম্বকম’ অর্থা ‘এক পৃথিবী, এক পরিবার, এক ভবিষ্য’-এর মহান ভাবনায় অনুপ্রাণিত। এই চেতনাকে কেবল পৃথিবীর সীমানায় আটকে না রেখে মহাকাশ গবেষণাতেও প্রয়োগ

করা জরুরি। মহাকাশ প্রযুক্তি আজ কেবল মানুষের কল্পনামাশিতিকে উদ্দীপিত করছে না, বরং জলবায়ু পর্যবেক্ষণ, শস্য উপাদান, সমুদ্র সুরক্ষা এবং দুর্যোগ মোকাবিলা সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করে সরাসরি মানবজীবনের সুরক্ষায় কাজ করছে।ভারতের ভবিষ্য পদক্ষেপ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী পুনর্ব্যক্ত করেন, ২০৩৫ সালের

বিহারের বন্যা পরিস্থিতি এখনও উদ্বেগজনক, দুর্বিসহ অবস্থা ভাগলপুরে

ভাগলপুর, ১২ সেপ্টেম্বর : বিহারের বন্যা পরিস্থিতি এখনও উদ্বেগজনক। বিভিন্ন জেলা জলমগ্ন, বিপর্যস্ত হয়ে পাচ্ছে স্বাভাবিক জনজীবন। ভাগলপুরের অবস্থা দুর্বিসহ। ভাগলপুরে ৯০টিরও বেশি পঞ্চায়েত এবং বেশ কয়েকটি শহরাঞ্চল এখনও ভাগ্যবহ বন্যার কবলে রয়েছে। ভাগলপুর-পাটনা রুটের এনএইচ-৮০ সাফটি ভনাতথপুরের কাছে গত পাঁচ দিন ধরে বন্ধ রয়েছে,

কারণ রাস্তার ওপর দিয়ে জল প্রবাহিত হচ্ছে। বন্যার জল নবনির্মিত মুন্সের-মির্জাটৌকি চার-লেনের মহাসড়কেও পৌঁছেছে, যার ফলে যান চলাচল ধীর হয়ে পড়ে ছে এবং যাত্রীদের ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে। এরই মধ্যে মাঝেমধ্যেই বৃষ্টি হচ্ছে বিহারের বিভিন্ন জেলায়, ফলে চিন্তা কমার পরিবর্তে বাড়ছে।

ট্রিকস সম্মেলনের ফাঁকে ইথিওপিয়া-সহ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র প্রধানদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক



নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর : ট্রিকস শিখর সম্মেলনের ফাঁকে শনিবার বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র প্রধানদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন সকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইথিওপিয়ার প্রধানমন্ত্রী আবি আহমেদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন। দুই দেশের পারস্পরিক স্বার্থ সম্পর্কিত নানা বিষয়ে তাঁদের মধ্যে কথা

হয়।এছাড়াও নতুন দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে এদিন সকালে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁদের মধ্যেও দ্বিপাক্ষিক নানা বিষয়ে কথা হয়েছে। ট্রিক স সম্মেলনের ফাঁকে আরও কয়েকটি দেশের রাষ্ট্র প্রধানদের সঙ্গে বৈঠকের কর্মসূচি রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর।

রবিবার সকাল ৬টায় শুরু দিল্লি মেট্রোর পরিষেবা

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর : রবিবার সকাল ৬টায় শুরু হবে দিল্লি মেট্রোর সবকটি লাইনে পরিষেবা। শনিবার দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশন জানিয়েছে, আজ সমস্ত লাইনে সকাল ৬টা থেকে পরিষেবা চালু হবে। সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তায় ডিএমআরসি জানিয়েছে, এই

পদক্ষেপের ফলে পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী ও সাধারণ যাত্রীদের যাতায়াত সুষ্ঠু ও সময়মতো সম্পন্ন হবে। শিক্ষার্থী ও যাত্রীদের সেই অনুযায়ী তাদের যাত্রার পরীক্ষা করার সময় প্যামর্শ দিয়েছে ডিএমআরসি।

দুর্গাপূজার ষ্টলে ‘শারদোৎসব নয়, লিখতে হবে ‘দুর্গাপূজা’-- মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী



নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর : দুর্গাপূজা উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন ষ্টল ও কর্মসূচির নাম নিয়ে কড়া বার্তা দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। গত বৃহস্পতিবার বিধানসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, দুর্গাপূজা উপলক্ষে আয়োজিত ষ্টলগুলিতে ‘ শারদোৎসব পরিবর্তে ‘ দুর্গাপূজা’লিখতে হবে। ‘ দুর্গাপূজা জয়গায় ‘ শারদোৎসব লেখা কোনো ষ্টলকে অনুমতি দেওয়া হবে না বলে তিনি স্পষ্ট জানান।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দুর্গাপূজা একটি ‘ সার্বজনীন উৎসব’ হিসেবে পালিত হয় এবং এর আয়োজনে ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে কোনো বৈষম্য গ্রহণযোগ্য নয়। পূজোর সময় প্রতিটি সম্প্রদায়ের মানুষের নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাস ও ঐতিহ্য পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত।এদিন বিধানসভায় রাজনৈতিক প্রতিবাদ, অহিনশৃঙ্খলা এবং ধর্মীয় পরিচয় সংক্রান্ত বিষয়েও নিজের বক্তব্য পেশ করেন তিনি। তিনি বলেন, কোনো অবস্থাতেই ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে কোনো বিশেষ সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীকে নিশানা করা উচিত নয়। কোনো বিরোধ-প্রদর্শনের সময় উত্তেজনাকার পরিস্থিতি তৈরি হলে অহিনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব সম্পূর্ণ পুলিশের। জনপ্রতিনিধিদের লাঠি হাতে রাস্তায় নামার প্রয়োজন নেই। রাজনৈতিক মতভেদের উর্ধে উঠে তিনি হিসা ও উত্তেজনা এড়িয়ে শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানান।তিনি আরও বলেন, তগবা বস্ত্র পরিহিত, শিশাধারী বা ধর্মীয় মালা পরিধানকারী কোনো ব্যক্তিকে তাঁর ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে নিশানা করা যাবে না। মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ বা অন্য যেকোনো ধর্মের মানুষের নিজ নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক। দুর্গাপূজা কমিটিগুলির উদ্দেশ্যে তিনি জানান, পূজোর আয়োজন ও সরকারি সহায়তার ক্ষেত্রে নির্ধারিত নিচামাবলী মেনে চলতে হবে। নিয়ম লঙ্ঘনকারী আয়োজন বা ষ্টলের বিরুদ্ধে প্রয়োজনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও তিনি ইঙ্গিত দেন।

পাঁচ দিনের কর্মদিবসের দাবিতে দেশব্যাপী ব্যাঙ্ক ধর্মঘট



কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর : ব্যাঙ্কে পাঁচ দিনের কর্মদিবস চালু-সহ একাধিক দাবিতে শুক্রবার দেশ জুড়ে ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ব্যাঙ্ক কর্মী-অফিসারদের সাতটি ইউনিয়নের যৌথ মঞ্চ ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়নস (ইউএফবিইউ)। ফলে মাসের দ্বিতীয় শনিবার এবং রবিবার যোগ হয়ে টানা তিন দিন ব্যাঙ্ক বন্ধ। ধর্মঘটীদের বার্তা, রাষ্ট্রায়ত্ত, বেগরকারি-সহ সব ব্যাঙ্কে বন্ধ থাকবে। ব্যাহত হতে পারে এটিএম পরিষেবাও। দীর্ঘদিন ধরেই প্রতি সপ্তাহে পাঁচ দিনের কর্মদিবস ও দু’দিন ছুটি এবং কাজের ভিত্তিতে উসাহ ভারত নীতি বদল-সহ একাধিক দাবিতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব ইউএফবিইউ।অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক অফিসার্স কনফেডারেশনের সহ-সভাপতি শুভজ্যোতি চট্টোপাধ্যায় জানান, শুক্রবারের ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের প্রধান বিষয়টি হল পাঁচ দিনের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা চালু করা। তিনি আরও জানান যে ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়নস এই ইস্যুকে কেন্দ্র আগেই ২৮, ২৯ এবং ৩০ সেপ্টেম্বর তিন দিনের ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। সরকারের তরফ থেকে এই সমস্যা সমাধান করা না হলে ২৬ অক্টোবর থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট শুরু করার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, ব্যাঙ্ক ইউনিয়নগুলির অন্যান্য একাধিক দাবি থাকলেও এই মুহুর্তে পাঁচ দিনের কর্মদিবস কার্যকর করাই তাঁদের মূল দাবি। শুভজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়ে বক্তব্য, পাঁচ দিনের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার এই প্রস্তাবটি সরকার আগেই নীতিগতভাবে মেনে নিয়েছে। ২০২৪ সালে স্বাক্ষরিত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি এবং ব্যাঙ্কিং শিল্পের বেতন সংশোধন চুক্তির সময়ই পাঁচ দিনের ব্যাঙ্কিং কর্মদিবস নিয়ে সম্মত হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত এটি পুরোপুরি কার্যকর করা হয়নি।ব্যাঙ্ক কর্মকর্তাদের বক্তব্য, সপ্তাহে পাঁচ দিন ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা চালু হলে কর্মচারীরা শনিবার ও রবিবার ছুটি পাবেন। ইউনিয়নগুলির মুক্তি, এর ফলে কর্মচারীদের কাজ ও ব্যক্তিগত জীবনের সামঞ্জস্য উন্নত হবে। এদিকে, গ্রাহকরাও ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ও অন্যান্য অনলাইন পরিষেবার মাধ্যমে নিরব্রিচ্ছিন্ন ব্যাঙ্কিং সুবিধা পাবেন।সরকার যাতে দ্রুত ব্যাঙ্ক পাঁচ দিনের কর্মদিবস কার্যকর করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে, সেই দাবি জানিয়েছে ব্যাঙ্ক ইউনিয়নগুলি। এর পাশাপাশি তারা হুঁশিয়ারি দিয়েছে, ইতিবাচক সাড়া না মিললে পর্যায়ক্রমে আন্দোলন আরও জোরদার করা হবে।



এশিয়ান গেমস মহিলা হকিঃশিরোপা জিতলে মিলবে অলিম্পিকের টিকিট

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর : বিশ্বকাপে ঐতিহাসিক পঞ্চম স্থান অর্জনের পর এশিয়ান গেমসে নামতে চলেছে সলিমা তেতের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় মহিলা হকি দল। ১৯৮২ সালের পর মহিলা হকিতে সোনা জিততে পারেনি ভারত। এ বার ৪৪ বছর পর দীর্ঘ সেই অপেক্ষার অবসান ঘটানোই প্রধান লক্ষ্য মহিলা হকি দলের। আর সোনার পদক জিতলেই পাওয়া যাবে ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকের ছাড়পত্র।দলের অধিনায়ক সলিমা তেতে জানিয়েছেন, দলের লক্ষ্য একেবারে পরিষ্কার, সোনা জেতা এবং লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকের সরাসরি যোগ্যতা অর্জন করা।ভারত রয়েছে পূর্ব বি-তো ভারতের সঙ্গে রয়েছে আয়োজক জাপান, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, সেপ্টেম্বর থাইল্যান্ড, ২৫ সেপ্টেম্বর জাপান এবং ২৭ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে খেলবে ভারত।এরপর ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে নকআউট পর্ব। ওই দিনই হবে সেমিফাইনালের ম্যাচগুলি। আর২ অক্টোবর হবে সোনার পদকের ম্যাচ, অর্থা ফাইনাল।বিশ্বকাপে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পর ভারতীয় মহিলা দলের আত্মবিশ্বাস এখন তুলে ফলে এশিয়ান গেমসেও সলিমা তেতে-দের কাছ রয়েছে বড় প্রত্যাশা। এখন দেখার সেই প্রত্যাশা ভারতীয় মহিলা দল পূরণ করতে পারে কি না।

রাশিফল

মেসঃআজ কাজের জায়গায় পদস্থ আধিকারিকদের পূর্ণ সমর্থন মিলবে। পুরনো আটকে থাকা অর্থ ফেরত পাওয়ার যোগ রয়েছে। ব্যবসার প্রসারে নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করলে লাভের মুখ দেখবেন। শুভদিন।
বৃষঃ যথেষ্ট আপনি ভয়রূপী এক ভয়ঙ্কর দৈত্যের সাথে লড়াছেন, কাজেই কিছু ইতিবাচক চিন্তার ছাঁচে নিজের ভাবনাকে গড়ে তিনে অনাথায় আপনি এই য়োর দৈত্যের নিক্রিয় এবং নির্মম শিকারে পরিণত হবেন। ব্যবসা ভালো যাবে আজ।
মিথুনঃচাপের কারণে ছোটখাটো অসুস্থতা দেখা দিতে পারে। হালকা বোধ করতে বন্ধু এবং পরিবারের সদস্যদের মাঝে বসুন। চাঁদ বসানোর কারণে আপনার অর্থ অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলিতে ব্যয় হতে পারে।
কর্কটঃআজ আপনার জীবনে অনেক নতুন সম্ভাবনা আসবে। আপনার মনে নতুন শক্তি সঞ্চারিত হবে, যা আপনাকে নিজের লক্ষ্য অর্জনের জন্য আরও উৎসাহিত করবে। বিবাহের যোগ হতে পারে।
সিহঃ ৪ গর্ভবতী মায়েরের জন্য বিশেষ যত্নের দিন। আর্থিক দিকে উন্নতি নিশ্চিত। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে বন্ধুরা আপনার সাহায্যে এগিয়ে আসবে। প্রেমের দেবতার বাণের হাত থেকে বাঁচার সুযোগ আছে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে।
কন্যাঃআজ আপনার জীবনে একটি নতুন সূচনার দিন। নিজের চিন্তা ও অনুভূতিগুলি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার সময় এসেছে। কর্মজীবনে সহকর্মীদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাবেন, যা আপনার প্রকল্পগুলিকে নতুন দিশা দেবে। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।শুভদিন হবে তুলাঃএক পরিভুণ্ড জীবনের জন্য আপনার মানসিক কাটিন্য বৃদ্ধি করুন। আজ কোনও পাওনারা আপনার দারজায় এসে আপনাকে ঋণ নেওয়ার জন্য বলতে পারে। তাদের কাছে অর্থ ফেরত দিয়ে, আপনি আর্থিকভাবে আটকে যেতে পারেন। আপনাকে ঋণ নেওয়া এড়াতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
বৃশ্চিকঃ কোন সাধু ব্যক্তির আশীর্বাদ মনের শান্তি এনে দেবে। শুভদিন। ধনুঃ বৃহস্পতির কৃপায় আজ দিনটি অত্যন্ত শুভ ও লাভজনক। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির আলোচনা এগাতে পারে। প্রেম হতে পারে।

মকরঃগর্ভবতী মায়েরদের জন্য বিশেষ যত্নের দিন। প্রাচীন জিনিস এবং গয়নায় বিনিয়োগ লাভ এবং সমৃদ্ধি আনবে। সংসারে শান্তি হবে কুন্ডঃ আজ নতুন উদ্যোগ ও ভাবনার বাস্তবায়ন ঘটবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার পরিকল্পনা ইতিবাচক ফলে দেবে। আর্থিক উন্নতি হবে।
মীনঃ আপনি পরিস্থিতি সামলানোর ফলে আপনার উদ্বেগের সৃষ্টি হবে। আপনি সম্ভবত বুঝতে পারবেন যে এটি সাবানের বুদ্ধদের মতো সবই ভিত্তিহীন। যা সাধারণ প্রথম স্পর্শেই ধসে গেছে। বিবাহের যোগ হতে পারে। আজকে। সংসারে শান্তি হতে পারে। আজকে। প্রেম আসতেপারে

আবহাওয়া
রবিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টি হতে পারে। কোথাও হালকা, কোথাও আবার মাঝারি বর্ষণের সম্ভাবনা। তবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, পুরুলিয়া ও ঝাড়গ্রামে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। মৎসাজীবীদের সতর্ক করা হয়েছে। রবিবার পর্যন্ত মৎসাজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।শুক্রবার পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার এক-দু’টি জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এর পাশাপাশি এই জেলাগুলির এক-দু’টি জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ এবং ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিরও এক-দু’টি জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ এবং ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে।আগামী কয়েকদিন উত্তরবঙ্গের জেলা গুলিতেও বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। শুক্রবার ভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকছে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পংহলে। এর পাশাপাশি শনিবার দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়িতে বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃষ্টি হবে রবিবারও দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। আজকের সোলাং সার্কেল হতে পারে।আগামী কয়েকদিন উত্তরবঙ্গের জেলা আর্দ্রতা এক হতে পারে ৯৪ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৭৯ শতকরা। আবহাওয়া দপ্তর থেকে জান।

জোয়ার-ভাটা
জোয়ার-সকাল ০৭টা ৫০মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫০মিনিট। ভাটা-বেলা ০১টা ৪০মিনিট এবংরাত ১১টা ৪০ মিনিট। সূর্যওউদয় অস্তময় ৫ টা ২০মিনিট হতে পারেনএবং সাত যাবে আজ ৫টা ২০মিনিট হতে পারে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দূরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৮৩ সংখ্যা, রবিবার, ২৬ ভাদ্র, ১৪৩৩

বিনয় কৃষ্ণ বসু

বিনয় কৃষ্ণ বসু ছিলেন ব্রিটিশ বিরোধী ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অধিযুগের এক মহান বিপ্লবী এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা, যাঁর অসীম সাহস ও আত্মত্যাগ পরাধীন ভারতের বৃকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। ১৯০৮ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর মুন্সীগঞ্জের রোহিতভোগ গ্রামে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম নেন এই দেশপ্রেমিক বীর। তাঁর পিতা রেবতীমোহন বসু ছিলেন একজন সরকারি প্রকৌশলী। ঢাকায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে বিনয় মিডফোর্ড মেডিকেল স্কুলে চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা শুরু করলেও দেশের পরাধীনতা ও ব্রিটিশদের অত্যাচার তাঁকে তীব্রভাবে ব্যথিত করত। ছাত্রাবস্থায় তিনি ঢাকার বিখ্যাত বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের সংস্পর্শে আসেন এবং যুগান্তর দলের গোপন শাখা ‘মুক্তি সংঘ’-এ যুক্ত হন। ১৯২৮ সালে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু যখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে ‘বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স’ নামক একটি আধা-সামরিক স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করেন, তখন বিনয় তাতে যোগ দেন। নিজের অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতা ও অসীম সাহসের কারণে খুব দ্রুতই তিনি বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের ঢাকা শাখার প্রধান মনোনীত হন এবং দেশের জন্য চিকিৎসা শাস্ত্রের পড়াশোনা চিরতরে ত্যাগ করেন। ১৯৩০ সালের দিকে ব্রিটিশ পুলিশ বন্দি বিপ্লবীদের ওপর অমানবিক নির্বাতনে শুরু করলে ‘বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স’ এর উপযুক্ত জবাব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সেই বছরের ২৯শে আগস্ট বিনয় জানতে পারেন যে রাজনৈতিক বন্দিদের ওপর চরম অত্যাচারী পুলিশ ইন্সপেক্টর জেনারেল এফ জে লোম্যান এবং ঢাকার পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট ই জে হডসন মিডফোর্ড মেডিকেল হাসপাতাল পরিদর্শনে আসছেন। বিনয় অত্যন্ত সাধারণ বাঙালি পোশাকে কড়া নিরাপত্তা বলয় ভেদ করে লোম্যানের একেবারে মুখোমুখি চলে যান এবং পরেন্ট ব্র্যাক্স রেল্জ থেকে গুলি চালান। লোম্যান ঘটনাস্থলেই নিহত হন এবং হডসন গুরুতর আহত হন। এই ঘটনার পর ব্রিটিশ সরকার বিনয়ের মাথার জন্য বিশাল অঙ্কের পুরস্কার প্রদানের নিয়োগ দেয়। বিনয় অত্যন্ত চিতুরতার সাথে পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে বিভিন্ন ছদ্মবেশে ঢাকা থেকে কলকাতায় পালিয়ে আসতে সক্ষম হন এবং সেখানেও গোপনে পরবর্তী অভিযানের বৃ্ত্তিগ্ঠ তৈরি করতে থাকেন। কলকাতায় এসে বিনয় তাঁর জীবনের সবচেয়ে ঐতিহাসিক ও বিপজ্জনক অভিযানের পরিকল্পনা করেন, যার লক্ষ্য ছিলেন কারা বিভাগের কুখ্যাত ইন্সপেক্টর জেনারেল কর্নেল এন এস সিম্পসন। ব্রিটিশ প্রশাসনের মূল কেন্দ্রে আঘাত হেনে তাদের মনে আতঙ্ক তৈরি করাই ছিল বিপ্লবীদের মূল উদ্দেশ্য। ১৯৩০ সালের ৮ই ডিসেম্বর ঠিক দুপুর ১২টায় ইউরোপীয় পোশাকে সজ্জিত হয়ে ২২ বছরের বিনয় বসু, ১৮ বছরের বাদল গুপ্ত এবং ১৯ বছরের দীনেশ গুপ্ত কলকাতার মহাকরণ বা রাইটার্স বিল্ডিংয়ে প্রবেশ করেন। তাঁরা সরাসরি সিম্পসনের ঘরে ঢেকে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চাליয়ে হত্যা করেন। সিম্পসনকে হত্যার পর বিশাল ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনী রাইটার্স বিল্ডিংয়ের বালাশাল বা অলিদ্বে বিপ্লবীদের ঘিরে ফেলে এবং শুরু হয় ইতিহাসের সেই বিখ্যাত ‘অলিদ্ধ যুদ্ধ’। মাত্র তিনজন তরুণ বিপ্লবীদের বিশাল ব্রিটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে বীরত্বের সাথে লড়াই।

মহাফেজখানা

মহাফেজখানা বা আর্কাইভের অপ্দরমহলে কাজ করার একটি বিশেষ আদান আছে। পুরনো নথির সমুদ্রে অগাধন কাজ করার, এমন অন্কে অজানা তথ্য সামনে আসে, যা একদিকে যেমন নিজের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে, তেমনই অন্যদের সঙ্গে সেই ইতিহাস ভাগ করে নেওয়ার ইচ্ছাও জাগিয়ে তোলে। General Commission of Public Instru ctions-এর নথিপত্র ঘটিতে গিয়ে ১৮১১ সালের ১৮ আগস্ট তারিখের এমনই একটি চিঠি। চিঠিটি লিখেছিলেন মণিপুরের তরুণ রাজার গৃহশিক্ষক মধুসূদন ব্যানার্জি। তাঁর ছাত্র ছিলেন মণিপুরের রাজপরিবারের এক তরুণ রাজা, যাকে তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। চিঠিতে মধুসূদন ব্যানার্জি সরকার বাহাদুরের কাছে তাঁর নানা সমস্যার কথা অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তুলে ধরেছেন। তিনি জানাচ্ছেন, অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি তাঁর ছাত্রকে যথেষ্ট মনোযোগ ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে শিক্ষা দিতে সক্ষম হয়েছেন। তরুণ রাজাও পড়াশোনায় যথেষ্ট আগ্রহ দেখাচ্ছেন। তাঁর বিশ্বাস, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ অব্যাহত থাকলে আরে ভবিষ্যতেই তাঁর ছাত্র ইংরেজি ভাষায় ভালোভাবে কথা বলতে ও যোগাযোগ করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু শিক্ষাদানের এই সাফল্যের পাশাপাশি নিজের জীবনধারণ নিয়েও তাকে কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। মণিপুরে এসে তিনি তাঁর স্বাভাবিক খাদ্যাভ্যাস থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। একজন বাঙালি হিসেবে তাঁর পরিচিত খাদ্য;আটা বা ময়দা, ঘি, চিনি ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সামগ্রী সেখানে সহজে পাওয়া যেত না। আর পাওয়া গেলেও সেগুলি সংগ্রহ করতে তাঁকে দিতে হতো অত্যন্ত চড়া দাম। তাঁর বক্তব্য, সরকারের অধীনে নিযুক্ত একজন কর্মচারী হিসেবে যে বেতন তিনি পান, তা দিয়ে এই অতিরিক্ত ব্যয় বহন করা তাঁর পক্ষে ক্রমশ অসম্ভব হয়ে উঠছে। এর প্রভাব পড়েছে তাঁর স্বাস্থ্যের উপরও। মণিপুরে আসার পর থেকে তিনি এক ঘন্টার জন্যও সুস্থ শরীর উপভোগ করতে পারেননি;চিঠিতে এমনই আক্ষেপ করেছেন তিনি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দূরে ফেলে আসা তাঁর বৃহৎ পরিবারটির দায়িত্ব। তাঁর উপার্জনের উপর নির্ভরশীল সেই পরিবারের কাছে এতদিন তিনি নিজের সঞ্চয় থেকে কোনও অর্থই পাঠাতে পারেননি। তাই শেষ পর্যন্ত তিনি সরকারের কাছে তাঁর বেতন বৃদ্ধির জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর বলতেন, নিজের সাধ্যমতো দেশ সেবা করে। দেশের মানুষদের ভালোবাসা ও সেবা দেওয়ার চেষ্টা

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব



ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসং পথ পরি ত্যাগ করে সং পথকে অবলম্বন করে। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে।তার জন্য মায়ের ধ্যান করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগ

রামমোহনকে সমর্থন করেন ডিরোজিও

রবীন্দ্রকুমার শীল

হিন্দু কলেজের প্রথম প্রতিবাদী শিক্ষক ছিলেন হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও এবং তিনিই প্রথম বিতারিত শিক্ষক। তাঁর আগে আর কোনও শিক্ষককে জোর করে প্রায় গলা ধাক্কা দিয়ে কলেজ থেকে বের করে দেওয়া হয়নি। ডিরোজিও অপরাধ তিনি হিন্দু ধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ছাত্রদের লড়াই করার মানসিক শক্তি যোগাা ছিলেন। শিক্ষক ডিরোজিকে বহিস্কারের মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের নেতা কেশব চন্দ্র সেনের ঠাকুরদা রামকমল সেন। তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন শোভাবাজারের রাধাকান্ত দেব। রামকমল সেন ছিলেন রক্ষণশীল। রাধাকান্ত দেবও ছিলেন রক্ষণশীল দলের নেতা। উভয়ে মিলে রাজা রামমোহন রায় এবং শিক্ষক ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ থেকে বিতারিত করেন।

যুক্তি দিয়ে হিন্দু ধর্মের কুসংস্কারকে ভেঙে ফেলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। সেই সময়ে রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে য়াঁরাই যুক্ত ছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই যুক্তির মধ্যে থেকে হিন্দু ধর্মে প্রচলিত কুসংস্কার এবং পৌত্তলিকার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেননি ডিরোজিও। তাঁর প্রধান কারণ হল রাজা রামমোহন রায় জন্ম গ্রহণ করেছিলেন হুগলির জেলার রাধানাগরে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে। আর ডিরোজিও জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ১৮৩৯ সালে। উভয়ের বয়সের তফাৎ ৩৭ বছর। বলগে গেলে রাজা রামমোহন রায় ডিরোজিও জ্যাম্‌শাই তুল্য ব্যক্তি ছিলেন। ডিরোজিওর পিতা ফ্রান্সিস জন্ম ১৭৭৯ সালে। রাজা রামমোহন রায়ের চেয়ে সাত বছরের বড়। রামমোহন যখন কলকাতায় আসেন ১৮১৪ সালে। ডিরোজিও তখন মাত্র পাঁচ বছরের ছেলে। ১৮১৪ থেকে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত রাজা রামমোহন রায় কলকাতায় ছিলেন। ডিরোজিও শিক্ষক ছিলেন ডেভিড ড্রামন্ড। তাঁর স্কুলে ছাত্রজীবন শেষ করতে ডিরোজিও ১৮২৩ সাল পার হয়ে গিয়েছিল। অল্পকালের জন্য কোরনি জীবন এবং ‘ইণ্ডিয়ান গেজেট’ সংবাদপত্রে কাজ করার পর তিনি হিন্দু কলেজে শিক্ষকার পদে যোগ দিয়েছিলেন। রামমোহনের সঙ্গে প্রাপ্ত বয়স্ক ডিরোজিও একই সঙ্গে কলকাতা বাসিন্দা ছিলেন ১৮২৬-১৮৩০ সাল পর্যন্ত মাত্র চার বছর। ১৮৩০ সালে ১৯ নভেম্বর রামমোহন বিলাতে যাত্রা করেছিলেন। সেখানেই তিনি দেহ



করার জন্য বিলাত পর্যন্ত ছুটে গিয়েছিলেন আবার কলকাতায় নির্মাণ কর্তা জর্জ চার্নক সতী হওয়া এক মহিলাকে শ্মশান ঘাট থেকে তুলে নিয়ে এসে বিবাহ করে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছিলেন। জব চার্নকের সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে একটি নজির স্থাপন করলেন বলা যেতে পারে। পরে রাজা রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথা বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়া এবং ইংরজ শাসকদের দিয়ে বিধান তৈরি করে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করে দেওয়ার উদ্যোগ ডিরোজিওর মনের মধ্যে গভীর রেখাপাত করে। সেই রেখাপাতের ফল স্বরূপ ডিরোজিও একটি কাব্য লিখে ফেললেন ‘দ্য ফকির অব জুর্জঘীরা ঃও মেট্রিকাল টেল’। ১৮২৮ সালে এটি প্রকাশিত হয়। পুরোদস্তুর আখ্যান কাব্য। এই কাব্য রচনা করে হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও খুব সাহসী মনের পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে

কোনও প্রকাশ্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ না করলেও একটি আখ্যান কাব্য রচনা করে সতীকে মানবিক মর্যাদা দান করলেন। সেখানে দেখিয়েছিলেন নলিনী নামে একজন তরুণী বিধবাকে মৃত স্বামীর সঙ্গে দাহ করার আয়োজন করা হয়েছে। শেষ মুহূর্তে চিতাস্থল থেকে এক দস্যু ফকির (যিনি ছিলেন সতী নলিনীর পূর্ব প্রেমিক) তাকে কীভাবে উদ্ধার করে নিয়ে গেল। তাদের ভালোবাসা রাষ্ট্রীয় শক্তির কাছে ভেঙে তছনছ হয়ে যাওয়া দুঃসাহসিক বেদনার করণ

ডিসেম্বর ১৮২৯ সালে ক্যালকাটা গেজেটে’ প্রকাশিত হয়। কবিতার শিরোনামিকা হিরাণ্ডে ব্যবহার করা হয়েছিল বেন্টিক ঘোষিত সতীদাহ প্রথা বিরোধী আইনটি। এই কবিতাটিতে তৃতীয় স্তবকে বেন্টিকের গুণকীর্তন করা হয়েছে আর চতুর্থ স্তবকে একজন মানববন্ধকে উদ্দেশ্য করে উৎসর্গ করা হয়েছে। সেখানে নাম উল্লেখ না থাকলেও সেই মানববন্ধুটি রাজা রামমোহন তার বলার অপেক্ষা রাখে না। তৃতীয় স্তবকে “—Bentrick be thine the everlasting meed! the heart’s full homage still in Virtues claim” এবং চতুর্থ স্তবকে “‘He is the friend who breaks seal/ The despot custom sets on deed and thoughts,/He labour generously for human well/Who holds the omnipotence of fear as nought,/ The winged mind to earth will not be brought..” ডিরোজিও সতীদাহ প্রথা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে একটু অন্য প্রসঙ্গে চলে যেতে হচ্ছে। কলকাতায় এসেছেন ডিক্সওয়াটার বেথুন। স্কটল্যান্ডের সম্রাস্ত পরিবারের সন্তান। বাবা কবি। মা এলিনর শিক্ষিত উদারমান। সহিত্য বিধান ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়। তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেনিটি সলিসিটর ফর্মো কাজ করেছেন আইনজীবী হিসাবে। ভারতে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করেছেন লর্ড বেন্টিক। সেই আইনের বিরুদ্ধে মড প্রকাশ করে লণ্ডনের প্রিন্টি কাউন্সিলে গোড়া হিন্দুদের পক্ষ নিয়ে আপিল করে ছিলেন সেই আইনজীবী। সতীহাদ মামলায় যুক্ত হলেন বেথুন। এটাই তাঁর জীবনের প্রথম আইনী কাজ। তিনি যত আইনী গভীরতায় প্রবেশ করতে শুরু করলেন ততই তাঁর মনের মধ্যে থেকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে শুরু করতে থাকে সেটা হল কাদের পক্ষ নিয়ে তিনি আইনী লড়াই করছেন যাদের স্বামী মারা গেলে অসহায় স্ত্রীদের পৈশাচিকভাবে পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয়। ছেলের মনের দুঃখের কথা বুঝতে পারলেন তাঁর মা এলিনর। তিনি ছেলেকে উপদেশ দিলেন ভারতে গিয়ে সেখানকার মহিলাদের জন্য কিছু করতে। ১৮৪৮ সালে বেথুন কলকাতায় এসে উপস্থিত হলেন। বেথুন চিন্তা করলেন মহিলাদের মুক্তি দিতে গেলে একমাত্র প্রয়োজন তাদের শিক্ষিত করে তোলা। গড়লেন মহিলা স্কুল। বিদ্যাসাগর সম্মতি দান করলেন।

লোকগানের শিল্পী কালিকা প্রসাদ ভট্টাচার্য

রূপ রস গন্ধ, মানে অরিজিন্যালিটি ধরে রাখার জন্যই লোকগান করতে শুরু করে। প্রশ্নঃ বলতে চাইছেন অন্য শিল্পীরা যে লোকগান করেন তাতে অনেক ক্রটিবিচ্যুতি থাকে। কালিকাপ্রসাদঃ হ্যাঁ, অনেক ক্ষেত্রেই থাকে। মাস অ্যাপিল বাড়ানোর জন্য কথা সুর সব বদলে দেওয়া হয়। নিকোলেপ্ত চৌধুরী মহান শিল্পী। কিন্তু তিনিও ‘সোহাগ চাঁদবর্দনি’ গানের আসল কথাগুলো বললে ছিলেন। ‘সাধের লাউ’ একটি বিরাহের গান। কিন্তু রুনা লায়লার গায়কি এমন ছিল যে যন্ত্রণাটা রই লই ন। তার পর সিনেমা-টিনেমায়ে যে ভাবে ‘সাধের লাউ’ গাওয়া হয়েছে সেটা ভয়ঙ্কর। প্রশ্নঃ তাতে কী হয়েছে? লোকে তো সে সব গান শুনেছে। আনন্দ পেয়েছে। কালিকাপ্রসাদঃ লোকে শুনলেই যে সেটা মহৎ শিল্প হল তা নয়। ঋত্বিক ঘটকের ছবি অনেকই দেখেছেন, তার মানে সেটা মহৎ শিল্প হল না? প্রশ্নঃ সিনেমা স্টোঁদধুরী তা হলে মহৎ শিল্পী নন? কালিকাপ্রসাদঃ অবশ্যই মহৎ শিল্পী। উনি করেছেন, সেটা গুর রুচি। প্রশ্নঃ নির্মলেন্দু চৌধুরী, বা শচীন দেব বর্মনরাও লোকগান গাইতেন। ‘দোহার’ এত বছর ধরে লোক গানের কতটা প্রচলন? কালিকাপ্রসাদঃ নির্মলেন্দু চৌধুরী, আকাশউদ্দিন, হেমাঙ্গ বিশ্বাস এঁদের মতো মহান লোকশিল্পীদের সঙ্গে আমাদের তুলনা চলে না। বড় জোর বলা যায় আমরা তাঁদেরই জ্বালানো মশাল এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। প্রশ্নঃ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া মানে কালিকাপ্রসাদঃ লোকগান গাইতেন। প্রশ্নঃ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া মানে এক ধরনের সমৃদ্ধি বা বিস্তার। সেটা কতটা হয়েছে? কালিকাপ্রসাদঃ অনেকটাই। আগে কখনও কলেজ সোশ্যালে লোক গীতি হত না। এখন হয়। কলেজের ছেলেরা যখন ব্যান্ড তৈরি করে অনুষ্ঠান করে দু’-তিনটে সাধারণ গান গাওয়ার পর চলে যায়

দেশপ্রাণ বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ শাসমল স্মরণে শ্রদ্ধা নিবেদন

বীরেন সরকার

এক শিরদাঁড়া যুক্ত বাঙালি, মৃত্যুর পর যাঁর দেহ দাঁড় করিয়ে দাহ করা হয়েছিল। এক ‘স্মারখন্ডা কবি একদা লিখেছিলেন, ‘তু মিও মানুষ, আমিও মানুষ, তফাৎ শুধু শিরদাঁড়ায়’। তার এই বাণী গত দেড় দশক যাবৎ এখনও পর্যন্ত অনেকেইই কথায় কথায় উঠে আসে। যদিও সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে তিনি নিজেই তা বিশ্বাস করেননি অথবা আস্থা রাখেননি। তবে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলা কবির এই উক্তির অন্তত একশ বছর আগে এক বাঙালি যা বলেছিলেন, জীবনের শেষ দিনে তাঁর সেই ইচ্ছা পূরণ করেছিলেন সহযোগীরা। ‘জীবিতাবস্থায় আমি যে শির কাহারও নিকট অবনত করি নাই, মৃত্যুর পরও যেন আমার সেই শির অবনমিত না করা হয়’; কথাগুলো জানিয়ে উইল করে গিয়েছিলেন তিনি, তাকে যেন দণ্ডায়মান অবস্থায় সংকার করা হয়। তাই মৃত্যুর পর তাঁকে কেওঁডালা মহাশ্মশানে দাঁড় করিয়ে দাহ করা হয়! এ এক অনন্য নজির। মানুষের সম্বন্ধ কতটা দৃঢ় হলে এই বসনা পোষণ করা যায়! ১৯৩৪ সালের ২৪ নভেম্বর এই মানুষটি আমা দের ছেড়ে যান। তিনি দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর বলিষ্ঠ ভূমিকা ও অবদান অনস্বীকার্য। অধুনা পূর্ব মেদিনীপুরের প্রত্যন্ত গ্রাম চট্টাভেটিতে তাঁর জন্ম ১৮৮১ এর ২৪ নভেম্বর। ইংরেজদের সঙ্গে লড়াতে ঠিকঠাক আইন জানতে হবে ভেবে তিনি ইংল্যান্ডে পাড়ি দেন আইন পড়ার জন্য। দেশে ফিরে বাংলার বিপ্লবী দের আইনি সহায়তা দেন। অস্ত্রাঘাত লুণ্ঠন মামলায় বিনা পারিশ্রমিকে বিপ্লবীদের পাশে দাঁড়াতে চট্টগ্রামে দৌড়ে যান। স্বাধীনতা আন্দোলনে মেদিনীপুর তথা বাংলার গুরুত্বপূর্ণ নেতা হয়ে ওঠেন। তখন কয়েক বছর অন্তরই কলেছাই, কংসাবতী, সুবর্ণরেখার বন্যায় সমুদ্রতীরবর্তী মেদিনীপুরের মানুষ কষ্ট পেতেন। দুর্য়োগের সময় খালি পায়ে হেঁটে ক্ষতিগ্রস্ত এলা কায় পৌঁছতেন এই নেতা, সঙ্গে থাকত খাবার। বন্যাবিধ্বস্ত মানুষ দের উদ্ধার, ঘর তৈরির ব্যবস্থা করতেন। কোনও সরকারি উপাধি নয়, মানুষকে সাহায্য, স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর লড়াই দেখে মানুষই তাঁকে ‘দেশপ্রাণ’ নাম দেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁকে ‘মেদিনীপুরের মুকুটহীন সম্রাট’ বলে অভিহিত করেন। তাঁর স্বাধীন মনোভাব, অকাট্য যুক্তিতে

কলকাতার ‘আইএমআই’ - এর উদ্যোগে ‘অ্যান্টি র‍্যাগিং’ আলোচনা

বিশেষ প্রতিনিধি

কলকাতার ইন্টারন্যাশনাল ম্যানেজমেন্ট ইন্সটিটিউটের উদ্যোগে ‘অ্যান্টি র‍্যাগিং’ নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটির



সম্পাদক করবী ভট্টাচার্যরাও বলেন যে আইএমআইতে কোনও রকম শারীরিক লাঞ্ছনার ঘটনা ঘটেনি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ অত্যন্ত শাস্ত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকাৰ্জ অধ্যাপক ড. মৌছিয়া ব্যানার্জী জানান যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিটা ছাত্রছাত্রীরা পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার পরিবেশ রচিত করে চলেছে। আলিপুর থানার অতিরিক্ত অফিসার ইনচার্জ দেবরত সিকদার জানান, কারোর কোনও অভিযোগ থাকলে পুলিশ অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের জানিয়ে সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশকে সুষ্ঠু সলল রাখতে আলিপুর থানা সব সময়ে সজাগ রয়েছে। আলিপুর থানার প্রতিনিধি প্রসেনজিৎ সিকদার জানান যে আলিপুর থানা এবং আইএমআই যৌথভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার করার দায়িত্ব আছে। সাংবাদিক রবীন্দ্রকুমার শীল জানান যে ছাত্র এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একটি

চমৎকৃত বহু ইংরেজ তাঁকে ‘ইন্ডিয়ান ব্ল্যাক বুল’ বা ভারতীয় কালো যাঁড় বলেও অভিহিত করেছিলেন। অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদের বিরুদ্ধে লড়াইটা কত জরুরি, জানতেন তিনি। জেলে বসে নিজের লেখা ‘স্রোতের তৃণ’ বইতে লিখেছেন, ‘গত বৎসর একদিন আমি কাঁথির মেথরানিগমকে একটা সভায় ‘মা-বোন’ বলে সম্বোধন করতে পেয়েছিলাম বলে আমি হৃদয়ে যে গভীর আনন্দ উপভোগ করে ছিলাম; তা বলে বুঝাতে পারবো না।’

১৯১৯ সালে ইংরেজ সরকার জেলাবাসীর ওপর জুলুম বাজির মাধ্যমে বর্ধিত ট্যাক্স আদায় করার জন্য মেদিনীপুর জেলায় ২৩৫ টি ইউনিয়ন বোর্ড তৈরি করে। বীরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে তৈরি হয়েছিল ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিরোধ আন্দোলন। বীরেন্দ্রনাথ দেশবাসীর কাছে সেই সময় প্রতিজ্ঞা করে জনাচ্ছেন, যতদিন পর্যন্ত না তিনি ইউনিয়ন বোর্ডগুলি তুলতে পারবেন, ততদিন পর্যন্ত তিনি জুতো পায়ে দেবেন না, খালি পায়ে ঘুরে বেড়াবেন।’ জমিদার বাড়ির ছেলে, বিলেত ফেরত প্রতিষ্ঠিত ব্যারিস্টার খালি পায়ে জেলার প্রত্যন্ত এলাকায় ঘুরে ঘুরে সাধারণ মানুষকে যেখানে ইংরেজ সরকারকে যেভাবে হোক ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করতে হবে। ট্যাক্স বন্ধ হওয়ায়, সরকারের নির্দেশে পুলিশ একের পর এক ঘর বাড়ি লুণ্ঠি পাট থেকে শুরু করে সমস্ত জিনিসপত্র ক্রোক করে থানায় নিয়ে যাওয়া শুরু করল। ক্রোক করা মাল গুলিকে নিলামের ব্যবস্থা করল ইংরেজ পুলিশ। ৫০০ টাকার মাল ৫ টাকাতেও কেউ কিনতে চাইলো না।

বহু মানুষকে ইংরেজরা গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠিয়ে দিল জেলে বন্দির সংখ্যা আর থানা এবং সরকারি দপ্তরগুলি ক্রোক করা জিনিসপত্র গুলিতে ভর্তি হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে ব্রিটিশ সরকার ইউনিয়ন বোর্ডগুলি তুলে নেয় এবং সমস্ত বন্দি মানুষকে ওলি মাল বিচারে ছেড়ে দিয়েছিল। এপ্রর, কাঁথির মদাদনে বহু মানুষ সমবেত হয়ে বীরেন্দ্রনাথ শাস মলের পরিচয় জুতো পরিয়ে দেন। চিত্তরঞ্জন দাস যখন কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র, তখন দুই বাঙালি ছিলেন কর্পোরেশনে তাঁর প্রধান দুই সহযোগী, একজন সুভাষ চন্দ্র বসু এবং অপরজন বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। জীবনে কারোর কাছে মাথা না কেরেননি। শিরদাঁড়া বিক্রি করেননি। বাংলার ছোটলটি লিটন সাহেব মেদিনীপুর সফরে আসবেন। ছোট লাটের সম্বর্ধনা হয়।

আবদুল্লাহিল কাফি রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনের কংগ্রেস প্রার্থী

মুর্শিদাবাদ জেলা

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১২ সেপ্টেম্বর : বহুজাতিক সংস্থার উচ্চ পদস্থ চাকরি ছেড়ে কংগ্রেসের সর্বক্ষেণের কক্ষী আবদুল্লাহিল কাফি এবার মুর্শিদাবাদের রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনের কংগ্রেস প্রার্থী। শুক্রবার রাতে নন্দীগ্রাম কেন্দ্রের সারনে রেজিনগর কেন্দ্রে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে কংগ্রেসের তরফ থেকে। আর প্রত্যাশা মতই রেজিনগর কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী করেচ্ছে কাফিকে। মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের বর্তমান বিরোধী দলনেতা আবদুল্লাহিল কাফি ২০১৮ সাল পর্যন্ত একটি বহুজাতিক সংস্থায় চাকরি করতেন। পরে কংগ্রেস রাজনীতির টানে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে অধীর চৌধুরীর হাত ধরেন। মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা-১ ব্লকের অন্তর্গত ভাবতা এলাকায় বৃথ সভাপতি থেকে কংগ্রেসের হয়ে রাজনৈতিক জীবন শুরু করে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতৃত্বের প্রতি ও কৃতজ্ঞ কাফি। ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে রেজিনগর আসন থেকে ‘আম জনতা উন্নয়ন পার্টি’র প্রতীকে জয়ী হয়েছিলেন হুমায়ুন কবীর। তিনি ১ লক্ষ ২৩ হাজার ৫৬৬ টি ভোট পেয়েছিলেন। ওই কেন্দ্রের সংসদে প্রার্থী জিল্লু শেখ মার ৪১০১ ভোট পেয়ে চতুর্থ স্থানে ছিলেন। এবার সেই রেজিনগর

কেন্দ্রেই প্রথম হওয়ার জন্য লড়ছেন কাফি। তিনি বলেন, ‘রেজিনগর আসন থেকে হুমায়ুন কবীর পদত্যাগ করার পরই দলের শীর্ষ নেতৃত্বের তরফ থেকে আমাকে রেজিনগর আসনে লড়ার জন্য প্রস্তুত হওয়ার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে আমি দলের বহরমপুর মহকুমা সভাপতির পদেও রয়েছি। রেজিনগর বিধানসভা বহরমপুর মহকুমার অন্তর্গত হওয়ায় ওও কেন্দ্রে দীর্ঘদিন ধরেই লড়াই করার জন্য সাংগঠনিক প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিলাম। গতকাল রাতে দল আমার নাম আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেছে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের তাঁর মূল লড়াই বিজেপি প্রার্থীর সঙ্গে হলেও অন্য প্রার্থীরাও ‘কিছুটা’ লড়াইতে রয়েছেন বলে মনে করেন কাফি। তিনি বলেন, ‘গোটা দেশেই কংগ্রেসের সঙ্গে মূল লড়াই বিজেপির। তাই রেজিনগর উপনির্বাচনেও একই রকম হতে চলেছে। উপ নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে আমি জয়ী হলে রাজ্যে সরকারের কোনও পরিবর্তন হবে না কিন্তু গোটা দেশ এবং রাজ্যে কংগ্রেস এক অন্য উচ্চতায় উঠবে। এই নির্বাচনের ফলাফল রাজ্য রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছে। তিনি বলেন, ২৬ – এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি রাজ্যের মানুষকে প্রার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তাদের তরফে বলা তারা বহুজাতিক সর্ব মহিলাদেরকে অমরপূর্ণার ভান্ডার দেওয়া হবে, বিদ্যুতের বিল কমানো হবে, গ্যাসের দাম কমবে, বেকাররা চাকরি পাবে। কিন্তু তিন মাসেই রাজ্যের মানুষের বিজেপির প্রতি

মোহভঙ্গ হয়েছে। তাই রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনে সাধারণ মানুষ নিজেদের ক্ষোভ প্রকাশের একটি জায়গা পেতে চলেছেন। রেজিনগরের সাধারণ ভোটাররা দু’হাত উজার করে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে আমাকে ভোট দেবেন।’ ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে রেজিনগর কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থীর শোচনীয় ফলাফল স্বীকার করে নিয়ে কাফি বলেন, সেই সময় সম্পূর্ণ আলাদা একটি পরিবেশে ভোট হয়েছিল। প্রচুর মানুষের নাম এসআইআর করে বাদ দেওয়া হয়েছিল। এলাকার মানুষকে বাবরি জেলার সংখ্যালঘু মানুষ হুমায়ুন কবীরের চালাকি ধরে ফেলেছেন। তিনি বিজেপির কথায় রাজনীতি করছেন। তিনি যে মসজিদ তৈরি করছেন তার কোনও নথিতে বাবরি মসজিদের উল্লেখ নেই। উনি বাবরি মসজিদকে সামনে রেখে টাকা ভুলছেন। কিন্তু উনি বিকেপির কথায় চলার কারণে আর্থিক দুর্নীতি হলেও ইউ বি বা সিবিআই-এর মত তদন্তকারী সংস্থা চোখ বুজে বসে রয়েছে।’ সাম্প্রতিক সময়ে মুর্শিদাবাদ জেলায় যেকোনও বিধানসভা উপ নির্বাচনে কংগ্রেসের জয় কাফিকে আরও আশাবাদী করেছে। তিনি বলেন, সাগরদিঘি বিধানসভা উপনির্বাচনের কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবেই বাইরুন বিশ্বাস জিতেছিলেন। ২০১১ সালে রেজিনগর থেকে হুমায়ুন কবীর কংগ্রেসের প্রতীকে জেতার পর তিনি পদত্যাগ করলেন ২০১৩ সালের উপনির্বাচনে রেজিনগরে কংগ্রেস

প্রার্থী জয়ী হয়েছিলেন। তাই রেজিনগর আসনে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে আমার জয় এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা।’ তিনি বলেন, রেজিনগরে দীর্ঘদিন ধরে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক ছিলেন। কিন্তু রেজিনগরে এখনও ভালো কলেজ, হাসপাতাল, স্কুল নেই। রাস্তাঘাটের অবস্থাও ভালো নয়। জেলা পরিষদের বিরোধী দলনেতা হিসেবে আমি সভাপতিপতির তেল চুরি নিয়ে লড়াই করেছি, বহরমপুরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নার্সিংহোম খোলার জন্য লড়াই করেছি। দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইতে কখনো সফল হয়েছি কখনও বা ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়েছি। তবুও লড়াইয়ের মনদানে ছেড়ে যাইনি। কংগ্রেস প্রার্থী অভিযোগ করেন, রাজ্যে শাসক দলের পক্ষ থেকে ঈদের নামাজ, কুরবানী, মসজিদে মাইক খোলার নামে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদেরকে সম্ভ্রস্ত করার চেষ্টা হয়েছে। তার জবাব দিতে মুখিয়ে আছেন রেজিনগরের ২৮২ টি বৃথের ভোটাররা। কাফি জানান, দলের নির্দেশ পাওয়ার পরই উপনির্বাচনের জন্য তিনি রেজিনগরে প্রস্তুতি এবং প্রচার শুরু করে দিয়েছিলেন। শনিবার বিকেল থেকে রেজিনগর, শক্তিপুর এবং বেলডাঙ্গায় দলের কর্মীদের সঙ্গে তাঁর তিনটি বৃথকে রয়েছে। আজ থেকেই তাঁর সমর্থনে রেজিনগরের বিভিন্ন এলাকায় দেওয়াল লিখন শুরু হয়ে গেছে। কাফি জানান, আগামী সোমবার বহরমপুরে প্রশাসনিক ভবনে আমি মনোনয়নপত্র জমা দেব। সেই সময় অধীর চৌধুরীও আমার সঙ্গে থাকতে পারেন।

চূর্ণী ভরেছে কচুরিপানায়, কেড়ে নিচ্ছে রোজগার! গঙ্গাজলের বাজারেও টান পড়ার আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ১২ সেপ্টেম্বর : বৃষ্টির কারণে চূর্ণী নদীর



জলস্তর বাড়ছে ছ ছ করে। কচুরিপানায় নদী অবরুদ্ধ হওয়ায় কার্যত বন্ধ হতে বসেছে মৎস্যজীবীদের উপার্জন। গঙ্গাজল ব্যবসায়ীদের জল সংগ্রহ করতে গিয়ে কালঘাম ছুটছে। আতঙ্কে পাড় ঘেঁষা এলাকার বাসিন্দারা। একদিকে লাগাতার বৃষ্টি ও জলাধার থেকে জল ছাড়া, অন্যদিকে গঙ্গার জলস্তর বৃদ্ধি, এই জোড়া প্রভাবে বিপজ্জনক রূপ ধারণ করেছে চূর্ণী নদী। জল ছ ছ করে বাড়ার কারণে চূর্ণী নদীর তীরবর্তী নিম্নাঞ্চলে চরম উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পড়েছে। তবে শুধু জলবৃদ্ধিই নয়, প্রবল স্রোতের সাথে

হয়ে পড়েছে পুরো নদীপথ। ফলে নদীকেন্দ্রিক রুটিকজির সঙ্গে যুক্ত মানুষজন পড়েছেন নিদারুণ আর্থিক ওপকটে। স্থানীয় সূত্রে ও নদীর ওপরে নির্ভরশীল বাসিন্দাদের বক্তব্যে জানা গেছে, চূর্ণী নদী এখন যেন কচুরিপানার এক দুর্ভেদ্য চাদরে ঢেকে গেছে। এর ফলে নৌকা নামিয়ে মাছ ধরা, অন্যদিকে গঙ্গার পড়েছে মৎস্যজীবীদের। জাল ফেললেই কচুরিপানার ভাঙে তা ঝিঁড়ে যাচ্ছে, যার ফলে বহু মৎস্যজীবী পরিবার এখন কচুরিপানার পথেই রকম চরম দুরবস্থায় পড়েছেন স্থানীয় গঙ্গাজল ব্যবসায়ীরা। তাঁরা নিয়মিত

মোটরচালিত নৌকা নিয়ে চূর্ণী নদীপথ দিয়ে গঙ্গায় যান এবং সেখান থেকে গঙ্গাজল এনে বাজারে ও বিভিন্ন ভক্তদের কাছে বিক্রি করে সংসার চালান। ব্যবসায়ীরা ক্ষোভ ও অসহায়তা প্রকাশ করে জানাচ্ছেন, নদীর বুকে এত পুকু হয়ে কচুরিপানা জমেছে যে মোটরের পাখা তা পেঁচিয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতির মধ্যেই নতুন করে আতঙ্ক বাড়িয়েছে আসন্ন আমাবস্যা ও ভরা কোটাল। স্থানীয় বাসিন্দাদের কপালে চিন্তার ভাঁজ আরও গভীর হচ্ছে। তাঁদের আশঙ্কা, এমনিতেই নদীর জল কানায় কানায় ভরে উঠেছে, এর ওপর কোটালের টানে যদি আরও জল বাড়ে, তবে চূর্ণী নদীর জল প্লাব ছাপিয়ে সরাসরি ঢুকে পড়বে আশেপাশের জনবসতি ও বাড়ি ঘরে। বহু বাড়ির ইতিমধ্যেই জলমগ্ন হওয়ার মুখে দাঁড়িয়ে। একদিকে উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে অনাহারের প্রাণভীত গ্রামিণী, অন্যদিকে ভিত্তিচ্যুতি গ্রািবিত হওয়ার ভীত ভয়া- এই জোড়া সংকটে দিন কাটছে চূর্ণীপাড়ের বাসিন্দাদের। নদী থেকে ক্রত কচুরিপানা পরিস্রাব এবং সম্ভাব্য কচুরিপানার প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপ চাইছেন দুর্গত মানুষেরা।

৩৯০ বছরের প্রাচীন ডাকরাচণ্ডী পূজো ঘিরে প্রস্তুতি তুঙ্গে বালুরঘাটে

রতন দে, বালুরঘাট, ১২ সেপ্টেম্বর : অন্যান্য বারের মতো এবারও জোরকদমে প্রস্তুতি চলছে বালুরঘাটের ৩৯০ বছরের প্রাচীন জমিদার বাড়ির ডাকরাচণ্ডী দুর্গাপূজোর। দক্ষিণ দিনাজপুরের প্রাচীন অন্যতম হোসেনপুরে আধ্রৌয়ী নদীর খাতি সংলগ্ন জমিদার স্বর্গীয় সুধীর চন্দ্র চৌধুরীর পরিবারের এই পূজো। জেলাবাসীর কাছে এটি জমিদার বাড়ির পূজো। নান্দেই পরিচিত। হোসেনপুরের এই মণ্ডপ এলাকাটি আগে ডাকরা মৌজার অন্তর্গত ছিল। সেই নামানুসারেই এটি ডাকরাচণ্ডী মণ্ডপ নামে পরিচিত লাভ করে। বংশধর সুপ্রিয় কুমার চৌধুরী জানান, দশ পুরুষ ধরে এই পূজো হয়ে আসছে। কথিত আছে, একসময় এখানে ঘন জঙ্গলের ভিতর

দিয়ে বয়ে যেত আধ্রৌয়ীর মূল স্রোত। পঞ্চবদী নদে খধিরা পঞ্চগুপ্তীর আসন স্থাপন করে দুর্গাপূজো করতেন। পরে



সেই আসন মাটির তলায় চলে যায়। পূর্বপুরুষ রামচন্দ্র মণ্ডল স্বপ্রাদেশ পেয়ে আসনটি উদ্ধার করে পুনরায় পূজো শুরু করেন। জমাষ্টমীর দিন কাঠামো পূজোর মাধ্যমে প্রতিদিন তৈরির কাজ শুরু হয়। এক

কাঠামোতে ডাকের সাজে স্বপরিবারে পূজো পান মা। মহাযষ্টির দিনই চন্দ্রমায় ও সাজনো হয়। রাত্তিরে মেনে প্রতিমায় কোনও পেরেক ব্যবহার করা হয় না আঠা দিয়ে সাজনো হয়। এই পূজোয় বলি প্রথা নেই। তোগেও রয়েছে বিশেষত্ব। দিনের বেলায় নাড়ু মুড়কি ফল বাতাসা ও মিষ্টি এবং রাতে অন্নভোগ। সপ্তমীতে সাত রকম ঔষ্তীমতে আট রকম ও নবমীতে নয় রকম ভাজা সহকরে ভোগ নিদেন কমা হয়। মহাযষ্টি থেকে নবমী পর্যন্ত মণ্ডপে হয় মঙ্গলচণ্ডী পালাগান। নবমীর সন্ধ্যারতির পর মাগের চরণ থেকে ফুল পাতার দৃশ্য দেখতে ভিড় করেন ভক্তরা। দশমীতে আশ্তন নাচ ও চামুণ্ডা মুখা নৃত্য হয়। অদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন মাকে কাঁখে করে নিয়ে গিয়ে আধ্রৌয়ীতে বিসর্জন দেন।

আধুনিকতার চাপে হারিয়ে যাচ্ছে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী ভাদু গান

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১২ সেপ্টেম্বর : হারিয়ে যাচ্ছে গ্রাম বাংলার ভাদু। তবে আজও মুর্শিদাবাদ জেলার কিছু কিছু গ্রামে দেখা যায় ভাদু গানের। বাংলার জল হওয়ায় রয়েছে সুরের সম্পর্। প্রতিদিনের মোটা গন্ধ বরা সেই সব গান নিজস্ব গুণেই সম্পদ হয়ে উঠেছে বাংলার লোকসংস্কৃতির। ধর্মীয় কিংবা সামাজিক অথবা পারিবারিক যেকোনও উৎসবের কেন্দ্রে রয়েছে এই সব গান। গড়ে তুলেছে নিজস্ব সংস্কৃতি। এমনই এক সংস্কৃতির নাম ভাদু গান। মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন গ্রামে বাংলার লোক শিল্পীরা মালোনে ভাদু গানে। মূলত ভাদু একটি পরব, যা পালিত হয় বাংলা বর্ষ পঞ্জীর ভাদ্র মাসে। আর এই পর্বকে ঘিরে গাওয়া গানই ভাদু গান। রাক্তমের পুরুলিয়া, বাকুড়া, বীরভূম জেলা ভাদু গানের জন্মভূমি। ভাদুমণি বা রাজকুমারী ভদ্রাবতীর জীবন কাহিনী বর্ণনা করা হয় এই গানে। পাশাপাশি থাকে সমাজ সচেতনতার বার্তা। আঘাত শ্রাবণ মাসে চায়ের কাজের পর ভাদ্র মাসে গ্রামের পুরুষরা বেরিয়ে পড়েন ভাদুগান নিয়ে। সংক্রান্তির দিন নদীতে বিসর্জন দেওয়া হয় ভাদু মণির মূর্তি। ভাদু গানগুলি মূলত প্রেম ও রাজনীতি বর্জিত। গানের সহজ সুরে বলা হয় নারী শক্তি ও প্রগতির কথা। গ্রামে গ্রামে ঘুরে শুধু সমাজ সচেতনতার বার্তা দেওয়াই নয়, উপার্জনের বিকল্প পথও এই গান। বর্তমানে আধুনিকতার ফোঁয় মানুষ আগ্রহ হারিয়েছে গান সব লোকগীতিতে। যার প্রভাব পড়েছে বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতিতে। শুধু তাইই নয়, হারিয়ে যাচ্ছে টুপু, বুঝুর, গম্ভীরা, আকাপক, জারি বা উত্তরবঙ্গের ভাওয়ালা লোকসঙ্গীত। ভাদু শিল্পীরা জানিয়েছেন, সরকার যদি তাঁদের আর্থিক এবং সামাজিকভাবে সহায়তা করে, তবেই বেঁচে থাকবে এই ভাদু গান।

কচি শাল উলটপালট করে দিচ্ছে হাতির দল, বনদফতরের হাতিয়ার সৌর বিদ্যুতের ‘রক্ষাকবচ’

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর : কাঠাল-চালতা ছেড়ে কচি শালের শেকড়েই নজর হাতির! চারা বাঁচাতে মোরাঘাট সৌর-বেড়ার দল বনদফতরের। বনে হাতির প্রিয় খাবারের জোগান দিতে সাধারণত বনদফতর কাঠাল কিংবা চালতার মূলত নানা ফলের গাছ লাগায়। কিন্তু জলপাইগুড়ির বনাঞ্চলে ধরা পড়ল এক অদ্ভুত ও উল্টো ছবি। সুস্বাদু ফলন্ত গাছের চারার বালুে হাতির দলের নজর এখন কচি শাল গাছের দিকে! জঙ্গল জুড়ে রোপণ করা শাল গাছের চারা মাটি থেকে উপড়ে ফেলে তার নরম শেকড় চিবিয়ে সাবাড় করেছে গজরাজরা। হাতির এই অভিনব খাদ্যাভ্যাস চিন্তার ভাঁজ



ফেলেছে বনকর্তাদের কপালে। ঘটনা স্বীকার করে জলপাইগুড়ি বনবিভাগের ডিএফ ও জয়েসপার জিভু জানিয়েছেন, বিভিন্ন রেঞ্জে চালতা ও কাঠালের চারা রোপণ করা হলেও হাতির পাল কচি শাল গাছের শেকড় চিবাতেই বেশি পছন্দ করছে। এর জেরে সদ্য গড়ে ওঠা বনায়ন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় এবং শাল চারা রক্ষা করতে মোরাঘাট রেঞ্জে জোরকদমে সৌরবিদ্যুৎ চালিত বিশেষ তাড়ের বেড়া (সোলার ফেন্সিং) তৈরির কাজ শুরু করেছে বনদফতর। বনাদিধিকারিক দের পরিকল্পনা অনুযায়ী, একরের পর একর নতুন প্রাল্টেনিন এলাকাতে এই সৌর বিদ্যুৎ চালিত বেড়া দিয়ে সুরক্ষিত রাখা হবে। বন্যপ্রাণী বা হাতির দল বাগানে ঢোকার চেষ্টা করলেই মৃদু বিদ্যুৎস্পৃষ্ট বা হালকা শক খাবে। এতে তাদের কোনও শারীরিক ক্ষতি বা প্রাণহানির ঝুঁকি থাকবে না, তবে ভীতি তৈরি হওয়ায় তারা আর ওই এলাকায় ঢুকবে না। ফলে সুরক্ষিত থাকবে কচি শাল গাছগুলি। বনদফতরের মতে, জঙ্গলের পরিধি ও ঘনত্ব বাড়ানোর লক্ষ্যেই বিভিন্ন এলাকায় এই ছোট ছোট প্রাল্টেনিন গড়ে তোলা হচ্ছে। কাজে জঙ্গল সুস্থল হলে এলাকায় বন্যপ্রাণীর গতিবিধি যেমন বাড়বে, তেনেই ডুর্যসে পর্যটনের নতুন প্রশার ঘটলে স্থানীয় বাসিন্দাদের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। তাই এলাকার পরিবেশ রক্ষা ও অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করছেই কচি শাল গাছগুলিকে বাঁচাতে এই কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে বনদফতর।

খামইরহাটে সারাদেশের ন্যায় ডেঙ্গু প্রতিরোধে পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু



১০টায় উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে পরিচ্ছন্নতা অভিযানের অংশ হিসেবে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বাজার, সড়ক ও জনসমাগমস্থলের আশপাশে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রাখার আহ্বান জানান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) কাজী তাহমিনা সারমিন। একই সঙ্গে বাড়ির আঙিনা, ছাদ, ড্রেন, পরিচ্ছন্ন পাত্র, টায়ার ও অন্যান্য স্থানে জমে থাকা জল অপসারণের বিষয়ে স্থানীয়দের সচেতন করা হয়। পরে উপজেলা চত্বর ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চত্বরে পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হয়। এ সময় অভিযানে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আলহাছ মো. হানজলা, পৌর বিএনপির সভাপতি সহিদুর রহমান সরকার, জন্মায়ত নায়েবে আমির মাওলানা আতাউর রহমান, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আরিফ হাসান, পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা সজল কুমার মন্ডল, সাব ইন্সপেক্টর আল আমিন প্রমুখ। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী তাহমিনা সারমিন জানান, ডেঙ্গু প্রতিরোধে পরিচ্ছন্নতা অভিযান নির্ধারিত তিন মাস ধরে চলবে। পাশাপাশি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, স্বরহস ডেঙ্গুর উপসর্গ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া এবং কোনো অবস্থাতেই বাড়ির আশপাশে জল জমতে না দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। পাশাপাশি প্রশাসন ও স্থানীয় জনগণের সম্মিলিত উদ্যোগে উপজেলাকে ডেঙ্গুর ঝুঁকি থেকে নিরাপদ রাখতে এ পরিচ্ছন্নতা অভিযান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সোমনাথ স্বাভিমান যাত্রাঃ পুরুলিয়া থেকে ৩৪ জন তীর্থযাত্রীর রওনা

শেফালী মাহাতা, পুরুলিয়া, ১২ সেপ্টেম্বর : সোমনাথ স্বাভিমান যাত্রায় অংশ নিতে পুরুলিয়া জেলা থেকে ৩৪ জন তীর্থযাত্রী এদিন অনুষ্ঠানিকভাবে গুজরাটের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। পুরুলিয়া জেলাশাসকের



দপ্তর থেকে জেলাশাসকের উপস্থিতিতে একটি বিশেষ বাসে করে তীর্থযাত্রীদের আসানসোল রেল স্টেশনের উদ্দেশ্যে বিদায় জানানো হয়। তীর্থযাত্রীরা আসানসোল স্টেশন থেকে সোমনাথের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া বিশেষ ট্রেনটিতে উঠবেন। এই যাত্রার যাবতীয় খরচ বহন করছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পরবর্তীতে সোমনাথ পৌঁছানোর পর তীর্থযাত্রীদের থাকা, খাওয়া ও দর্শনের সমস্ত ব্যবস্থা করবে গুজরাট সরকার। রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের যৌথ সমন্বয়ে আয়োজিত এই যাত্রাকে ঘিরে তীর্থযাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ করা গেছে।

জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলে শিক্ষক নিগ্রহের ঘটনায় আটক ৪ ছাত্র, মুখ ঢেকে জুভেনাইল বোর্ডে পেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি , ১২ সেপ্টেম্বর : জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল-কাণ্ডে আটক ৪ ছাত্র! জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষককে রক্তাক্ত করার ভীষনিকারম ঘটনায় তোলপাড় গোটা রাজ্য। সেই ঘটনায় এবার



ভিতরেই একদল উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রের হাতে নির্মমভাবে আক্রান্ত হন প্রধান শিক্ষক ধর্মচাঁদ বাকুই। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁর মাটিতে লুটিয়ে পড়ার দৃশ্য সমাজমাধ্যম ও সংবাদমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দার ঝড় বয়ে যায় রাজ্যজুড়ে। শিক্ষাঙ্গনে এমন অভাবনীয় হামলায় স্তম্ভিত হলে পড়েন সাধারণ মানুষ থেকে শিক্ষাবিদরা। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে শুক্রবার সরাসরি জেলা স্কুলে পৌঁছান রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী দীপক বরগা। তিনি স্পষ্ট জানান, শৃঙ্খলাভঙ্গ ও হিসা কান্ডেওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না, অভিযুক্ত ছাত্রদের অবিলম্বে স্কুল থেকে টিসি দিয়ে বিহ্বল করা হবে। শুক্রবার আহত প্রধান শিক্ষক ধর্মচাঁদ বাকুই কোতোয়ালি থানায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পাওয়ার পরই দ্রুত অভিযানে নামে পুলিশ। শনিবার সকালে চার অভিযুক্ত ছাত্রকে আটক করে আটনি সুরক্ষাবিধি মেনে মুখ ঢেকে পেশ করাতে তোলা হয়। অন্যদিকে, আইন এক ছাত্রের অভিভাবকের রাধী দাস জানান, কোনওদিনও শিক্ষকদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার ও কথা বলেনি এবং হঠাৎ করে কীভাবে এই ঘটনা ঘটল তা ভেবে নিতে পারছি না। সরকারের কাছে অনুরোধ যদি বিবেচনা করে ক্ষমা করে দেওয়া যায়।

অটো ও ট্রাক্টরের সংঘর্ষে মৃত যুবক, আহত একাধিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কালনা , ১২ সেপ্টেম্বর : শনিবার সকালে সেলুনে কাজে যাওয়ার পথেই মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল এক যুবকের। কালনা থানার অট্রান্তে সারঘড়িয়া এলাকায় শেমফোর্ড স্কুলের সামনে অটো ও ট্রাক্টরের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে দ্বীপ প্রামানিক নামে ওই যুবকের। তাঁর বাড়ি মেদাগিহা কাঁদিপুর এলাকায়। দুর্ঘটনায় আরও চারজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। তাঁদের মধ্যে টেটন দাসের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে বর্ধমানের হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো শনিবার সকালে অটো করে গাথ্রীপুরে নামার সেলুনের দোকানে যাচ্ছিলেন দ্বীপ প্রামানিক। অটোতে আরও বেশ কয়েকজন যাত্রী ছিলেন। সারঘড়িয়া মোড়ে শেমফোর্ড স্কুলের সামনে আচমকাই একটি ট্রাক্টর এটোটিকে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের অভিঘাতে অটোতে থাকা যাত্রীরা আহত হন। গুরুতর আহত অবস্থায় দ্বীপ প্রামানিককে কালনা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। দ্বীপের বন্ধু শুভদীপ যোয় জানান, প্রতিক্রিয়ার মতোই সেলুনে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন শনিবার। কালনা মহকুমা হাসপাতালে দ্বীপ প্রামানিকের শুভদীপের কথায়, দুর্ঘটনার পর কিছু সময় দ্বীপ জীবিত

শুরু করা হয়েছে। এ অভিযানের মাধ্যমে উপজেলা ও পৌর এলাকার বিভিন্ন স্থানে জমে থাকা ময়লা-আবর্জনা, জল জমার স্থান ও এডিস মশার সম্ভাব্য প্রজননস্থল পরিস্কার করা হচ্ছে। শনিবার (১২ সেপ্টেম্বর) সকাল

কলকাতায় শালিমার পেইন্টস-এর নতুন প্রিমিয়াম এক্সটেরিয়র সলিউশন

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর : ১২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ভারতীয় পেইন্ট শিল্পে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী শালিমার পেইন্টস আসন্ন উৎসবের সিজনের আগে কলকাতায় ১০০ রিটেলারকে একত্রিত করে রিটেল ইকোসিস্টেমের সঙ্গে তাদের সংযোগ আরও শক্তিশালী করেছে। রিটেলার



মিটিটি পরিবর্তনশীল ক্রেতাদের পছন্দ, বাজারের প্রবণতা এবং এক্সটেরিয়র পেইন্টস শিল্পের পরিবর্তন নিয়ে অর্থবহ আলোচনার একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করেছে। পাশাপাশি, এই অনুষ্ঠানে চ্যানেল পাটনারারা শালিমার পেইন্টস-এর সর্বশেষ প্রিমিয়াম প্রোডাক্ট ইনোভেশনগুলি সরাসরি দেখার সুযোগ পেয়েছেন। এই সভায় শালিমার পেইন্টস-এর শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারা - যেমন ন্যাশনাল সেলস হেড রাহুল শিরাননকর, মার্কেটিং ও প্রোডাক্ট হেড বিশাল ভগত এবং জোনাল ম্যানেজার (পূর্ববাংল) অনিন্দ্য ব্যানার্জি-অংশ নেনা। বাজারের পরিবর্তনশীল গতিপ্রকৃতি বোঝার লক্ষ্যে তাঁরা সরাসরি খুচরা বিক্রেতাদের সাথে মতবিনিময় করেন। ক্রেতাদের পরিবর্তিত প্রত্যাশা ও আঞ্চলিক চাহিদার ধরন থেকে শুরু করে পণ্যের পছন্দ ও পরিষেবার প্রয়োজনীয়তা-ও বিভিন্ন বিষয়ে এই আলোচনা থেকে প্রাপ্ত বাস্তব অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টি কোম্পানিকে আগামী মরশুমের জন্য তাদের কর্মপন্থা নির্ধারণে সহায়তা করবে। অনুষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণ ছিল শালিমার পেইন্টস-এর প্রিমিয়াম এক্সটেরিয়র গোটোকোলিও-র লঞ্চ, যার নেতৃত্বে ছিল Hero Titan X16 এবং Zero Damp Titan X16-একটি সমন্বিত দুই-স্তরীয় এক্সটেরিয়র প্রোটেকশন সিস্টেম, যা প্রিমিয়াম নান্দনিকতার সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি সুবক্ষার সমন্বয়ের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই সিস্টেমে একটি আল্ট্রা-ল্যাকার এক্সটেরিয়র ফিনিশের সঙ্গে একটি অ্যাক্সডাম্প ওয়াটারপ্রুফিং বেস কোর্টের সমন্বয় রয়েছে এবং এর সঙ্গে দুটি ১৫ বছরের ওয়ারেন্টি রয়েছে। এটি এক্সটেরিয়র সারফেসের তাপমাত্রা ২৫ওজ পর্যন্ত কমাতেও সহায়তা করতে পারে, যা এক্সটেরিয়র অ্যাপ্লিকেশনে নান্দনিকতা এবং পারফরম্যান্স-উভয় প্রয়োজনীয়তাই পূরণ করে। কোম্পানিটি Xtra Tough Hi-Sheen-ও প্রদর্শন করেছে, যা তাদের প্রিমিয়াম এক্সটেরিয়র ইমালশন এবং এটি ডাস্ট রিপেলেন্স, অ্যান্টি-অ্যালার্জি ও অ্যান্টি-ফাঙ্গাল প্রোটেকশন, UV এবং Sun Reflect Technology, এবং ৮ বছরের ওয়ারেন্টি-র পাশাপাশি একটি হাই-লিফট ফিনিশ প্রদান করে। ১,০০০-এরও বেশি শেভের প্যালেটের সঙ্গে, এই প্রোডাক্টটি এক্সটেরিয়র রঙ নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভোক্তাদের আরও বেশি নমনীয়তা দেওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শালিমার পেইন্টস-এর এমডি ও সিও, কুলদীপ রায়া বলেন, বাজারের গতি-প্রকৃতি বোঝার ক্ষেত্রে রিটেলাররা আমাদের অন্যতম ঘনিষ্ঠ পাটনারা। তাঁরা প্রতিদিন পরিবর্তনশীল গ্রাহক পছন্দ, স্থানীয় বাজারের গতিবিধি এবং উদীয়মান সুযোগগুলি প্রত্যক্ষ করেন। তাই আমাদের রিটেলার মিটগুলি শুধুমাত্র প্রোডাক্ট প্রদর্শনের জন্য

নয়, বরং বাজারের জন্য প্রাসঙ্গিক সমাধান তৈরি করতে শোনা, শেখা এবং বোঝার বিষয়েও। কলকাতার এই মিট আমাদের চ্যানেল পাটনারদের ইনোভেশন যাত্রার আরও কাছাকাছি নিয়ে আসা এবং আরও শক্তিশালী, দীর্ঘমেয়াদি পাটনারশিপ গড়ে তোলার প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন।



অনুষ্ঠানে একটি বিশেষ স্বীকৃতি ও পুরস্কার প্রদান কর্মসূচির মাধ্যমে শালিমার পেইন্টস-এর রিটেল পাটনারদের অবদানও উদ্‌ঘাপন করা হয়। ব্র্যান্ডের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি, পারফরম্যান্স এবং অব্যাহত সহযোগিতার জন্য বিশিষ্ট রিটেলারদের সম্মানিত করা হয়। উৎসাদন-সংক্রান্ত উদ্ভাবনকে নিজেদের প্রবৃদ্ধি কৌশলের কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে, শালিমার পেইন্টস বাজারের অন্তর্দৃষ্টি, অংশীদারদের সাথে সম্পৃক্ততা এবং অনন্য সব পণ্যের সমন্বয়ে তাদের চ্যানেল-সম্পর্ক জোরদার করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে। কলকাতায় আয়োজিত এই সভাটি একটি অধিকতর সংযুক্ত খুচরা বিক্রয় নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা এবং চ্যানেল পাটনারদের সাথে যৌথ প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে কোম্পানির নেওয়া প্রচেষ্টারই আরেকটি ধাপ।

ইলেকট্রিক্যাল কাজ
টেভার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ডিওয়াইসিইই-পিএস-এমএলজি-এইচকিউ-১০-২৬-২৭,তারিখঃ ০৯-০৯-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেভার অধীন করা হচ্ছে, টেভার নংঃ ডিওয়াইসিইই-পিএস-এমএলজি-এইচকিউ-১০-২৬-২৭; কাজের নামঃ (ক) এসএসই/ডব্লিউ/এনএমবি-র একতিয়ারভূক্ত গৌশালা কলোনির কোয়ার্টার নং ৯৩(সি+ডি), ৯৪(এবি+সি+ডি) ও ৯৫(এবি+সি+ডি) টাইপ-১-এর প্রতিস্থাপনে গৌশালা কলোনিতে ১০ ইউনিট টাইপ-১। ডিএস কোয়ার্টার নির্মাণের সাথে সম্পর্কিত ইলেকট্রিক্যাল কাজ। (খ) এসএসই/ডব্লিউ/এনএমবি-র একতিয়ারভূক্ত গৌশালা কলোনির কোয়ার্টার নং ৯৮(সি+ডি), ৯৯(এবি+সি+ডি) ও ১০০(এবি+সি+ডি) টাইপ-১-এর প্রতিস্থাপনে গৌশালা কলোনিতে ১০ ইউনিট টাইপ-১। ডিএস কোয়ার্টার নির্মাণের সাথে সম্পর্কিত ইলেকট্রিক্যাল কাজ। (গ) এসএসই/ডব্লিউ/এনএমবি-র একতিয়ারভূক্ত গৌশালা কলোনির কোয়ার্টার নং ৯১(এবি+সি+ডি), ৯২(এবি+সি+ডি) ও ৯৩(এবি+সি+ডি) টাইপ-১-এর প্রতিস্থাপনে গৌশালা কলোনিতে ১০ ইউনিট টাইপ-১। ডিএস কোয়ার্টার নির্মাণের সাথে সম্পর্কিত ইলেকট্রিক্যাল কাজ। (ঘ) এসএসই/ডব্লিউ/এইচকিউ-র একতিয়ারভূক্ত স্টেটল গোটানগর কলোনির কোয়ার্টার নং ১১৪(এবি+সি+ডি+এফ+জি+এইচ) ও ১১৯(এবি+সি+ডি) টাইপ-১-এর প্রতিস্থাপনে স্টেটল গোটানগর কলোনিতে ১০ ইউনিট টাইপ-১। ডিএস কোয়ার্টার নির্মাণের সাথে সম্পর্কিত ইলেকট্রিক্যাল কাজ। (ঙ) মালিগাওয়েঃ এসএসই/ডব্লিউ/এইচকিউ-র একতিয়ারভূক্ত গৌশালা কলোনির কোয়ার্টার নং ১১৪(এবি+সি+ডি) ও ১১৯(এবি+সি+ডি) টাইপ-১-এর প্রতিস্থাপনে স্টেটল গোটানগর কলোনিতে ১০ ইউনিট টাইপ-১। ডিএস কোয়ার্টার নির্মাণের সাথে সম্পর্কিত ইলেকট্রিক্যাল কাজ। (চ) মালিগাওয়েঃ এসএসই/ডব্লিউ/এইচকিউ-র একতিয়ারভূক্ত স্টেটল গোটানগর কলোনির কোয়ার্টার নং ১১৪(এবি+সি+ডি) ও ১১৯(এবি+সি+ডি) টাইপ-১-এর প্রতিস্থাপনে স্টেটল গোটানগর কলোনিতে ১০ ইউনিট টাইপ-১। ডিএস কোয়ার্টার নির্মাণের সাথে সম্পর্কিত ইলেকট্রিক্যাল কাজ। (ছ) মালিগাওয়েঃ এসএসই/ডব্লিউ/এইচকিউ-র একতিয়ারভূক্ত স্টেটল গোটানগর কলোনির কোয়ার্টার নং ১১৪(এবি+সি+ডি) ও ১১৯(এবি+সি+ডি) টাইপ-১-এর প্রতিস্থাপনে স্টেটল গোটানগর কলোনিতে ১০ ইউনিট টাইপ-১। ডিএস কোয়ার্টার নির্মাণের সাথে সম্পর্কিত ইলেকট্রিক্যাল কাজ। (জ) মালিগাওয়েঃ এসএসই/ডব্লিউ/এইচকিউ-র একতিয়ারভূক্ত স্টেটল গোটানগর কলোনির কোয়ার্টার নং ১১৪(এবি+সি+ডি) ও ১১৯(এবি+সি+ডি) টাইপ-১-এর প্রতিস্থাপনে স্টেটল গোটানগর কলোনিতে ১০ ইউনিট টাইপ

নীল অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে

পিএমএমএসওয়াই-এর আওতায় ভারতের মৎস্য ক্ষেত্রের ক্ষমতায়নের ৬ বছর পূর্ণ হয়েছে

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর(পিআইবি)ঃ প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা ভারতের মৎস্য ক্ষেত্রে শক্তিশালী করেছে। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বাজেট প্রাক্কলনে পিএমএমএসওয়াই-এর আওতায় সরকার রেকর্ড ₹২,৫০০ কোটি বরাদ্দ করেছে, যা এই ক্ষেত্রের প্রতি সরকারের অঙ্গীকারকে আরও জোরদার করেছে। ২০১৯-২০ সালে ১৪১.৬৪ লক্ষ টন থেকে বেড়ে ২০২৪-২৫ সালে মাছের উৎপাদন রেকর্ড ১৯৭.৭৫ লক্ষ টনে পৌঁছেছে। মৎস্য রপ্তানিও ২০১৯-২০ সালে ₹৪৬,৬৬৩ কোটি থেকে বেড়ে ২০২৫-২৬ সালে ₹৭৩,৮৯০ কোটি হয়েছে, যা এই ক্ষেত্রের শক্তিশালী প্রবৃদ্ধির প্রতিক্রিয়া। মৎস্য ও জলজ চাষ সংক্রান্ত কাজে এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৫৮ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। এছাড়াও, ফসল কাটার পরবর্তী ব্যবস্থাপনা ও বাজারের সঙ্গে সংযোগ আরও শক্তিশালী করতে কোন্ড-চেনে এবং বিপণন পরিকাঠামোর জন্য ₹২,৭৯৭ কোটি অনুমোদন করা হয়েছে। এছাড়াও, ২,১৯৫টি FPPO-কে ₹৫৪৪.৮৬ কোটি মূল্যের প্রকল্পের মাধ্যমে সহায়তা করা



ও জীবিকার সুযোগ আরও শক্তিশালী করতে ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বাজেট প্রাক্কলনে পিএমএমএসওয়াই-এর আওতায় রেকর্ড ₹২,৫০০ কোটি বরাদ্দ করে সরকার এই ক্ষেত্রের প্রতি তার অঙ্গীকার পূর্ন্যভক্ত করেছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে মৎস্য ও জলজ চাষের পরিকাঠামোয় বহু পরিসরে বিনিয়োগে সহায়তা দেওয়া অব্যাহত রয়েছে। এ বছর ১১ আগস্ট পর্যন্ত, ২০২০-২১ থেকে ২০২৫-২৬ সময়কালে মৎস্য দফতর ₹২১,৩৯৪.৮৮ কোটি মূল্যের মৎস্য ও জলজ চাষ প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় অংশের পরিমাণ ₹৯,৫১০.৮৯ কোটি। রাজ্য, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং আধুনিকীকরণ, জীবিকার সুযোগ সৃষ্টি, আয়.বৃদ্ধি, রপ্তানি ও ঙ্গরু ক বাড়ানো, মস্যা জীবীদের নিরাপত্তা ও কল্যাণ শক্তিশালী করা এবং মস্যা ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উন্নয়নে মাধ্যমে ভারতের মস্য ক্ষেত্রের

রূপান্তরের ওপর গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্ব দিয়েছে।সাকল্যের কাহিনিঃ বরফ কারখানা থেকে আরও সুস্বাদির পথে গুজরাটের পোরবন্দর শ্রী প্রবীণভাই বাবুলাল মাসানি গত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে তাঁর মৎস্য ব্যবসা গড়ে তুলেছেন। এই ক্ষেত্রে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বুঝতে

করতে, নিজেদের ব্যবসা শক্তিশালী করতে এবং মস্যা ক্ষেত্রের প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখতে সহায়তা করতে পারবে।PMMSY-এর মাধ্যমে ভারতের মস্যা ক্ষেত্রের রূপান্তর PMMSY হল একটি ছাতার মতো প্রকল্প, যার মধ্যে কেন্দ্রীয় ক্ষেত্র এবং কেন্দ্রের সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প - এই দুটি উপাদান

২০২৬-২৭ পর্যন্ত চার বছর ধরে সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই প্রকল্পটি কার্যকর রয়েছে। এই প্রকল্পের আনুমানিক আর্থিক বরাদ্দ ₹৬,০০০ কোটি।মস্যা ক্ষেত্রের আনুষ্ঠানিকীকরণে অগ্রগতি, বিমা কভারেজের সম্প্রসারণ, প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়নে আরও সহজে প্রবেশাধিকার এবং মস্যা ক্ষেত্রের মূল্য শৃঙ্খলজুড়ে গুণমান নিশ্চিতকরণ ও ট্রেসেবিলিটির প্রসাশনের মাধ্যমে এই প্রকল্প মস্য ক্ষেত্রের কাঠামোগত রূপান্তরে সহায়তা করে। মসাজীবী, জলজ চাষি এবং সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের আর্থিক স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি, ব্লকি মোকাবিলা এবং বাজারের সঙ্গে সংযোগ আরও শক্তিশালী করাই এই প্রকল্পের লক্ষ্য। এর মাধ্যমে আরও সুসংগঠিত, স্বচ্ছ এবং সুস্থায়ী মস্যা ক্ষেত্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।কেন্দ্রের সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পে (স্কিম) কেন্দ্রীয় সরকারের আংশিক অর্থায়নে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মাধ্যমে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। স্কিম-এর আওতায়, বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছেমাছের উপাদন ও উপাদনশীলতা বৃদ্ধি প্রযুক্তির ব্যবহার এবং উন্নত মস্যা চাষ পদ্ধতির মাধ্যমে

মাছের উপাদন ও উপাদনশীলতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এর আওতায়.অন্তর্দেশীয়.মস্যাচাষ, সামুদ্রিক মস্যাচাষ, মেরিকালচার, সামুদ্রিক শৈবাল চাষ, হিমালয়.ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয়.রাজ্যকেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে মস্য ক্ষেত্রের উন্নয়ন এবং শৌখিন মাছ চাষ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।পরিকাঠামো ও ফসল কাটার পরবর্তী ব্যবস্থাপনা মুাছ ধরার বদলন, মাছ নামানোর কেন্দ্র এবং ফসল কাটার পরবর্তী পরিকাঠামোর মাধ্যমে মস্যা পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করা হয়। এছাড়াও, কোন্ড-চেনে পরিকাঠামো, গভীর সমুদ্রে মাছ ধরা, সমন্বিত আধুনিক উপকূলীয় মসাগ্রাম, বাজার এবং বিপণন পরিকাঠামোতেও সহায়তা দেওয়া হয়।মস্যা ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামোে পর্যবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি, মাছ ধরার নৌযান ও মস্যজীবীদের জন্য বিমা এবং মস্যা সম্প্রসারণ ও সহায়তা পরিষেবার প্রসারে গুরুত্ব দেওয়া হয়। পাশাপাশি, সমুদ্রে মসাজীবীদের নিরাপত্তা ও সুক্ষম আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি, তাঁদের জীবিক ও পুষ্টির চাহিদা পূরণেও সহায়তা করা হয়। উপাদন, পরিকাঠামো ও জীবিকা শক্তিশালী করা গত ছয় বছরে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি, মৎস্য রপ্তানি বাড়ানো ।

অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক ললিত নারায়ণ মিশ্র রেলওয়ে হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন



গোবর্ধনপুর, ১২ সেপ্টেম্বরঃ উত্তর পূর্ব রেলওয়ের অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক শ্রী বিনোদ কুমার শুক্লা ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে

গোবর্ধনপুরের ললিত নারায়ণ মিশ্র হলেওয়ে হাসপাতাল পুঙ্খানুপুঙ্খতায় পরিদর্শন করেন। এই উপলক্ষে হাসপাতালের উপর্বচন চিকিৎসক ও

চিকিৎসা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এই সময়ে, অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক জনাব শুক্লা হাসপাতালের জরুরি বিভাগ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিদর্শন করেন। তিনি উপলব্ধ স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে ইনটেনসিভ কোয়ার ইউনিট (আইসিইউ) ও ইনটেনসিভ কার্ডিয়াক কেয়ার ইউনিট (আইসিসিইউ), প্যাথলজি কেন্দ্র, আণ্টাস্টিউভ, এক্স-রে এবং ডাক্তারদের কর্ম পরিদর্শন করেন। তিনি আইসিসিইউ-তে ভর্তি রোগীদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন এবং রোগীদের উন্নত ওয়ালফেয়ার প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নির্দেশ দেন।

অতনু দাস এর গ্রেফতার ঘিরে প্রদেশ কংগ্রেসের প্রতিবাদ



সৈকত দাস,কলকাতাঃ রাজ্যে রাজনৈতিক বিরোধীদের কঠরোধ এবং পুলিশি দমন-পীড়নের অভিযোগে তুলে ফের সরব হল প্রদেশ কংগ্রেস। ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রী, যিনি ‘বাগেশ্বর বাবা’ নামে পরিচিত, তাঁর বাংলায় এসে বাঙালিদের খাদ্যাভ্যাস নিয়ে করা মন্তব্যের প্রতিবাদকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস কর্মীদের গ্রেফতারের অভিযোগে ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেসের দাবি, প্রতিবাদ করার অপরাধেই একের পর এক দলীয় নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে পুলিশি পদক্ষেপ করা হচ্ছে।এই ঘটনায় দক্ষিণ কলকাতা কংগ্রেসের নেতা অতনু দাসের পর এবার আসানসোলের কংগ্রেস কর্মী অরূপ মুখার্জিকে গভীর রাতে পুলিশ গ্রেফতার করেছে বলে অভিযোগ করেই প্রদেশ কংগ্রেস। এই গ্রেফতারের প্রতিবাদে এবং রাজ্য সরকারের ‘দমন-পীড়নমূলক নীতি’র বিরুদ্ধে কলকাতার বিধান ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার।সাংবাদিক বৈঠকে শুভঙ্কর সরকার বলেন, বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা নিজেদের মতামত প্রকাশ করলেই তাঁদের বিরুদ্ধে পুলিশি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। অথচ যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একাধিক অভিযোগ ও একআইআর দায়ের করা হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে, তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশের কোনও দৃশ্যমান পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না।প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির অভিযোগ, ‘ এই দমন-পীড়ন নীতির তীব্র নিনা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে।’ তাঁর বক্তব্য, একদিকে বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে, অন্যদিকে তাঁদের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিসৃক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনও কার্যকর পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই রাজ্যে আইনের শাসন নিয়ে প্রশ্ন তুলছে কংগ্রেস।শুভঙ্কর সরকারের আরও দাবি, বাগেশ্বর বাবার বিরুদ্ধে একাধিক একআইআর করা হলেও পুলিশ সেই অভিযোগের ভিত্তিতে যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছে বলে তাঁদের চোখে পড়েনি। তাঁর অভিযোগ, ‘আমাদের বিষয়, যার বিরুদ্ধে আমরা একাধিক একআইআর করলাম, সেই বাগেশ্বর বাবাকে গ্রেফতার করা হলো না। আমাদের একআইআরের ভিত্তিতে পুলিশের কোনো একাংশনই চোখে পড়েনো না। অথচ মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, পুলিশ সেই মতো ব্যবস্থা নিচ্ছে।’ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে প্রদেশ কংগ্রেস। দলের বক্তব্য, বিরোধী দলের কর্মী-সমর্থকদের ক্ষেত্রে যদি পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নেয়, কিন্তু একই ধরনের অভিযোগের ক্ষেত্রে অন্য পক্ষের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ না করা হয়, তাহলে প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে।প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির অভিযোগ, এই পরিস্থিতিই প্রমাণ করছে যে রাজ্যে ‘ শাসন’ ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে। তাঁর কথায়, ‘এই থেকেই ধরনের অভিযোগের ক্ষেত্রে অন্য পক্ষের বিরুদ্ধে আইন চলছে।

পূর্ব রেল বিভিন্ন রুটে দশটি (১০) পূজা স্পেশাল ট্রেন চালাবে

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ আসন্ন দুর্গাপূজা, দীপাবলি ও ছট পূজা উপলক্ষে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড সামাল দিতে পূর্ব রেল বিভিন্ন রুটে নিম্নলিখিত দশটি (১০) বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।০৩০৪১ হাওা – রঞ্জলী পূজা স্পেশাল ট্রেনটি ১৫.১০.২০২৬ থেকে ২৬.১১.২০২৬ তারিখের মধ্যে প্রতি বৃহস্পতিবার (মোট ৭টি ট্রিপ) রাত ১১৫০টায় হাওা থেকে ছাবে এবং পরদিন বিকেল ৪২টোয় রঞ্জলী পৌঁছাবে একইভাবে ০৩০৪২ রঞ্জলী – হাওড়া পূজা স্পেশাল ট্রেনটি ১৬.১০.২০২৬ থেকে ২৭.১১.২০২৬ তারিখের মধ্যে প্রতি শুক্রবার (মোট ৭টি ট্রিপ) বিকেল ৫.৪৫টায় রঞ্জলী থেকে ছাড়বে এবং পরদিন দুপুর ১২২টোয় হাওড়ায় পৌঁছাবে। যাত্রাপথে উভয় দিকেই এই বিশেষ ট্রেনটি পূর্ব রেলের আওতাধীন ব্যান্ডেল, বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোল, চিত্তরঞ্জন, মধুপুর ও জসিডি স্টেশনে থামবে। এই ট্রেনে সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি, স্লিপার ক্লাস এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কামরার ব্যবস্থা থাকবে।০৩০৪৩ হাওড়া – রঞ্জলী পূজা স্পেশাল ট্রেনটি ১৭.১০.২০২৬ থেকে ২৮.১১.২০২৬ তারিখের মধ্যে প্রতি শনিবার (মোট ৭টি ট্রিপ) রাত ১১.০০টায় হাওড়া থেকে ছাড়বে এবং পরদিন বিকেল ৪.১টোয় রঞ্জলী পৌঁছাবে একইভাবে ০৩০৪৪ রঞ্জলী – হাওড়া পূজা স্পেশাল ট্রেনটি ১৮.১০.২০২৬ থেকে ২৯.১১.২০২৬ তারিখের মধ্যে প্রতি রবিবার (মোট ৭টি ট্রিপ) বিকেল ৫.৪৫টায় রঞ্জলী থেকে ছাড়বে এবং পরদিন দুপুর ১২২টোয় হাওড়ায় পৌঁছাবে। এই বিশেষ ট্রেনটি যাত্রাপথে উভয় দিকেই পূর্ব রেলের আওতাধীন ব্যান্ডেল, বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোল, চিত্তরঞ্জন, মধুপুর ও জসিডি স্টেশনে থামবে। ট্রেনটিতে সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি, স্লিপার ক্লাস এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কামরার ব্যবস্থা থাকবে।০৩১৩৫ শিয়ালদহ – পাটনা পূজা স্পেশাল ট্রেনটি ১৩.১০.২০২৬ থেকে ২৪.১১.২০২৬ তারিখের মধ্যে প্রতি মঙ্গলবার (মোট ৭টি ট্রিপ) রাত ১২.২০-এ (০০.২০ ঘট্টা) শিয়ালদহ থেকে রওনা হয়ে একই দিন বিকেল ৩টায় (১৫.০০ ঘট্টা) পাটনায় পৌঁছাবে এবং ০৩১৩৬ পাটনা – শিয়ালদহ পূজা স্পেশাল ট্রেনটি ১৩.১০.২০২৬ থেকে ২৪.১১.২০২৬ তারিখের মধ্যে প্রতি মঙ্গলবার (মোট ৭টি ট্রিপ) বিকেল ৪.৩০-এ (১৬.৩০ ঘট্টা) পাটনা থেকে রওনা হয়ে পরদিন সকাল ৭.৩০-এ শিয়ালদহে পৌঁছাবে। এই বিশেষ ট্রেনটি যাত্রাপথে উভয় দিকেই পূর্ব রেলের আওতাধীন নৈহাটি, ব্যান্ডেল, বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোল, চিত্তরঞ্জন, মধুপুর ও জসিডি স্টেশনে থামবে। ট্রেনটিতে সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি, স্লিপার ক্লাস এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কামরার ব্যবস্থা থাকবে।০৩১৩৬ শিয়ালদহ – সীতামাটি পূজা স্পেশাল ট্রেনটি ১৬.১০.২০২৬ থেকে ২৭.১১.২০২৬ তারিখের মধ্যে প্রতি শুক্রবার (মোট ৭টি ট্রিপ) রাত ১১৪০-এ (২৩.৪০ ঘট্টা) শিয়ালদহ থেকে রওনা হয়ে পরদিন বিকেল ৩.৩০-এ (১৫.৩০ ঘট্টা) সীতামাটিতে পৌঁছাবে ।

জ্যোতির্ময় শিশু মন্দিরের ব্যবস্থাপনা শিশুদের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা



বিনয় সিংহ রায়, হরিপাল, ১২ সেপ্টেম্বরঃ হুগলীর হরিপালের দ্বারহাটা একত্রাণী সরস্বতী জ্যোতির্ময় শিশু মন্দিরের ব্যবস্থাপনা শিশুদের কৃষ্ণ ও রাধার সঙ্গে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা নাচ গানের মাধ্যমে পালিত হলো জন্মাষ্টমী। উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ আঁপুরের অধ্যক্ষ স্বামী দেবপ্রিয়া নন্দ মহাশয় ,উপস্থিত ছিলেন হরিপালের বিধায়ক মধুমিতা ঘোষ এবং জাল্পাইগার বিধায়ক প্রসেনজিৎ বাগ। সুন্দর পরিবেশে স্থানীয় মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। শিশু কিশোর দের রাধা কৃষ্ণের অপরূপ সৌন্দর্য সাথে সজ্জিত হয়ে শোভাযাত্রা সকলের মধ্যে অনাবিল আনন্দ এনে দেয়। ছবি ও সংবাদ বিনয় সিংহ রায়।

জলযন্ত্রণাক্রান্ত মানুষজনদের কনভেনশন

নিজস্ব সংবাদদাতা,কোলাঘাট, ১২ সেপ্টেম্বরঃ কোলাঘাট ব্লকের গুরুত্বপূর্ণ খড়িচক-কানাইচক মেন খাল ও পুলশিটা-আড়র সহ ওই মেন খালের সাথে যুক্ত সমস্ত শাখা খালগুলি চলতি বর্ষার পরই অবিলম্বে পূর্ণ সংস্কারের দাবীতে আজ এলাকার বিশিষ্টজনদের আহ্বানে পুলশিটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন উত্তম গুহইচক। কনভেনশনে মূল বক্তব্য রাখেন, জেলা বন্যা প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতৃত্ব ও কৃষক সংগ্রাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক। সভা থেকে উত্তম গুহইচককে সভাপতি, আনন্দ হাভা ও অশোক মন্ডলকে যুগ্ম সম্পাদক, নির্মল বেরাকে কোষাধ্যক্ষ করে ৫২ জনের খড়িচক বেসিন সংস্কার কমিটি নামে একটি আন্দোলনের গণ কমিটি গঠিত হয়। নারায়নবাবু তার বক্তব্যে খাল সংস্কারের ক্ষেত্রে নো-কস্ট পদ্ধতি বাতিল,কোলাঘাট ব্লকের জলবন্দী মৌজাগুলিকে জলবন্দী মৌজা হিসাবে ঘোষণা করে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের দাবীতে সোমবার বিডিও অফিস আদালতের কর্মসূচিতে যোগদান সহ ওই আন্দোলনে সোচ্চার হতে আহ্বান জানান।

‘তৃণমূল কারও বাবার দল নয়’, কমিশনে সওয়াল ঋতরত শিবিরের!

১- পাতার পর- বলে দাবি করেন তিনি। ঋতরত আরও বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস কোনও একজনকে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তে পরিচালিত হতে পারে না। তাঁর দাবি, ইচ্ছামতো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া বা কোনও পরিবারের নিয়ন্ত্রণে দল পরিচালনার দিন শেষ। তৃণমূলকে তিনি তৃণমূল স্তরের কর্মীদের দল হিসেবেই তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। বিশেষ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুরনো সহযোগী হিসেবে পরিচিত চন্দ্রিমা উড্ডাচার্য, অরূপ রায় এবং ঋতরতজামানের উপস্থিতি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহলা। ঋতরত যখন প্রকাশ্যে মমতার নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান্ছেন, তখন তাঁর পাশে এই নেতাদের উপস্থিতি রাজনৈতিক বার্তা বহন করছে বলেই মনে করা হচ্ছে। এখন নজর চূড়ান্ত সন্ধানির দিকে। দুই পক্ষের বক্তব্য এবং জমা দেওয়া নথিপত্র খতিয়ে দেখে নির্বাচন কমিশন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীক ও সাংগঠনিক স্বীকৃতি নিয়ে কী সিদ্ধান্ত নেয়, সেটিই হতে চলেছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। প্রতীক নিয়ে দীর্ঘদিনের বিবাদে কমিশনের রায় যে দুই শিবিরের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের ক্ষেত্রেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তা বলায় অপেক্ষা রাখে না।

‘জোড়ফুলেই লড়ব’, ঋতরতের ‘বাপের দল’ কটাক্ষের পালাটা কল্যাণের

১- পাতার পর- শিবিরের বক্তব্য, তৃণমূল কোনও পরিবারের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় এবং দলীয় প্রতীকের অধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে সংগঠনের প্রকৃত কাঠামো ও কর্মীদের মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে। ফলে দুই শিবিরের মধ্যে স্পষ্ট, প্রতীক নিয়ে লড়াই সৃষ্টি আইনি বা সংগঠনিক প্রশ্নে সীমাবদ্ধ নেই, তা পরিণত হয়েছে সরাসরি রাজনৈতিক সংঘাতো। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এখন নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত নিয়ে। দু’পক্ষই নিজেদের দাবির বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী। কিন্তু উপনির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে চাপ। কমিশন যদি ভোটের আগেই প্রতীক নিয়ে চূড়ান্ত নির্দেশ দেয়, তাহলে স্পষ্ট হবে জোড়ফুলের দাবিদার হিসেবে কোন পক্ষকে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে। আর যদি উপনির্বাচনের আগে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না আসে, তাহলে আরও বড় প্রশ্ন সামনে আসবে-ঋতরতপন্থী শিবির কোন প্রতীক নিয়ে ভোট নামবে? আপাতত সেই উত্তরই মূলে রয়েছে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের অপেক্ষা।

দুগ্ধ বার্তা, কলকাতা

বাংলাদেশে চিনা সাইবার চক্রের ঘাঁটি?

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ ডিজিটাল প্রতারণার বাড়বাড়ন্তের মধ্যেই বাংলাদেশে সক্রিয় আন্তর্জাতিক সাইবার চক্র নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে ভারতীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা মহলো। বাংলাদেশের মাটিতে বসে ভারতীয় নাগরিকদের টার্গেট করে সাইবার প্রতারণার জাল ছড়ানো হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর। সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশের দুটি পৃথক অভিযানে বিপুল সংখ্যক বিনোদী নাগরিক এবং ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি উদ্ধারের পর সড়েহ আরও ঘনীভূত হয়েছে। গত ১০ সেপ্টেম্বর, চট্টগ্রামে ভারতীয় উপদূতাবাসের কাছাকাছি একটি আবাসনে অভিযান চালায় বাংলাদেশের কাউন্টার টেররিজম ইউনিট। সেখান থেকে ৬৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের মধ্যে চিন, পাকিস্তান, লাওস, নেপাল ও ভিয়েতনামের নাগরিক ছিলেন বলে বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমের

NAME CHANGE
I, Ramen Banerjee alias Ramendra Nath Banerjee (old name) S/o- Late Panchanan Bandyopadhyay residing at Kamrabad Mandirata, P.O. & P.S. Sonarpur, Dist. South 24 Parganas, Kolkata-700150 W.B, do hereby declare that I have changed my name from Ramen Banerjee, Ramendra Nath Banerjee to Ramendra Nath Bandyopadhyay(New Name) and henceforth I shall be known as Ramendra Nath Bandyopadhyay(New Name) in all purpose vide an affidavit no. 67 svorn before the L.d. Judicial Magistrate 1st Class at Baranpur dated 30/07/2026. Ramen Banerjee, Ramendra Nath Banerjee and Ramendra Nath Bandyopadhyay all are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Sananda Podder (old name) W/o- Sri Sanat Roy residing at Premises No. 269, Lake Town, Block-B, PO and PS - Lake Town, Kolkata-700 089 W.B, do hereby declare that I have changed my name from Sananda Podder to Sananda Roy(New Name) and henceforth I shall be known as Sananda Roy(New Name) and also declare my mother's actual name Shikta Podder instead of Sekta Rani Podder, in all purpose vide an affidavit no. 430 svorn before the L.d. Judicial Magistrate 1st Class at Bidhannagar, dated 10/03/2026. Sananda Podder and Sananda Roy is same and one identical person. Shikta Podder and Sekta Rani Podder is same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Sananda Roy W/o- Sri Sanat Roy residing at Premises No. 269, Lake Town, Block-B, PO and PS - Lake Town, Kolkata-700 089 W.B, do hereby solemnly affirm and declare my mother's actual name Shikta Podder instead of Sekta Rani Podder vide an affidavit no. 430 svorn before the L.d. Judicial Magistrate 1st Class at Bidhannagar dated 10/03/2026. Shikta Podder and Sekta Rani Podder is same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Sriful Murnu W/o- Dhirepiti Murnu, Residing at Vill- Jayapara P.O.- Chakaurpur, P. S- Ramnagarat Dist- Birbhum, W.B. Pin- 731223, do hereby declare that I have changed my name from Nitananda Garai to Lalmohan Garai(New Name) and henceforth I shall be known as Lalmohan Garai(New Name) in all purpose vide an affidavit no. 03 svorn before the L.d. Judicial Magistrate 1st Class at Bankura Sadar dated 08/07/2026. Nitananda Garai and Lalmohan Garai is same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Nitananda Garai (old name) S/o- Late Madanmahan Garai residing at Vill. Aduri, P.O. Gogra, P.S. Sattora, Dist. Bankura, Pin-722137 W.B, do hereby declare that I have changed my name from Nitananda Garai to Lalmohan Garai(New Name) and henceforth I shall be known as Lalmohan Garai(New Name) in all purpose vide an affidavit no. 03 svorn before the L.d. Judicial Magistrate 1st Class at Bankura Sadar dated 08/07/2026. Nitananda Garai and Lalmohan Garai is same and one identical person.

AFFIDAVIT
I, Tanoj Majhi, S/O Biswanath Majhi, residing at Puratan Pan-dapara, P. S. Kowali, District- Jalpaiguri, West Bengal. Due to mistake my son Suraj Majhi's birth Certificate my name wrongly recorded as Manoj Majhi. On 29.08.2026 vide Ld. Judicial Magistrate at Jalpaiguri Affidavit No. 6301 that Tanoj Majhi and Manoj Majhi is the same and one identical person.

AFFIDAVIT
I, JAHID ALI, S/O MAYNUL HAQUE, residing at Lakhishan, Maynagchh, Sannyaskataka, P.O. Nakugachh, Dist. Jalpaiguri, Pin- 735134, West Bengal. Due to mistakenly my name recorded as MOHASIN KHATUN in my Aadhaar Card and being No. 8278 6036 5707 and also my father's name recorded as MAINUL HOQUE. On 21.08.2026 vide Ld. Judicial Magis-trate at Jalpaiguri Affidavit No. 26035 that JAHID ALI & MOHASIN KHATUN is the same and one identical person and MAYNUL HAQUE & MOHASIN HOQUE is the same and one identical person.

AFFIDAVIT
I, Dhaneash Harijan, S/O- Madhu Harajan, resident of Vill. & P.O.- Madhar Danga, P. S. Kowali, Dist.- Jalpaiguri, Pin-735224. Due to mistake my daughter KUHALI Sah's Birth Certificate her name recorded as KUHARI Sah and my name has been recorded as Mrinal Saha in place of Dhaneash Harijan. On 28.08.2026 vide Ld. Judicial Magis-trate at Jalpaiguri Affidavit No. 28216(A) that Dhaneash Harijan & Mrinal Saha is the same and one identical person and Kunal Sah & Kuhlali Saha is the same and one identical person.

AFFIDAVIT
I, Dhaneash Harijan, S/O- Madhu Harajan, resident of Vill. & P.O.- Madhar Danga, P. S. Kowali, Dist.- Jalpaiguri, Pin-735224. My name has been recorded as Dhaneash Harijan in my Aadhaar Card being No. 9889 0531. Vidhar Danga, P. S. Kowali, Dist. Jalpaiguri, Pin-735224. I have decided to change title from my old name Dhaneash Harijan to my new name Dhaneash Harijan and I have filed Ld. Judicial Magistrate at Jalpaiguri Affidavit No. 26216 that Dhaneash Harijan and Dhaneash Sah is the same and one identical person.

মায়েরা অন্নপূর্ণা যোজনার টকা পেয়ে খুশির হাওয়া পুরুলিয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ১২ সেপ্টেম্বর : রাজ্যের ‘মায়ের অন্নপূর্ণা যোজনা’-র আর্থিক সহায়তা সরাসরি উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পৌঁছতেই আনন্দের মেজাজ পুরুলিয়া জেলার বাঘমুন্ডি বিধানসভা এলাকায়। শনিবার বাঘমুন্ডি বিধানসভার মণ্ডল-২-এর অন্তর্গত ইছাগ অঞ্চলের পিলাই এবং সারজুমাতু গ্রামে এক বিশাল ‘ধন্যবাদ জ্ঞাপন মিছিল’-এর আয়োজন করা হয়। যোজনার সুবিধা পেয়ে গ্রামের নারী তথা মায়েরা সৌখন্ডভাবে এই আনন্দ মিছিলে পা মেলান। এদিনের এই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিজেপি সভাপতি শংকর মাহাতো স্থানীয় বিধায়ক রুহিনাস এবং মণ্ডল-২-এর স্থানীয় নেতৃত্ব। মিছিল শেষে আয়োজিত এক সংক্ষিপ্ত পথসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে নেতৃত্ব জানান, বর্তমান রাজ্য সরকারের এই প্রকল্প গ্রামীণ নারীদের আর্থিক স্বাবলম্বিতা ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করছে। মায়েরা যাতে নিজস্ব আর্থিক সিদ্ধান্ত নিজেরা নিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যেই এই প্রকল্প পরিচালনা করা হচ্ছে। মিছিলে গ্রামের অসংখ্য মহিলা কম্বী ও সমর্থকরা ব্যানার, ফ্লেক্স এবং স্লোগান হাতে নিয়ে হাঁটেন। সরকারের এই জনকল্যাণমূলক উদ্যোগের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েই তারা এই পদযাত্রায় সান্নিধ্য হয়েছেন বলে জানান গ্রামের স্থানীয় মায়েরা।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল সফলভাবে কাটখাল-বৈরাবী রেললাইন পুনরুদ্ধার করেছে

মালিগাঁও, ১২ সেপ্টেম্বর : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল কাটখাল-বৈরাবী রেল সেকশনের ক্ষতিগ্রস্ত জামিরা-বৈরাবী অংশটি সফলভাবে পুনরুদ্ধার করেছে। ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে রেললাইনের কাছে মাটি ধসে প্রায় ৭০ মিটার রেললাইন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঘটনাটি ঘটছিল ৩রা সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে তার মাত্র ১০ দিনের মধ্যেই এই পুনরুদ্ধার কাজ সম্পন্ন হলো। ধসটি রেললাইনের কেন্দ্রবিন্দু থেকে ৪০ মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল, যার ফলে ট্রেন চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হয়েছিল। অবিরত প্রতিকূল আবহাওয়া, অস্থিতিশীল মাটি এবং ক্ষতিগ্রস্ত স্থানে পৌঁছানোর জন্য কঠিন রাস্তার অবস্থাসহ অত্যন্ত



চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতির মধ্যে এই পুনরুদ্ধার কাজ চালানো হয়। এসব বাধা সত্ত্বেও, এনএফআর দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত স্থানে কম্বী, ভারী যন্ত্রপাতি এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ মোতায়েন করে। রেলওয়ের কর্মকর্তা, প্রকৌশলী এবং মাঠপর্যায়ে কর্মীরা দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা কাজ করে যুক্তিপূর্ণ এলাকাটিকে স্থিতিশীল করেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত কাঠামো পুনর্নির্মাণ করে ট্রেন চলাচলের জন্য লাইনটিকে নিরাপদ করে তোলেন। তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টার ফলেই কয়েক দিনের মধ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ রেল সংযোগটি নিরাপদে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়। পুনরুদ্ধার কাজ শেষ হওয়ার পর, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে ১৬.৬০ ঘটিকায় একটি লোকোমোটিভ ও একটি কোচ নিয়ে পুনরুদ্ধারকৃত অংশের ওপর দিয়ে সফলভাবে পরীক্ষামূলক চলাচল (ট্রায়াল রান) সম্পন্ন করা হয়, যা ট্রেন চলাচলের জন্য এই উপযুক্ততা নিশ্চিত করে। রেললাইন পুনরুদ্ধারের পর ৫৫৬১৯ নম্বর ট্রেনটি (শিলচর-সাইরাং প্যাসেঞ্জার) প্রথম ট্রেন হিসেবে ক্ষতিগ্রস্ত অংশটি নিরাপদে অতিক্রম করে। কাটখাল-বৈরাবী সেশনে ট্রেন পরিষেবা ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে পর্যায়ক্রমে পুনরায় চালু হবে। এই দ্রুত পুনরুদ্ধার কার্যক্রম কঠিন ত্রুণ্ড এবং চরম প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য রেল যোগাযোগ বজায় রাখার ক্ষেত্রে এনএফআর-এর প্রতিক্রিতিকে আরও সুদৃঢ় করে। এই ট্রেনগুলোর যাত্রীবরিত এবং সময়সূচি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য আইআরসিটিসি –র ওয়েবসাইট এবং এনএফআর-এর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোতে পাওয়া যাবে। যাত্রীদের অনুপ্রেরণা করা হচ্ছে যাত্রা শুরুর আগে বিস্তারিত তথ্য যাচাই করে নেওয়ার জন্য।

পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার কর্তৃক কলকাতা যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য, সুরক্ষা ও উন্নয়নমূলক প্রকল্পের যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য, সুরক্ষা ও উন্নয়নমূলক প্রকল্পের পর্যালোচনা

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর : পূর্ব উন্নত করার লক্ষ্যে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং চলমান উন্নয়নমূলক উদ্যোগগুলো



রেলওয়ে স্টেশন পরিদর্শন করেন। তিনি উন্নয়নের পরিধিক্ষমতা, সামগ্রিক যাত্রী অভিজ্ঞতা আরও

পর্থােলোচনা করািই ছিল তাঁর এই পরিদর্শনের উদ্দেশ্য। পরিদর্শনকালে তাঁর সঙ্গে ছিলেন শিয়ালদহ বিভাগের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ডিআরএম) রাজীব সান্দ্রোনা এবং পূর্ব রেল সদর দপ্তর ও শিয়ালদহ বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। শেষ পর্যন্ত স্টেশনের গুরুত্ব আরোপ করেন। আন্তর্জাতিক যাত্রীদের সুবিধার্থে কলকাতা স্টেশনে অবস্থিত ইমিগ্রেশন সেন্টারটিও পরিদর্শন করেন গীতিকাপাণ্ডে। তিনি সেখানকার পরিকাঠামো, যাত্রী ব্যবস্থাপনা সুবিধা ও অন্যান্য বন্দোবস্ত পর্যালোচনা করেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলেন। জেনারেল

বছরের পর বছর পানীয় জলের সংকট, বালতি হাতে পথ অবরোধে গ্রামবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আরামবাগ, ১২ সেপ্টেম্বর : বছরের পর বছর ধরে পানীয় জলের সমস্যায় জর্জরিত গোটা গ্রাম। বারবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও মেলেনি স্থায়ী সমুদ্র থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প নিয়ে পানীয় জলের দাবিতে হাতে বালতি নিয়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগের আরাতি-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছারিতলা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাগপুর গ্রামের প্রায় ৭৫ টি পরিবার দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জলের সংকটে ভুগছেন। গ্রামের সময় সমস্যা আরও প্রকট আকার ধারণ করে বৈশি অভিযোগ। দৈনন্দিন প্রয়োজনের জল জোগাড় করতে গ্রামবাসীদের দূর- দূরান্তে ছুটতে হয়। দীর্ঘদিন ধরে সমস্যার সমাধানের দাবিতে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে জানানো হলেও কার্যত কোনও স্থায়ী পদক্ষেপ হয়নি বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। এদিন আর ক্ষোভ সামলাতে না পেরে রাস্তায় নেমে পড়েন গ্রামের বাসিন্দরা। হাতে বালতি নিয়ে তিলকচক- কাবলে রোডে বাঁশ ফেলে

পথ অবরোধ করেন তাঁরা। রাস্তার উপর বসে চলে বিক্ষোভ। তাঁদের দাবি, প্রতিরুদ্ধ নয়, দ্রুত পানীয় জলের স্থায়ী ব্যবস্থা করতে হবে। অবরোধের জেরে ওই রাস্তায় যান চলাচল ব্যাহত হয়। ধরপ পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় আরামবাগ থানার পুলিশ। পুলিশ আধিকারিকরা গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং সমস্যাটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে আনার আশ্বাস দেন। পুলিশের আশ্বাসের পর অবশেষে অবরোধ তুলে নেন বিক্ষোভকারীরা। এই বিষয়ে বিজেপির আরাতি-২ নম্বর অঞ্চল কনভেনার বিসন মালিক জানান, তাঁদের সরকার সর্বোচ্চ ক্ষমতায় এসেছে। পানীয় জলের সমস্যাটি নিয়ে ইতিমধ্যেই বিধায়কের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে দ্রুত এই সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন। তবে দীর্ঘদিনের এই জল- সংকট কবে মিটবে, এখন সেই প্রশ্নই গ্রামবাসীদের। তাঁদের দাবি, এবার যেন আশ্বাসে না থেমে বাস্তবেই পৌঁছায় পানীয় জলের সমাধান।

দুর্গাপুজোর মুখে পাট চাষীদের খুশির খবর

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১২ সেপ্টেম্বর : বর্ষার মরশুমে এবার একাধিক নিম্নচাপ এবং মৌসুমী বায়ুর সমুদ্র থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প নিয়ে আসায় পর্যাপ্ত বৃষ্টি পেয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলা। পর্যাপ্ত বৃষ্টির কারণে জেলার বেশিরভাগ জলাশয়গুলোই উটুঁমু্বর হয়ে রয়েছে। এই কারণে এবার মুর্শিদাবাদ জেলার সূতি সহ বিভিন্ন রকুর পাট চাষীদের মুখে হাসি ফুটেছে। দীর্ঘ কয়েক বছর পর পাট চাষ করে লাভের মুখ দেখতে চলেছেন মুর্শিদাবাদ জেলার কয়েক হাজার পাট চাষী। এবছর মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রায় এক লক্ষ হেক্টরের কাছাকাছি জমিতে পাট চাষ হয়েছে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ইতিমধ্যেই পাট চাষীদের জন্য সুখবর দিয়ে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বাড়িয়েছে এবং জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে চাষীদের কাছে থেকে পাট কেনার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। তবে খোলা বাজারে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের থেকে বেশি দাম পাওয়ায় চাষীরা সরকারের কাছে পাট বিক্রি করার থেকে খোলা বাজারে পাট বিক্রি করতে বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছেন। পাটের দাম যদি ঊর্ধ্বমুখী থাকে তাহলে আগামী মরশুমেও চাষীরা পাট চাষে আগ্রহ দেখাবেন বলে প্রশাসনের আধিকারিকরা মনে করছেন। প্রশাসন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, মুর্শিদাবাদের এলাকা ভিত্তিক বিভিন্ন জায়গায় এবছর বিধা প্রতি প্রায় ৪-৫ কুইন্ট্যাল পর্যন্ত পাটের উৎপাদন হয়েছে। জেলার



নদীয়া জেলাতেই সব থেকে বেশি পাট উৎপন্ন হয়। এই জেলার কয়েক হাজার চাষীর রজি-রুটি পাট চাষের উপরেই সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। গত কয়েক বছর পর্যাপ্ত বৃষ্টির অভাব এবং পাটের দাম তেমন না দেয়ার প্রচুর পাট চাষী ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। বর্তমানে মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন রকুর জলাশয়গুলোতে পাট চাষীরা পাট তোলার, জাগ দেওয়ার এবং আঁশ ছাড়ানোর কাজ করছেন। তাদের আশা আগামী ২০ দিনের মধ্যে এই কাজ শেষ হয়ে যাবে। মুর্শিদাবাদ জেলার পাট চাষীরা লাল বাহাদুর মন্ডল বলেন, এবছর আমার জমিতে

কুইন্ট্যাল প্রতি ৯ হাজার টাকার কাছাকাছি ছিল, এবছর কুইন্ট্যাল প্রতি সেই দর ১২,০০০ টাকা হয়েছে। আমরা আশা করছি আগামী কিছুদিনের মধ্যে এই দাম আরও কিছুটা বাড়তে পারে। এর ফলে অনেক পাট চাষী এবছর কিছুটা লাভের মুখ দেখবেন। রেলডাক্সার পাট চাষী মিলন দাস বলেন, গত দু’বছরের তুলনায় চলতি মরশুমে মুর্শিদাবাদের পাট চাষীদের ফলন এবং বাজারের দু’টাই ভালো রয়েছে। তার ফলে স্বস্তি পেয়েছেন পাট চাষীরা। দুর্গাপুজোর আগে এই পাট বাজারে বিক্রি করতে পারলে প্রত্যেক পরিবারে স্বস্তি ফিরবে।

তারাতলা গুদাম দুর্ঘটনাঃ গ্রেফতার কেএমসি-র উপ-সহকারী প্রকৌশলী, ধৃতের সংখ্যা বেড়ে ৭

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর : দক্ষিণ কলকাতার তারাতলায় গত জুনে নিম্নীয়াগ তিনতলা গুদাম ধসে পায় ঘটনায় কলকাতা পুরসভার (কেএমসি) এক উপ-সহকারী প্রকৌশলীকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশ। গত ৭ জুনের ওই দুর্ঘটনায় ১৬ জন প্রাণ হারিয়েছিলেন। পুলিশের মতে, প্রকৌশলী গ্রেফতারের পর এই মামলার মোট গ্রেফতারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে সাতো। পুলিশ কর্মকর্তা সূত্রে খবর, গ্রেফতার হওয়া প্রকৌশলীর নাম আমিনুর শেখ (২৮)। শনিবার সকালে দক্ষিণ কলকাতার বাঁশদেগীরি আবাসন থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। কেএমসি-র ৮০ নম্বর ওয়ার্ডে নির্মাণ সংক্রান্ত কাজ সামলানোর দায়িত্বে ছিলেন তিনি। নির্মাণ মঞ্জুর এবং তৎসংক্রান্ত নথিপত্রে তার কী ভূমিকা ছিল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। একই সঙ্গে এই অনুমোদন প্রক্রিয়ায় আর কারা যুক্ত ছিলেন, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গত ৭ জুন দুপুরে নিম্নীয়াগ গুদামটি ভেঙে পড়ে। দুর্ঘটনার পর পুরই পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। এদের মধ্যে ছিলেন নির্মাণ সংস্থা ‘আয়ান ট্রেডার্স’-এর সুপারভাইজার গুলজার হোসেন, লোহা কাঠামোর নির্মাতা কমল সামন্ত, জমি ইজারাদার শঙ্কুনাত

মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আরামবাগ, ১২ সেপ্টেম্বর : আরামবাগে মাঠের মধ্যে থেকে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির শব্দবিস্কৃত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল।

শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগের সালেপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বরগেরিয়া এলাকার মাঠে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মাঠের মধ্যে একটি মৃতদেহ পরে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর ছড়িয়ে পড়তেই ঘটনাস্থলে ভিড় জমে। পুলিশ

স্টেশন পরিদর্শন পর্যালোচনা

ম্যানেজার আবারও পুনর্ব্যক্ত করেন যে যাত্রীদের সুরক্ষা, নিরাপত্তা, আরাম ও সুবিধা নিশ্চিত করাই পূর্ব রেলের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার। যাত্রীদের একটি নিরাপদ, পরিষ্কার, দক্ষ ও আরামদায়ক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রদান অব্যাহত রাখার জন্য তিনি কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন। পূর্ব রেলের চিফ পারবলিক রিলেশনস অফিসার (সিপিআরও) শিবরাম মাঝি বলেন, কলকাতা স্টেশন পূর্ব রেলের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল, যা দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় ধরনের যাত্রীদের পরিষেবা প্রদান করে। জেনারেল ম্যানেজারের এই পরিদর্শনের মূল লক্ষ্য ছিল পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ও ভবিষ্যতের ক্ষমতা বৃদ্ধির পর্যালোচনার পাশাপাশি যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য, সুরক্ষা ও নিরাপত্তাকে আরও সুদৃঢ় করা। স্টেশন সুবিধাগুলোর ধারাবাহিক উন্নয়ন এবং যাত্রীদের নিরাপদ, সুবিধাজনক এবং যাত্রী-বান্ধব ভ্রমণের অভিজ্ঞতা দিতে পূর্ব রেল সর্বদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

অনলাইনের দুনিয়ায় প্রতারণার ফাঁদ বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ব্যাডগ্রাম, ১২ সেপ্টেম্বর : অনলাইনের দুনিয়ায় প্রতারণার ফাঁদ দিন দিন বাড়ছে। সেই ফাঁদ থেকে পড়ুয়াদের সতর্ক করতে এবার স্কুলে গিয়ে সাইবার সচেতনতার পাঠ দিল ব্যাডগ্রাম জেলা পুলিশ। শনিবার বিনপুর হাইস্কুলে প্রায় ২০০ জন পড়ুয়াকে নিয়ে সাইবার অপরাধ ও নিরাপদ ডিজিটাল ব্যবহারের বিষয়ে সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। বিনপুর থানার উদ্যোগে এবং ব্যাডগ্রাম সাইবার ক্রাইম থানার সহযোগিতায় আয়োজিত এই কর্মসূচিতে পুলিশকর্মীরা পড়ুয়াদের অনলাইন প্রতারণা, ফিশিং, পচিচয় চুরি, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অপব্যবহার-সহ বিভিন্ন ধরনের সাইবার অপরাধ সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তিভাবে জানান। পুলিশের পক্ষ থেকে পড়ুয়াদের সতর্ক করে বলা হয়, অপরিচিত কোনও লিঙ্কে ক্লিক না করতে এবং অনলাইনে ব্যক্তিগত তথ্য অন্বেষণ কারও সঙ্গে ভাগ না করতে। পাশাপাশি শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ব্যবহার, সন্দেহজনক মেসেজ বা ফোনকল এড়িয়ে চলা এবং কোনও পরিস্থিতিতেই ওটিপি পিন বা গোপন তথ্য কাউকে না দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। কোনও পড়ুয়া বা পরিবারের সদস্য সাইবার প্রতারণার শিকার হলে বিষয়টি গোপন না রেখে দ্রুত পুলিশকে জানানোর পরামর্শও দেওয়া হয়। সচেতনতা দেওয়ার দায়িত্বশীল ডিজিটাল ব্যবহারের মাধ্যমেই সাইবার অপরাধের ফাঁদ অনেকটাই এড়ানো সম্ভব বলে পুলিশ জানিয়েছে।

অবৈধ মাদকদ্রব্য চোরাচালান বন্ধ করতে সক্রিয় রাজ্য

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর : কেন্দ্রের নেশা মুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্যে অবৈধ মাদকদ্রব্য চোরাচালান ও পাচার চক্র বন্ধ করতে রাজ্য সরকার আরও সক্রিয় হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরোর অনুকরণে রাজ্যে একটি অ্যান্টি নারকোটিক্স টাস্ক ফোর্স তৈরি করা হয়েছে। এডিটর নেতৃত্বে গঠিত রাজ্যত্বরের এই টাস্ক ফোর্স মাদক সংক্রান্ত অপরাধের দ্রুত তদন্ত করে দেশীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেবে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গেছে। কলকাতায় সদর দপ্তরের পাশাপাশি উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ এই তিনটি জেনে ভাগ করে সংশ্লিষ্ট পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে এই টাস্ক ফোর্স কাজ করবে বলে জানা গেছে।

দুর্গাপুর সাইবার পুলিশ বিভাগের জালে গ্রেফতার ১০

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ১২ সেপ্টেম্বর : বাইরে নজরদারিতে সিসি ক্যামেরা, আর ভেতরে বসে কম্পিউটার ও ল্যাপটপে চলছিল সাইবার প্রতারণার চক্র। আসানসোল- দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলকে ভেরা থানিয়ে সক্রিয় হয়ে ওঠা আস্ত রোজা সাইবার প্রতারণার প্রত্যেক তরফের বিরুদ্ধে আরও বড়সড় সাফল্য পেলে কমিশনারেট পুলিশ। দুর্গাপুর থানার সাইবার পুলিশ বিভাগের অভিযানে ধরা পড়ল ১০ জন। উদ্ধার হয়েছে ল্যাপটপ, হার্ডডিস্ক এবং এটিএম কার্ডসহ বিপুল পরিমাণ ইলেকট্রনিক ডিভাইস ও নথিপত্র। শনিবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের নাম মুন্মু আমসারী, নাসিম আনসারী আদেপে বাড়ান্ডেবের দেওখরের পালাজুড়ির বাসিন্দা। দুর্গাপুর নন্দনমণিরে ভেরা বেঁধে ছিল। এছাড়াও সুলতান আনসারী, গনেশ রাও, প্রভাত সিং, শ্রীভান্ত মোদী, সুজল সাই, আনন্দ সাউ, রোহিত তান্তি, সোন্ম দেবনাথ দুর্গাপুর থানার সোনারতটী, নন্দনমণির ও মসিজদ মহল্লার বাসিন্দা। ধৃতরা জমাদাউর গ্যাং এর যোগ রয়েছে বলে পুলিশের ধারণা। শনিবার ধৃতদের দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের জামিন খারিজ করে দু-দিনের পুলিশ হেজাজতের নির্দেশ প্রসঙ্গত, এক কয়েকদিন ধরে কোনরকম ওটিপি ছোলাবেন, কোনরকম ফোন কল ছাড়াই গ্রাহককে অ্যাকাউন্ট থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা উধাও হয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। ওই ঘটনার তদন্তে নেমে বড়সড় চক্রের হৃদিশ পায়ে আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের সাইবার বিভাগ। এর আয়ের দিনই দুর্গাপুর স্টেশন বাজার সংলগ্ন সাধুসাগর একটি লঞ্চে ভেরা বেঁধে থাকা ব্যাডখণ্ডের ৪ যুবককে গ্রেফতার করে কোকওভেন থানার পুলিশ। তার পরদিন দুর্গাপুর কাদারোড থেকে ৫ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

ওরাংওটাং কাণ্ড, দিঘা-সহ জেলার বিভিন্ন এলাকায় পৌঁছেছে ওড়িশা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিঘা, ১২ সেপ্টেম্বর : ওরাংওটাং কাণ্ডের তদন্তে এবার পূর্ব মেদিনীপুরের দিঘা-সহ জেলার বিভিন্ন এলাকায় পৌঁছেছে ওড়িশা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। মঙ্গলবার বালেশ্বর জেলার ভোগারাই ব্লকের টিহিট্রাপুরের জঙ্গল থেকে পাঁচটি অতি বিপন্ন ওরাংওটাং শাবককে উদ্ধার করা হয়। ফলে কোথা থেকে এবং কীভাবে প্রাণিগুলি ওড়িশায় এল, তা নিয়ে শুরু হয় তদন্ত। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে ধরা পড়ার ভয়ে পাচারকারীরাই ওরাংওটাং শাবকগুলিকে ফেলে পালায়। তদন্তে একটি কালো রঙের এসইউভি গাড়ির সূত্রকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সেই সূত্র ধরে দিঘার একটি হোটেলের পৌঁছান ওড়িশা এসটিএফ আধিকারিকরা। জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, একই রং ও মডেলের একটি এসইউভি ওই সময় দিঘার হোটেলে দেখা গিয়েছিল। এরপর হোটেল মালিক-সহ তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং খতিয়ে দেখা হয় সিসিটিভি ফুটেজ। তবে তদন্তে ওই গাড়ির সঙ্গে ওরাংওটাং পাচারের কোনও যোগসূত্র মেলেনি। জিজ্ঞাসাবাদের পর তিনজনকেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কোন পথে পাঁচটি

ওরাংওটাং শাবকগুলিকে বালেশ্বরে আনা হয়েছিল, কারা এর সঙ্গে যুক্ত এবং পাচারের উদ্দেশ্য কী ছিল-এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজছে এসটিএফ। তদন্তে ওড়িশা পুলিশকে সরেকমা সহযোগিতা করছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশ। জেলা পুলিশ সুপার অংশুমান সাহা জানিয়েছেন, দিঘা-সহ বিভিন্ন এলাকায় ওশিশ এসটিএফ তদন্ত চালাচ্ছে এবং জেলা পুলিশের তরফে প্রয়োজনীয় সহায়তা করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় পূর্ব মেদিনীপুর থেকে কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। এসটিএফ একটি গাড়ি আটক করলেও সোটি দিঘার ওই হোটেলের গাড়ি নয় বলেও জানিয়েছেন তিনি। এ দিকে উদ্ধার হওয়া পাঁচটি ওরাংওটাং শাবক ওড়িশার নন্দনকানন চিড়িয়াখানায় রয়েছে। সেখানে তাদের চিকিসা ও পর্যবেক্ষণ চলছে। প্রাণিগুলি কীভাবে ভারতে এল এবং এই ঘটনায় কেনও আস্ত রোজা বা আন্তর্জাতিক পাচারচক্র জড়িত কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার রহস্যভেদে বালেশ্বর থেকে দিঘা ও পূর্ব মেদিনীপুরের বিভিন্ন এলাকায় তদন্তের পরিধি বাড়িয়েছে ওড়িশার এসটিএফ।

ব্যাঙ্গালুরুতে ডঃ বিসি রায় ট্রফিতে সুরাজের সাফল্যে গর্বিত জামালপুরের স্কুল

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১২ সেপ্টেম্বর : অনূর্ধ্ব-১৬ জাতীয় ড. বি. সি. রায় চ্যাম্পিয়ন ট্রফি টুর্নামেন্টে পশ্চিমবঙ্গ দলের হয়ে রানার্স



হওয়া জামালপুরের গুড়ুড়ঘর হাই স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র সুরোজ হালদারকে ঘিরে উচ্ছ্বাস স্কুলে। ব্যাঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় ফাইনালে মণিপুরের কাছে পরাজিত হয়ে রানার্স হয়

সীমান্তে এসএসবি-র পরপর দুটি সাফল্য, মাদক ও আগ্নেয়াস্ত্রসহ ধৃত ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর : ভারত-নেপাল সীমান্তে এসএসবি-৩২৭৭সি এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান চালায়। তল্লাশি চালিয়ে তিন সন্দেহভাজন ব্যক্তির কাছ থেকে ৪১০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়। ধৃতেরা হলো জলপাইগুড়ির খগেনহাটের বাসিন্দা আকরাম হোসেন (৪৩), মাটিগাড়ার দক্ষিণ পাশের বাসিন্দা তপন দাস (৩৪) এবং উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার বাসিন্দা ইব্রাহিম হক (৩৬)। জিজ্ঞাসাবাদে তারা স্বীকার করেছেন যে, পঞ্জিপাড়ার একটি জুতো দোকান থেকে এক অজ্ঞাত ব্যক্তির কাছ থেকে এই ব্রাউন সুগার কেনা হয়েছিল এবং ঘোষপুকুরে কেবল দিদি নামে পরিচিত এক মহিলার কাছে এটি পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল। ধৃত তিন অভিযুক্ত এবং উদ্ধার হওয়া সমস্ত মাদক পরবর্তী আইনি পদক্ষেপেটামিন, একটি দেশি পিস্তল, এক রাউন্ড তাজা কার্তুজ এবং মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। ঘটনাস্থলেই ড্রাগ ডিটেকশন কিট দিয়ে পরীক্ষা করে মাদকের উপস্থিতি নিশ্চিত করেন তদন্তকারীরা। ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে মোহাম্মদ হাশিম এবং রুসুকার খাতুন (৩০) নামে দুজনকে আটক করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা জানায়, গলগলিয়া বাজার এলাকার এক অজ্ঞাত পত্রিকায়ের ব্যক্তির কাছ থেকে তারা এই মাদক কিনেছিল। ধৃতদের উদ্ধার হওয়া সামগ্রীসহ গলগলিয়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, গত শুক্রবার সন্ধ্যায় ৪১ নম্বর ব্যাটেসিয়ান এসএসবি-র কদবামনীজোত কোম্পানির একটি

টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ঘোষপুকুরের আমবাড়ি গ্রাম সংলগ্ন এনএইচ-৩২৭৭সি এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান চালায়। তল্লাশি চালিয়ে তিন সন্দেহভাজন ব্যক্তির কাছ থেকে ৪১০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়। ধৃতেরা হলো জলপাইগুড়ির খগেনহাটের বাসিন্দা আকরাম হোসেন (৪৩), মাটিগাড়ার দক্ষিণ পাশের বাসিন্দা তপন দাস (৩৪) এবং উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার বাসিন্দা ইব্রাহিম হক (৩৬)। জিজ্ঞাসাবাদে তারা স্বীকার করেছেন যে, পঞ্জিপাড়ার একটি জুতো দোকান থেকে এক অজ্ঞাত ব্যক্তির কাছ থেকে এই ব্রাউন সুগার কেনা হয়েছিল এবং ঘোষপুকুরে কেবল দিদি নামে পরিচিত এক মহিলার কাছে এটি পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল। ধৃত তিন অভিযুক্ত এবং উদ্ধার হওয়া সমস্ত মাদক পরবর্তী আইনি পদক্ষেপেটামিন, একটি দেশি পিস্তল, এক রাউন্ড তাজা কার্তুজ এবং মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। ঘটনাস্থলেই ড্রাগ ডিটেকশন কিট দিয়ে পরীক্ষা করে মাদকের উপস্থিতি নিশ্চিত করেন তদন্তকারীরা। ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে মোহাম্মদ হাশিম এবং রুসুকার খাতুন (৩০) নামে দুজনকে আটক করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা জানায়, গলগলিয়া বাজার এলাকার এক অজ্ঞাত পত্রিকায়ের ব্যক্তির কাছ থেকে তারা এই মাদক কিনেছিল। ধৃতদের উদ্ধার হওয়া সামগ্রীসহ গলগলিয়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, গত শুক্রবার সন্ধ্যায় ৪১ নম্বর ব্যাটেসিয়ান এসএসবি-র কদবামনীজোত কোম্পানির একটি

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE Sealed short tenders are hereby invited by the Executive Engineer, P.W.D., Howrah Electrical Division, Onkarnal Nitia Road, Howrah – 711103, Jharkhand, India. Tender Ref No: WBPWD/SEITC/NIT-04 OF 2026-2027

Corrigendum Title: OTHER CORRIGENDUM NOTE. Sd/- SE, IT Circle, PWD

Memo. 2821 Dt. 12.09.2026 Name of Work- Temporary Electrification work & other utility within the campus of Nabanna Sabhaghar related to the Meeting Chaired by the Chief Minister of West Bengal on 15/09/2026.

Last Date of Submission : 14.09.2026.

Intending bidder may download the Tender/Quotation documents from the website : www.pwd.wb.in

বিজ্ঞপ্তি মিউন্টেশন আদেদনকারী) রায়তের নাম মহেশ্বর সিংহ আমমোজার নামা দাতাগনঃ ভান্ন সিংহ, জয়কান্ত সিংহ, মধুসূদন সিংহ, কৃষ্ণকান্ত সিংহ, দীনেশ সিংহ, নিত্যানন্দ সিংহ, জগদীশ্বর সিংহ, সরলীন্দ্রী, সোমা দেবী, অনিতা সিংহ, সকলের পক্ষে নিম্নুক্ত আভোতার অঙ্গর সিংহ। আমমোজার নামা নংঃ 13683 তাং- 27.09.2016 আমমোজার নামা বলে কৃত দলিল ও জমির তপশিলঃ ১)। 13899 তাং- 07.08.2026 ব্লক- খড়িবাড়ি, সৌজা-বৈরাগী (সে, এল-২২) খতিয়ান নং -108 দাগ নং-596, 791 জেলা- দার্জিলিং ২)। 13900 তাং- 07.08.2026 ব্লক- খড়িবাড়ি, সৌজা-বৈরাগী, খতিয়ান নং -108 দাগ নং- 596 (সৌজা- দার্জিলিং) উপরিউক্ত তপশিলে উল্লেখিত দলিলবলে আদেদনকারী মিউন্টেশন কেনে কোন আদেদি থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে BL&LR অফিস, খড়িবাড়ি, দার্জিলিং-এ যোগাযোগ করুন।

Office of the Board of Administrators BUNIADPUR MUNICIPALITY PO-Buniadpur, Dist-Dakshin Dinajpur, Pin:733121

e-TENDER Date Extension Corrigendum In continuation of the e-Tender Notice published vide NIT No.- 2452/BPM/N-241/2026, Dated: 01/09/2026, Date It is hereby notified for information of all concerned that the date and time for submission and opening of tenders are hereby extended as follows: (Closing Date-19/09/2026, 6.55 PM) (Opening Date- 21/09/2026 at 06.55 PM). For details please contact the office of the Administrator, Buniadpur Municipality, Dakshin Dinajpur. SD/- Executive Officer Buniadpur Municipality

আফগানিস্তান সিরিজের আগেই খাঙ্কা! নেটে পিঠে চোট ঈশানের



নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর : দলীপ ট্রফির ফাইনালে দুরন্ত ডবল সেঞ্চুরি করে সদ্য শিরোপা জিতেছেন ঈশান কিয়ান। দুর্দান্ত ফর্মে থাকা সেই ঈশানই এবার আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভারতের অন্যতম ভরসা। কিন্তু সিরিজ শুরু আগেরই তৈরি হল উদ্বেগ। জাতীয় দলের অনুশীলনে পিঠে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়তে হল ভারতীয় উইকেটকিপার-ব্যাটারকে। ফলে রবিবার প্রথম টি-

টোয়েন্টিতে ঈশানকে পাওয়া যাবে কি না, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে সংশয়। রবিবার থেকেই দিল্লিতে শুরু হচ্ছে ভারত ও আফগানিস্তানের তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। দিল্লিতে খেলা হলেও সিরিজটি আফগানিস্তানের হোম সিরিজ হিসেবে আয়োজিত হচ্ছে। এই সিরিজে দেশের মাটিতে প্রথমবার টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে ভারতকে নেতৃত্ব দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে শ্রেয়স আইয়ারের। একইসঙ্গে বিশ্বকাপের পর জাতীয় দলে ফিরছেন জশপ্রীত বুমরাহ। ফলে শক্তিশালী দল নিয়েই সিরিজ শুরু করার পরিকল্পনা টিম ইন্ডিয়ায়। কিন্তু শুক্রবারের অনুশীলনে আচমকাই চোট পেলেন ঈশান। নেটে নবদীপ সাইনির বল খেলতে গিয়ে পিঠে টান অনুভব করেন তিনি। ব্যাথায় কিছুটা অস্বস্তিতে পড়ে যান ভারতীয় ব্যাটার। এরপর দলের ফিজিও এসে তার শারিরিক অবস্থা পরীক্ষা করেন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর আর অনুশীলন চালিয়ে যাননি ঈশান। তাকে মাঠে বাইরে চলে যেতে দেখা যায়। চোটের সময়টাও ঈশানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দলীপ ট্রফির ফাইনালে ব্যস্ত ছিলেন তিনি। সেই মাঠে দুরন্ত ডবল সেঞ্চুরি করার পর দ্বিতীয় ইনিংসেও দীর্ঘক্ষণ ব্যাট করেন। এরপর খুব বেশি বিশ্রামের সুযোগ না পেয়েই দিল্লিতে জাতীয় দলের শিবিরে যোগ দেন। তাই পিঠের এই সমস্যাকে হালকাভাবে নিতে চাইছে না টিম ম্যানেজমেন্ট। যদিও চোটের মাত্রা এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়নি।

ঈশানকে নিয়ে উদ্বেগের পাশাপাশি ওপেনিং জুটি নিয়েও তৈরি হয়েছে নতুন অঙ্ক। শুক্রবারের অনুশীলনে ছিলেন না অভিষেক শর্মা। সম্প্রতি পাঞ্জাবের টি-টোয়েন্টি লিগে খেলার পর তাঁকে একদিনের বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। ফলে অভিষেকের অনুপস্থিতিতে আপাতত বড় সমস্যা হিসেবে দেখা হচ্ছে না। প্রথম ম্যাচে তার খেলার সম্ভাবনাই বেশি। তবে তরুণ বৈভব সূর্যবংশীকে নিয়ে কিছুটা চিন্তার কারণ তৈরি হয়েছে। দলীপ ফাইনাল খেলার পর সরাসরি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ফিরতে চলেছেন তিনি। জাতীয় দলের অনুশীলনে তাঁকে কঠিন পরীক্ষার মুখে ফেলেন জশপ্রীত বুমরাহ। বিশ্বের অন্যতম সেরা পেসারের বিরুদ্ধে নেটে বেশ কয়েকবার সমস্যায় পড়তে দেখা যায় বৈভবকে। এমনকী বুমরাহর একটি ডেলিভারিতে তার স্টাম্পও ছিটকে যায়। এদিকে দলে ফিরেছেন সঞ্জু স্যামসন। ঈশান যদি প্রথম ম্যাচে খেলতে না পারেন, তাহলে উইকেটকিপিংয়ের পাশাপাশি ওপেনিং নিয়েও নতুন সমীকরণ তৈরি হতে পারে। অভিষেক ও বৈভবকে ওপেন করানো হবে, নাকি অভিজ্ঞ সঞ্জুকে ফের ওপেনিংয়ে পাঠানো হবে-সেটিই এখন বড় প্রশ্ন। সব মিলিয়ে আফগানিস্তান সিরিজ শুরুর আগেই ভারতীয় শিবিরে একাধিক অঙ্ক। ঈশানের চোট কতটা গুরুতর, তিনি প্রথম ম্যাচে নামতে পারবেন কি না, বৈভবকে সরাসরি সুযোগ দেওয়া হবে কি না-সব উত্তরই মিলবে ম্যাচের দিন। তবে তার আগে ঈশানের ফিটনেস রিপোর্টের দিকেই সবচেয়ে বেশি নজর থাকবে টিম ম্যানেজমেন্টের।

ব্রাজিল ম্যাচের পরদিনই ফেডারেশনের বিশেষ সভা!

৪ অক্টোবরই কি ঘোষণা হবে এআইএফএফ নির্বাচনের দিনক্ষণ?

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর : ভারত-ব্রাজিল মহারণের উত্তাপ শেষ হতে না হতেই ভারতীয় ফুটবলের প্রশাসনিক মহলে শুরু হতে চলেছে আর এক গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। আগামী ৬ অক্টোবর কলকাতায় মুখোমুখি হবে ভারত ও ব্রাজিল। আর তার ঠিক পরের দিন, ৪ অক্টোবর সকালে কলকাতাতেই বসতে চলেছে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের বিশেষ সাধারণ সভা।

ফেডারেশনের বর্তমান কমিটির মেয়াদ ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে যাওয়ায় এবার নজর সেই সভার দিকেই। কারণ, এই বৈঠকেই আসন্ন ফেডারেশন নির্বাচনের প্রক্রিয়া নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হতে পারে। এমনকী নির্বাচনের দিনক্ষণও ঘোষণা হয়ে যেতে পারে বলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। রাজ্যহাটের সেণ্টার অফ এক্সপ্লোসে এই বিশেষ

সাধারণ সভা আয়োজনের প্রস্তুতি চলছে। বর্তমান কার্যকরী কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় নিয়ম অনুযায়ী সাধারণ কার্যকরী কমিটির সভা করার সুযোগ নেই। সেই কারণেই বিশেষ সাধারণ সভার আয়োজন করা হচ্ছে বলে ফেডারেশন সূত্রে খবর।

৪ অক্টোবরের বৈঠকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে চলেছে নির্বাচন। নির্বাচনী প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য একজন ইন্সট্রোরাল অফিসার নিয়োগ করা হতে পারে। পাশাপাশি নির্বাচন করে এবং কাঁভাবে সম্পন্ন হবে, সেই বিষয়েও সভায় আলোচনা হতে পারে। সবকিছু ঠিকাকি এগোলে বৈঠকেই নির্বাচনের সম্ভাব্য দিন ঘোষণা করার সম্ভাবনা রয়েছে। এই

সুযোগকে কাজে লাগিয়েই পরের দিন বিশেষ সাধারণ সভা আয়োজনের সিদ্ধান্ত বলে মনে করা হচ্ছে। তবে নির্বাচন নিয়ে এই তপরতার আগে দীর্ঘদিন ধরেই প্রশ্ন উঠছিল ফেডারেশনের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড নিয়ে। গত ২ সেপ্টেম্বর বর্তমান কমিটির মেয়াদ শেষ হয়েছে। নির্মান অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই নতুন কমিটি নির্বাচিত করার প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। সূত্রের খবর, ডিসেম্বরের মধ্যেই পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ফলে হাতে থাকা সময় ক্রমশ কমে আসছে। এই পরিস্থিতিতে ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবের উপর নির্বাচনের জন্য চাপও বাড়ছিল। বিভিন্ন মহল থেকে দ্রুত নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু

করার দাবি উঠছিল। সেই আবহেই এবার বিশেষ সাধারণ সভা ডাকার সিদ্ধান্তকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ফুটবল মহলা। কয়েকদিন আগেই ফেডারেশন নির্বাচন নিয়ে দিল্লি হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মিনার্ভা অ্যাকাডেমির কর্ণধার রঞ্জিত বাজাজ। নির্বাচনের দিনক্ষণ সম্পর্কে স্পষ্টতা চেয়ে রিট পিটিশন করেছিলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য ছিল, বর্তমান কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর নতুন করে এই কমিটির সদস্যদের বড় ধরনের আর্থিক চুক্তি করার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ থাকা উচিত। বাজাজের আরও প্রশ্ন ছিল, নতুন ক্রীড়া প্রশাসন আইন অনুযায়ী ফেডারেশনের সংশোধিত সংবিধান ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গিয়েছে। তা সত্ত্বেও নির্বাচন নিয়ে কেন ফেডারেশন কর্তৃপক্ষের মধ্যে তেমন তপরতা দেখা যাচ্ছিল না, তা নিয়েও

তিনি প্রশ্ন তোলেন। আইনি চাপ এবং প্রশাসনিক প্রশ্নের মধ্যেই এবার বিশেষ সাধারণ সভার ডাক এসেছে। ফলে ৪ অক্টোবরের বৈঠকে নিছক নিয়মরক্ষার সভা হিসেবে দেখছে না ফুটবল মহলা। বরং ওই দিন থেকেই ভারতীয় ফুটবলের প্রশাসনে নতুন নির্বাচনী অধ্যায়ের সূচনা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এখন একটাই-৬ অক্টোবর ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ভারতের ম্যাচ খিঁচিয়ে যখন কলকাতা ফুটবলময় হয়ে উঠবে, তার ঠিক পরের দিনই কি এআইএফএফ নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করে সেই উত্তাপকে আরও বাড়িয়ে দেবেন ফেডারেশন কর্তারা? উত্তর মিলতে পারে ৪ অক্টোবরের বিশেষ সাধারণ সভাতেই।

ফ্লেমিংয়ের বিদায়ের পর চেমাইয়ের নতুন কোচ কে? চলতি মাসেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, শেষ সিলমোহর খোনির!

চেমাই, ১২ সেপ্টেম্বর : আইপিএলের ইতিহাসে অন্যতম সফল ফ্র্যাঞ্চাইজি চেমাই সুপার কিংস। পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন দলটি দীর্ঘদিন ধরেই স্টিফেন ফ্লেমিংয়ের কোচিংয়ে খেলেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক

এগোতে পারে, তা এখনও নিশ্চিত নয়। অন্যদিকে, আরেকটি সূত্রের দাবি, যোনি ভারতীয় কোচের পক্ষে। যদিও ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তৃপক্ষ বিদেশি কোচ নিয়োগের ব্যাপারে বেশি আগ্রহী। এর মধ্যেই আলোচনায়

দলের নীতিনির্ধারণে তাঁর প্রভাব যে এখনও যথেষ্ট, তা স্পষ্ট। ২০০৯ সালে চেমাইয়ের কোচ হিসেবে দায়িত্ব নেন স্টিফেন ফ্লেমিং। দীর্ঘ ১৬ বছর তাঁর অধীনে পাঁচবার আইপিএল ট্রফি জিতেছে সিএসকে।

কয়েক মরশুমে সেই সাফল্যের ধারেকাছেও দেখা যায়নি সিএসকে-কে। টানা বার্ষিকতার পর এবার দলের কোচিং স্টাফকে বড় পরিবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। প্রশ্ন একটাই-ফ্লেমিংয়ের জায়গায় নতুন কোচ হিসেবে কাকে বেছে নেবে চেমাই? সূত্রের খবর, নতুন কোচ বাছাইয়ের প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে। এমনকি একজন বিদেশি কোচকে পছন্দও করে ফেলেছে চেমাই ম্যানেজমেন্ট। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও নেওয়া হয়নি। কারণ, দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে এখনও শেষ কথা বলার জায়গায় রয়েছেন মাহেশ্ব সিং খোনি। একটি ক্রিকেটভিত্তিক ওয়েবসাইটের দাবি অনুযায়ী, বর্তমানে আমেরিকায় রয়েছেন খোনি। চলতি মাসেই তাঁর ভারতে ফেরার কথা। আগামী ২২ সেপ্টেম্বর চেমাই ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসতে পারেন তিনি। সেই বৈঠকেই নতুন কোচের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে বলে খবর। তবে কোচ নির্বাচনের ক্ষেত্রে তৈরি হয়েছে চিনাচাপোনা। একটি সূত্রের দাবি, সিএসকে ইতিমধ্যেই এক বিদেশি কোচকে পছন্দ করেছে। কিন্তু সেই কোচের প্রতি অন্য একটি আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিরও আগ্রহ রয়েছে। ফলে ভবিষ্যৎ ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও



এসেছে হোমদ্র বাদানির নাম। গত মরশুমে দিল্লি ক্যাপিটালসের সঙ্গে যুক্ত থাকা বাদানিকে চেমাইয়ের পরবর্তী কোচ করা হতে পারে বলে একসময় জল্পনা তৈরি হয়েছিল। তবে তাঁর নাম এখনও নিশ্চিত তালিকায় রয়েছে কি না, তা স্পষ্ট নয়। কোচ নির্বাচনই নয়, আসন্ন মরশুমের দল গঠন নিয়েও খোনির মতামতকে অভ্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে সিএসকে। কোন ক্রিকেটারকে দলে নিএসকে। কোন ক্রিকেটারকে দলে নেওয়া হবে, কাকে ছাড়া হবে এবং নিলামে কোন ক্রিকেটের বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে-এসব সিদ্ধান্তেও খোনির পরামর্শ নেওয়া হতে পারে বলে খবর। ফলে ক্রিকেটার হিসেবে তাঁর ভবিষ্যৎ ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও

কিন্তু সাম্প্রতিক সময়টা একেবারেই ভালো যায়নি। গত তিন মরশুমে প্লে-অফে উঠতে পারেনি দল। এর মধ্যে খোনিও অধিনায়কত্ব ছেড়ে দিয়েছেন। গত আইপিএলে তাঁকে একটি ম্যাচেও মাঠে দেখা যায়নি। তাই নতুন কোচের পাশাপাশি খোনিকে আগামী মরশুমে ঠিক কোন ভূমিকায় দেখা যাবে, সেটিও বড় প্রশ্ন। তবে একটি বিষয়ে চেমাই ফ্র্যাঞ্চাইজি স্পষ্ট করেছে-খোনির দলের মালিকানা কেনার কোনও ইচ্ছা ছিল না। ফলে মালিকানা নয়, ক্রিকেটায় সিদ্ধান্ত এবং দলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় খোনির ভূমিকা নিয়েই এখন বেশি আগ্রহ ক্রিকেটমহলের।

অবসরের আগেই টিভি শো! রোহিতকে কি ‘আজীবন নির্বাসন’ দেবে বিসিসিআই?

মুম্বই, ১২ সেপ্টেম্বর : ২০২৭ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপে রোহিত শর্মাকে দেখা যাবে কি না, তা নিয়ে জল্পনা এখনও অব্যাহত। এর মধ্যেই ক্রিকেটের বহিরের একেবারে নতুন ভূমিকায় দেখা যেতে চলেছে ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ককে। বাইশ গজের পর এবার বিনোদনের দুনিয়ায় পা রাখছেন ‘হিটম্যান’। নিজের নতুন টিভি শো নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে টিজার। আর সেই টিজার সামনে আসতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক-বিসিসিআইয়ের চুক্তিবদ্ধ ক্রিকেটার হয়ে কি রোহিত নিজস্ব টিভি শো করতে পারেন? কেউ কেউ দাবি করছেন, বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী চুক্তিবদ্ধ ক্রিকেটাররা এই ধরনের অনুষ্ঠান করতে পারেন না। এমনকি সোশ্যাল মিডিয়ায় একাংশে রোহিতকে নির্বাসিত করার দাবি পর্যন্ত ছড়িয়েছে। কোথাও কোথাও আবার বলা হচ্ছে, শান্তি হিসেবে তাঁকে আজীবন জন্ম ক্রিকেট থেকে নিষিদ্ধ করা হতে পারে। যদি সত্যি এমন হয়, তাহলে ২০২৭ বিশ্বকাপে রোহিতের খেলার সম্ভাবনাও কার্যত শেষ হয়ে যাবে। সম্প্রতি রোহিতের নতুন অনুষ্ঠানের টিজার প্রকাশ্যে এসেছে। শোয়ের নাম ‘ফ্যামেলি ফুল হাউস’। আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে সোনি নেটওয়ার্কের টেলিভিশন এবং ওটিটি প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত হওয়ার কথা। উদ্বোধনী পর্বের রোহিতের সঙ্গে দেখা যাবে কয়েকজন পরিচিত ক্রিকেটারকে। শ্রেয়স আইয়ার, অভিষেক নায়ার এবং শার্দূল ঠাকুরের মতো ক্রিকেটারদের উপস্থিতির কথাও সামনে এসেছে। টিজারে

রয়েছে একাধিক মজার মুহূর্ত। ভাইরাল ‘শেহেরি বাবু’ গানে ক্রিকেটারদের সঙ্গে রোহিতকে নাচতেও দেখা যাচ্ছে। পাশাপাশি ক্রিকেট মাঠে রোহিতের বহুলচর্চিত ‘ক্কেই ডি গুলেনে মে নেহি ঘুমেগা’ মন্তব্যও অনুষ্ঠানের অংশ হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই টিজার প্রকাশের পর থেকেই নেটদুনিয়ায় কৌতুহল বেড়েছে। তবে রোহিতকে শান্তি বা নির্বাসনের যে দাবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়েছে, তার ভিত্তি নেই বলেই জানা যাচ্ছে। বিসিসিআইয়ের এমন কোনও নিয়ম নেই যে চুক্তিবদ্ধ ক্রিকেটার নিজের টিভি অনুষ্ঠান বা বিনোদনমূলক শো করতে পারেন না। অর্থা শুধুমাত্র একটি পারিবারিক টিভি শো পরিচালনা করার জন্য রোহিতের বিরুদ্ধে আজীবন নির্বাসনের মতো শাস্তির প্রসূই ওঠে না। অবশ্য ক্রিকেটারদের জন্য বোর্ডের কিছু আচরণবিধি রয়েছে। বিশেষ করে ভারতীয় দলের সফর চলাকালীন বাণিজ্যিক কাজকর্ম বা বিজ্ঞাপনের স্টুটিংয়ের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ থাকতে পারে। পাশাপাশি বোর্ডের কর্মকর্তা, দলের অভ্যন্তরীণ বিষয়, পিচ কিংবা প্রতিপক্ষ নিয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য করার ক্ষেত্রেও ক্রিকেটারদের নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলতে হয়। কিন্তু ব্যক্তিগত সময়ে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া বা নিজস্ব শো পরিচালনা করা সেই নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ে না। তার উপর এই মুহূর্তে রোহিত ভারতীয় দলের সক্রিয় ম্যাচের অংশও নন। ফলে ‘টিভি শো করার অপরাধে আজীবন ব্যান’-এই জল্পনায় আপাতত জল চলে দেওয়া যায়। বরং ক্রিকেটের বাইরে রোহিতের নতুন ইনিংস নিয়ে আগ্রহই এখন বেশি।

শাহবাজের চোটে আচমকা দলে ডাক, দলীপ ফাইনালে ১১৬! রাতারাতি তারকা কৌনাইন

চেমাই, ১২ সেপ্টেম্বর : দলীপ ট্রফির স্কোয়াডে থাকার কথা ছিল না। এমনকী পূর্বাঞ্চলের রিজার্ভ তালিকাতেও নাম ছিল না তাঁর। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেকই তখনও হয়নি। কিন্তু একটি চোট বদলে দিল সব হিসাব। বঙ্গের অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদের চোটের কারণে আচমকাই পূর্বাঞ্চলীয় দলে ডাক পেলেন ঝাড়খণ্ডের তরুণ স্পিনার অলরাউন্ডার মহম্মদ কৌনাইন কুরেশি। আর সুযোগ পেয়েই এমন পারফরম্যান্স করলেন, যা তাঁকে রাতারাতি আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে। দলীপ ট্রফির নকআউট পর্বের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক। আর দ্বিতীয় ম্যাচেই দুরন্ত শতরান। ফাইনালে পূর্বাঞ্চলের হয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে অপরাজিত ১১৬ রান করে দলকে বড় অবদান রাখেন কৌনাইন। শুধু ব্যাট হাতেই নয়, বল হাতেও কার্যকর ছিলেন তিনি। ফাইনালের প্রথম ৪০ রান করার পাশাপাশি দুই উইকেটও নেন। সব মিলিয়ে দলীপে দুই ম্যাচে তাঁর সংগ্রহ

১৬৯ রান এবং পাঁচ উইকেট। নিজের এই অভাবনীয় উত্থান নিয়ে কৌনাইন নিজেও যেন অবাক। তাঁর কথায়, দলীপ ট্রফি নিয়ে কোনও পরিকল্পনাই ছিল না। কারণ, প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেকই হয়নি তাঁর। অথচ দ্বিতীয় ম্যাচ খেলেই হাতে চলে এসেছে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ট্রফি। তার উপর একই দলে মহম্মদ শামি, ইশান কিয়ান, অতিমন্যু ঈশ্বর এবং বৈভব সূর্যবংশীর মতো তারকাদের সঙ্গে ড্রেসিংরুম ভাগ করে সেয়েছেন তিনি। কৌনাইনের সাফল্যের পিছনে অবশ্য সাম্প্রতিক প্রস্তুতির বড় ভূমিকা রয়েছে। দলীপ ট্রফির নকআউট পর্বের দুটি ম্যাচই হয়েছে বেঙ্গালুরু ও চেমাইয়ে। আর এই দুই শহরেই সম্প্রতি ক্রিকেটীয় প্রস্তুতিতে সময় কাটিয়েছেন

ঝাাখণ্ডের এই ক্রিকেটার। বোর্ডের অনূর্ধ্ব-২৫ ইমার্জিং ক্যাম্পের জন্য দীর্ঘদিন বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সপ্লোসে ছিলেন কৌনাইন।



সেখানে চারটি চার দিনের ম্যাচ খেলার সুযোগও পেয়েছেন। এরপর পূর্বাঞ্চলীয় দলে ডাক পাওয়ার সময় তিনি চেমাইয়ে ঝাাখণ্ড দলের সঙ্গে রনজি ট্রফির প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন। ফলে দলীপের মধ্যে নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে খুব একটা সমস্যা

হয়নি। ধানবাদের বাসিন্দা কৌনাইনের ক্রিকেটমাত্রা শুরু মাত্র ন’বছর বয়সে। স্থানীয় টাটা ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে তাঁর হাতে খড়ি।

হাজারে ট্রফিতেও খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। দলীপের সাফল্য এবার তাঁর সামনে খুলে দিয়েছে আরও বড় দরজা। তবে কৌনাইনের লক্ষ্য শুধু এই সাফল্যে থেমে থাকা নয়। প্রথমে ঝাড়খণ্ডের সিনিয়র দলে নিয়মিত জায়গা করে নিতে চান তিনি। এরপর ধাপে ধাপে এগিয়ে পৌঁছতে চান ভারতের জাতীয় দলে। কৌনাইনের স্বপ্ন একেবারে পরিষ্কার-ভারতের হয়ে খেলা। আর সেই স্বপ্ন পূরণের প্রথম ধাপ হিসেবে আসন্ন রনজি ট্রফিতে ঝাড়খণ্ডের হয়ে সুযোগ পেলে নিজেকে প্রমাণ করাই তাঁর লক্ষ্য। শাহবাজের চোটে পাওয়া আকস্মিক সুযোগ যে তাঁর ক্রিকেটজীবনের মোহ। ঘুরিয়ে দিয়েছে, তা বলাই যায়। এখন সেই সুযোগকে দীর্ঘ পথের সাফল্যে পরিণত করতে পারেন কি না, সেটিই দেখার। দলীপের মধ্যে শতরান দিয়ে যে তরুণের আগমনবাহী শোনা গেল, আগামী দিনে জাতীয় দলের দরজায় সেই কৌনাইন কুরেশির কা নাার অপেক্ষায় ক্রিকেটমহল।

আমেরিকার পুরুষ টেনিসে দীর্ঘ ২৬ বছরের খরা কি এবার কাটতে চলেছে

২৬ বছরের খরা কাটানোর সামনে শেলটন! ইউ এস ওপেন ফাইনালে জেরেভের বিরুদ্ধে ইতিহাসের হাতছানি

নিউ ইয়র্ক, ১২ সেপ্টেম্বর : আমেরিকার পুরুষ টেনিসে দীর্ঘ ২৬ বছরের খরা কি এবার কাটতে চলেছে? সেই প্রশ্নের উত্তর মিলবে ইউ এস ওপেন-এর ফাইনালে। ২০০৬ সালে শেষবার কোনও মার্কিন পুরুষ টেনিস তারকা হিসেবে গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছিলেন অ্যান্ডি রডিকা। সেই বছরই ইউ এস ওপেন-এর মধ্যে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন তিনি। তারপর কেউ গিয়েছে ২৬ বছর। এবার সেই অপেক্ষার অবসান ঘটানোর দায়িত্ব ২৬ বছরের তরুণ সেন্টেজের কাঁধে। কেরিয়ারের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনালে উঠে ইতিমধ্যেই ইতিহাস তৈরি করেছেন শেলটন। সেমিফাইনালে তাঁর প্রতিপক্ষ ছিলেন আর এক আমেরিকান ফ্রান্সেস তিয়াফো। ঘরের মাটির দর্শকদের সামনে দুর্দান্ত লড়াইয়ের পর তিয়াফোকে ৪-৬, ৬-৩, ৬-৩, ৭-৫ সেটে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করেন

শেলটন। ম্যাচের শুরুতে পিছিয়ে পড়লেও পরের তিন সেটে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন করেন তিনি। এই জয় শুধু একটি ফাইনালে ওঠার সাফল্য নয়, মার্কিন টেনিসের ইতিহাসেও বিশেষ জায়গা করে নিল। ১৯৭২ সালে তারকার আশে ইউ এস ওপেন-এর পুরুষদের সিঙ্গেলস ফাইনালে ওঠার পর শেলটন হলেন প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকান খেলোয়াড়, যিনি এই প্রতিযোগিতার ফাইনালে পৌঁছলেন। ফলে রবিবারের ফাইনাল তাঁর জন্য একই সঙ্গে ব্যক্তিগত এবং ঐতিহাসিক মুহূর্ত। সেমিফাইনালে জয়ের পর আবেগ সামলাতে পারেননি শেলটন। নিজের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনালে ওঠার কৃতিত্ব তিনি প্রয়াত ঠাকুমােকে উর্গণ করছেন। শেলটন জানান, তার বাবা-মায়ের দীর্ঘ ত্যাগের পিছনেও ছিল পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। চলতি বছরের শুরুতেই তাঁর

ঠাকুমার মৃত্যু হয়েছে। বাবার টেনিস জীবনের সঙ্গেও ঠাকুমার গভীর সম্পর্ক ছিল। সেই কারণেই জীবনের এই বিশেষ মুহূর্তটি ঠাকুমার উদ্দেশে



উৎসর্গ করেছেন তরুণ মার্কিন তারকা। তবে আগের এই মুহূর্তের মধ্যেও একটি বিশেষ দিনকে স্মরণ করতে ভোলেননি শেলটন। নিউ ইয়র্কের আর্থার অ্যান্স স্টেডিয়ামে তার সেমিফাইনাল হয়েছিল ১১১ হামলায় বার্ষিকীর দিন। ম্যাচ শেষে ২০০১ সালের অক্টোবর সন্তানী হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির

প্রতি শ্রদ্ধা ও সমবেদনা জানান তিনি। শেলটনের কথায়, এই দিনে নিউ ইয়র্কের সমগ্র জনে তাঁর বড় শক্তি হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রত্যেক পরিবারের জন্য তাঁর প্রার্থনা ও সমবেদনা রয়েছে। এবার ফাইনালে শেলটনের সামনে আরও কঠিন পরীক্ষা। প্রতিপক্ষ জার্মান তারকা অলেকজান্ডার জেরেভ। সেমিফাইনালে রাশিয়ার কারেন খাচানভকে ৬-৩, ৭-৬, ৭-৬ সেটে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছেছেন জেরেভ। দীর্ঘ ছয় বছর পর আবার ইউ এস ওপেন--এর ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছেন তিনি। শুধু তাই নয়, ২০২৬ সালে দুরন্ত ধারাবাহিকতা দেখাচ্ছেন জেরেভ। চলতি মরশুমে এটি তাঁর টানা তৃতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনাল। ফলে শেলটনের সামনে প্রতিপক্ষ হিসেবে থাকবেন অভিজ্ঞ এবং বড় মধ্যে বারবার নিজেকে প্রমাণ করা এক তারকা।

অন্যদিকে শেলটনের কাছে এটি প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনাল। ঘরের দর্শকদের সম্মানে তাঁর বড় শক্তি হতে পারে। একইসঙ্গে তাঁর সামনে রয়েছে ইতিহাস লেখার সুযোগ। ২০০৬ সালের পর প্রথম আমেরিকান পুরুষ হিসেবে ধ্রুগগুপ্ত জেতার হাতছানি, ১৯৭২ সালের পর প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকান হিসেবে এই মধ্যে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সম্ভাবনা এবং নিজের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম ট্রফি জয়ের স্বপ্ন-সব মিলিয়ে রবিবারের ফাইনাল শেলটনের জীবনের সবচেয়ে বড় ম্যাচ হতে চলেছে। ২৬ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে আন্ডি রডিকের পর আবার কোনও মার্কিন পুরুষ খেলোয়াড় ইউ এস ওপেন ট্রফি ঘরে তুলতে পারবেন কি না, তার উত্তর দেবে আর্থার অ্যান্স স্টেডিয়াম। আর সেই ইতিহাসের সামনে দাঁড়িয়ে বেন শেলটন-এক হালের দ্যাব স্বপ্ন, অন্য হাতে আমেরিকার ২৬ বছরের অপেক্ষার